* সর্বশেষ শহর সংস্করণ

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক

আনন্দ বাজার পত্রিকা

ANANDA BAZAR PATRIKA
India's Largest Selling Daily

ESTD. 1878 REGD NO. C 1080

সোমবার, ৪ পৌষ ১৩৭৮ (২৯ অগ্রহায়ণ, ১৮৯৩ শক) Monday, December 20, 1971

৫০ বর্ষ, ২৮০ সংখ্যা

মূল্য : ২২ পয়সা (22 Paise)
শুল্ক : ২ পয়সা (2 Paise)
মোট : ২৪ পয়সা (24 Paise)

কাশ্মীরী শাল আলোয়ান ও স্কার্ফ
অনাথবন্ধু বস্ত্রালয়
৩৯।শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড
কালিকাতা-২৫
ফোন-৪৭-৫৮৬৬

বিশ্বের সেরা মালে প্রস্তুত
সুপ্রা কুকার কালি
ব্যবহার করুন

ইয়াহিয়া আবার নত, আজ প্রেসিডেন্ট পদে ইস্তফা দিচ্ছেন

প্রকাশ্য বিচার চাই — আসগর খাঁ

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর—পাক প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া খাঁর বিরুদ্ধে যখন সারা পশ্চিম পাকিস্তান প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে, তখন পাক বেতার থেকে ঘোষণা করা হয় ঃ ইয়াহিয়া আগামীকাল পদত্যাগ করছেন। ওই ঘোষণায় আরও বলা হয়েছে যে, আগামীকাল জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবার সঙ্গে সঙ্গে জমানার প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া ইসলামাবাদের তখত থেকে বিদায় নেবেন। পাক বেতারে জনৈক সরকারী মুখপাত্রের উক্তি উদ্ধৃত করা হয়। পাক বিমান-বাহিনীর প্রাক্তন প্রধান এয়ার মারশাল আসগর আজ পিনডিতে ইয়াহিয়া খানের প্রকাশ্যে বিচার দাবি করেছেন। খান সাহেব যাতে দেশ থেকে না পালাতে পারেন, সেজন্য তাঁকে কোন বিমান না দিতে তিনি পাক বিমানবাহিনীর কমানডারকে অনুরোধও করেছেন।

পিনডিতে যখন ইয়াহিয়ার পদত্যাগের কথা ঘোষিত হয়, তখন পাকিস্তান পিপলস পারটির চেয়ারম্যান ভুট্টো ওয়াশিংটনে প্রেসিডেনট নিকসনের সঙ্গে বৈঠক ছেড়ে স্বদেশের দিকে যাত্রা শুরু করেন। শ্রীভুট্টো যে পাকিস্তানের নতুন জমানার প্রধান হবেন, তা একরকম নিশ্চিত। প্রকাশ, শ্রীনুরুল আমিন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হোতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তিনি লনডনে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব অ্যালেক ডগলাস হিউমের সঙ্গেও দেখা করেন। তিনি বলেন, "পাকিস্তানের পরিস্থিতি অত্যন্ত ঘোরালো, অত্যন্ত খারাপ।"

আজ রাওয়ালপিনডির সাংবাদিক বৈঠকে এয়ার মারশাল আসগর জেনারেল ইয়াহিয়ার বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ আনেন। তিনি বলেন, 'বিশৃঙ্খলার জন্য প্রেসিডেনট ইয়াহিয়াই পুরোপুরি দায়ী। ইয়াহিয়া ছাড়া আরও কয়েকজন জেনারেলের তিনি বিচার দাবি করেন। তিনি লেঃ জেঃ পীরজাদা ও জেনারেল আবদুল হামিদ খানের নাম করেন।

তিনি বলেন, এখন বিচার না হলে পাঁচ অথবা ছ' বছর পরে দেশে আবার জঙ্গী শাসন কায়েম হবার আশংকা রয়েছে। বন্দুক উঁচিয়ে আবার কেউ আত্মপ্রকাশ করতে পারেন।

এয়ার মারশাল অভিযোগ করেন, পশ্চিম খণ্ডে দু' সপ্তাহ যুদ্ধ চললেও পাকিস্তান মূল সশস্ত্র বাহিনীকে কখনও কাজে লাগানো হয়নি। তিনি একে রণকৌশলের দিক থেকে মারাত্মক ভুল বলে উল্লেখ করেন। আবার দেশরক্ষার দায়িত্ব পালন করার জন্য তিনি সশস্ত্র বাহিনীকে আবেদন জানান। সরকারের দায়িত্ব ভার অসামরিক ব্যক্তিদের হাতে তুলে দেবার জন্যও তিনি তাঁদের আবেদন করেন।

তিনি আরও অভিযোগ করেন,

সংবাদপত্রের উপর শুধু কড়া বিধি-নিষেধই আরোপ করা হয়নি, সংবাদ-পত্রকে বিপথগামীও করা হয়। এই সময় পাক সাংবাদিকরা সরবে তাঁকে সমর্থন জানান।

ইয়াহিয়ার বিরুদ্ধে ধিক্কার ও নিন্দায় পশ্চিম পাকিস্তানে শহরে শহরে বিক্ষোভ দেখা দেয়। করাচি, পিনডি, লাহোর, পেশোয়ারের রাস্তায়

পঞ্চম পৃষ্ঠার ষষ্ঠ কলমে দ্রষ্টব্য

ঢাকার রাস্তায় ট্যাংক। ভারতীয় জওয়ানরা কৌতূহলী ছেলেমেয়েদের সব দেখাচ্ছেন। চিত্র ঃ তারাপদ ব্যানার্জি

ঢাকায় ভারতের কূটনৈতিক মিশন খোলা হচ্ছে

স্টাফ রিপোরটার

এই সপ্তাহের মধ্যে ঢাকায় ভারতীয় কূটনৈতিক মিশন খোলা হবে।

রবিবার মুজিবনগরে পররাষ্ট্র বিভাগের নীতি নির্ধারক কমিটির চেয়ার-ম্যান শ্রীদুর্গাপ্রসাদ ধর ও বাংলাদেশ সর-কারের মন্ত্রিদের মধ্যে আলোচনাকালে ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ঢাকার শেগুন বাগিচায় ভারতের প্রাক্তন ডেপুটি হাই-কমিশনা ভবনে এই অফিস খোলার সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে বিশ্বস্তসূত্রে জানা যায়।

ঢাকায় নিরাপদ আশ্রয়ে চীনা কূটনীতিকগণ

ঢাকা, ১৯ ডিসেম্বর—ঢাকায় কয়েকজন চীনা কূটনীতিক বাংলাদেশ মুক্তির পর আন্তর্জাতিক রেড ক্রশ নিয়ন্ত্রিত নিরপেক্ষ অঞ্চলে সরে গিয়েছেন। জনৈক চীনা কূটনীতিক খবরটি জানিয়েছেন। ঢাকায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদর দপ্তর থেকে একজন সামরিক অফিসার চীনা কনসুলেটে ফোন করে এই আশ্বাস দেন যে, তাঁদের ভয়ের কোন কারণ নেই।

কয়েকটি কূটনীতিক মিশনের প্রধানরা সামরিক সদর দপ্তরে এসে তাঁদের খোঁজখবর নেবার পর টেলিফোনে এই আশ্বাস দেওয়া হয়। সে সব কূটনীতিকরা খোঁজখবর নিতে

ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

লুঠ বা খুন করলেই গুলি, —ঢাকায় হুকুম

বরুণ সেনগুপ্ত

ঢাকা, ১৯ ডিসেম্বর—আজ এখানে স্বাধীন বাংলা সরকারের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় আওয়ামী লীগ কর্তৃপক্ষ এই বলে সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছেন ঃ যে লুঠতরাজ বা খুনোখুনি করবে তাকে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে মারা হবে। স্থানীয় আওয়ামী লীগ কর্তৃপক্ষ বলছেন, কিছু "দুষ্কৃতকারী" এই কাজ করছে।

তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

বেগম মুজিব সকাশে অরোরা

ঢাকা, ১৯ ডিসেম্বর—ইসটারন কমানডের সর্বাধিনায়ক লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা আজ ধানমন্ডির বাড়িতে গিয়ে বেগম মুজিবর রহমানের সঙ্গে দেখা করেন।

ভারতীয় সেনাপতির সৌজন্যে বেগম রহমান অভিভূত হয়ে পড়েন। বাংলাদেশের জন্য তাঁরা যা করেছেন সেজন্য তিনি লেঃ জেনারেল অরোরা, ভারতীয় সেনা-বাহিনী, ভারত সরকার ও ভারতের জনগণকে ধন্যবাদ জানান।

তিনি জেনারেলকে জিজ্ঞাসা করেন তিনি তাঁর স্বামীর কোন খবর জানেন কী না।

—ইউ এন আই

স্বাধীন বাংলার সরকারী অফিস চালু হল

ঢাকা/পার্থ চট্টোপাধ্যায়

১৯ ডিসেম্বর—আজ রবিবার, কিন্তু তবু ঢাকার সেকরেটারিয়েট খোলা। স্বাধীন বাংলার সেকরে-টারিয়েটের কাজ আজ থেকেই শুরু হল। এখন থেকে বাংলাদেশে অনির্দিষ্টকালের জন্য হপ্তায় সাত দিনই সরকারী অফিস খোলা থাকবে। সেকরেটারিয়েটের কাজের সময়েরও পরিবর্তিত হল। পাকিস্তানী আমলে কাজের সময় ছিল সকাল সাতটা থেকে তিনটা। এখন থেকে অফিস বসবে সকাল ন'টা থেকে বেলা একটা। আবার বেলা তিনটে থেকে পাঁচটায়।

আপাতত সমস্ত অফিসার ও কর্মচারীদের কাজে যোগ দিতে বলা হয়েছে। শুধুমাত্র সেকরেটারি পর্যায়ের অফিসারদের নতুন নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে। তবে ভবিষ্যতে গোটা সেকরেটারিয়েট ঢেলে সাজানো হতে পারে।

আজ প্রথম দিন অল্পসংখ্যক কর্মচারীই কাজে যোগ দিয়েছেন।

ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পাক এলাকা ছাড়ার সিদ্ধান্ত আমরাই নেব

— প্রতিরক্ষামন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর—প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম আজ এখানে বলেন ঃ সাম্প্রতিক লড়াইয়ে দখল করা পাকিস্তানী এলাকা থেকে ভারতীয় বাহিনী সরিয়ে আনার ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নিতে হলে আমরাই নেব। বাইরের কোন চাপ বরদাস্ত করা হবে না।

ভারতের বিজয় সাফল্য এবং বাংলা দেশের মুক্তি উপলক্ষে আয়োজিত এক বিরাট সমাবেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীরাম আবার বলেন, এবার আর তাসখন্দ ধরনের কোন সমঝোতা নয়। এবার কোন চুক্তিতে আসতে হলে আসতে হবে দ্বিপাক্ষিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেন ঃ পাকিস্তানের জনগণের প্রতি ভারতের কোন শত্রুতা নেই। আমরা তাঁদের বন্ধুত্ব চাই।

তিনি আরও বলেন ঃ সীমান্ত নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে উত্তেজনার অবসান ঘটে চিরতরে ঘটে, তাহলে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর হাজার হাজার জওয়ানের রক্তদান বৃথা যাবে না। —পি টি আই

কৃষ্ণনগরে পর পর কয়েকটি বিস্ফোরণ

কৃষ্ণনগর, ১৯ ডিসেম্বর—আজ সন্ধ্যার কিছু পরে পর পর কয়েকটি বিস্ফোরণে কৃষ্ণনগর শহর কেঁপে ওঠে। সারা শহর অন্ধকারে ডুবে যায়।

অবস্থা পরে আয়ত্তে আনা হয়।

বিস্ফোরণে এখানকার রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের অফিস ও সাব-স্টেশনের ক্ষতি হয়। বিদ্যুৎ সরবরাহ অচল হয়ে পড়ে। জেলা ম্যাজিসট্রেটের বাংলো ও অন্যান্য কয়েকটি বাড়ির দরজা-জানালাও ভেঙে চুরমার।

বিস্ফোরণের কারণ এখনই জানা যায়নি। তদন্ত চলছে। —পি টি আই

ফরমান আলি সহ আরও ৩০ হাজার পাক সৈন্যের আত্মসমর্পণ

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

ঢাকা, ১৯ ডিসেম্বর—অফিসারস হুঁশিয়ার! হাতিয়ার বাহার জমিন। পাকিস্তানী স্থল বাহিনীর মেজর জেনারেল জামসেদ কম্যানড দেবার সঙ্গে আজ বেলা ১০টা ৪৫ মিনিটে ঢাকা ক্যানটনমেনটের গলফ মাঠে সবুজ ঘাসের ওপর ৪৭৮ জন পাকিস্তানী অফিসার তাঁদের অস্ত্রগুলি সাজিয়ে রাখলেন। তারপর এক পা পিছিয়ে গিয়ে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়ালেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীর কয়েকজন অফিসার গিয়ে অস্ত্রগুলি কুড়িয়ে নিলেন। নানান ধরণের অস্ত্র, পিস্তল, রিভলবার, এল এম জি স্টেনগান।

ডিসেমবরের সূর্যের দিকে মুখ করে ম্রিয়মাণ বিষন্ন মুখে ক্যানটন-মেনটের দিকে তাকিয়েছিলেন পাক বাহিনীর দীর্ঘতম লেঃ জেনারেল ফরমান আলি। ঠিক সেই মুহূর্তে ক্যানটনমেনটের বিভিন্ন ইউনিট লাইনে তাঁর বাহিনীর ৩০ হাজার পরাজিত সৈন্য নিজেদের হাতিয়ার তুলে দিচ্ছে। আজ থেকে বাংলাদেশে প্রায় এক লক্ষ পাক সৈন্য ভারতের যুদ্ধবন্দী।

ক্যানটনমেনটের গলফ মাঠে যেখানে সবুজ ঘাস চিরে চিরে পাক বাহিনী পরিখা খুঁড়েছিল সেদিকে তাকিয়ে একবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন জেনা-রেল ফরমান আলি। আনুষ্ঠানিক

পঞ্চম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে দ্রষ্টব্য

মুজিবের মুক্তি আসন্ন ?

রাওয়ালপিনডি, ১৯ ডিসেম্বর—বাংলাদেশ নেতা শেখ মুজিবর রহমানকে "শীঘ্র মুক্তি দেওয়া হতে পারে",—বলেছেন নুরুল আমিন।

আজ এখানে শ্রীআমিন বলেন ঃ শেখ মুজিবরকে আর জেলে আটকে রাখার কোন যুক্তি তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। অবশ্য তাঁর মুক্তির প্রশ্নটি নিয়ে তিনি এখনও প্রেসিডেনট ইয়াহিয়ার সঙ্গে কোন কথাবার্তা বলেন নি।

মুজিবের বিচার অনির্দিষ্ট-কালের জন্য স্থগিত বলে খবর প্রচারিত হবার পরই তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে যায়। —এ এফ পি

দিল্লি ফেরার আগে ডি পি ধর ঢাকা যেতে পারেন

স্টাফ রিপোরটার

মুজিবনগর, ১৯ ডিসেমবর—আজ এখানে বাংলাদেশের অস্থায়ী প্রেসিডেনট সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী শ্রীতাজুদ্দিন আমেদ ও অন্যান্য মন্ত্রীর সঙ্গে ভারতের মন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় ও ভারত সরকারের পররাষ্ট্র দফতরের নীতি নির্ধায়ক কমিটির চেয়ারম্যান শ্রী ডি পি ধরের দীর্ঘ আলোচনা হয়।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে সিদ্ধার্থবাবু বলেন,—আমরা পরস্পর শুভেচ্ছা বিনিময় করেছি। গুরুত্ব-পূর্ণ আলোচনা হয়েছে।

সিদ্ধার্থবাবু ও শ্রীধর এদিন দিললি থেকে কলকাতা আসেন। সেখান থেকে মুজিবনগর। দিললি ফেরার আগে শ্রীধর ঢাকা যেতে পারেন।

জানা যায়, যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলা-দেশের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সিদ্ধার্থবাবুদের আলোচনা হয়। মুজিবনগর আসার আগে বাংলাদেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি জানবার জন্য তাঁরা কলকাতাস্থ কেন্দ্রীয় সরকার, পররাষ্ট্র

তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

মুজিবনগরে বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভা সদস্যদের সঙ্গে সিদ্ধার্থশংকর রায় ও ডি পি ধর। —নিজস্ব-চিত্র

জল, স্থল, অন্তরীক্ষে ভারতের বীর সেনানী
আমাদের অভিবাদন গ্রহণ করুন

স্বাধীন বাংলাদেশের স্বাধীন নাগরিকবৃন্দ
আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করুন

স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার
আপনাদের অরুণোদয়ে
আমাদের শুভেচ্ছা গ্রহন করুন

পি, সি, চন্দ্র এণ্ড সন্স
জুয়েলার্স

চন্দ্রস কেমিক্যাল
"ডেন ড্রাইট"
এডেসিভ্
প্রস্তুতকারক

আমাদের সংকল্প

● আমরা বাঙালী। বাঙালীর পোশাক পরব। বাংলায় কথা বলব। বাংলার ও বাঙালীর ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করব ●

আমাদের ত্যাগ ও রক্তদানে গড়া জাতীয় সরকার প্রত্যেকটি শিশু ও কিশোরদের অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা করেছেন। আমরাও জনসাধারণের শিশু ও কিশোরদের কল্যাণে প্রথম থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পুস্তক প্রকাশ করেছি। সহৃদয় শিক্ষাব্রতীদের সহানুভূতি প্রার্থনীয়।

আমাদের কিশোর-কিশোরীদের জন্য নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পুণ্য জন্মদিন ২৩শে জানুয়ারী ১৯৭২ প্রকাশিত হবে।

ইন্দিরা প্রিয়দর্শিনী প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক [পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য]

INDIRA PRIYADARSINI— Prof. A. B. Chatterjee [For Classes VII & BIII]

নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীর জন্য
সীতার বনবাস—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সম্পাদক ঃ প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
প্রবেশিকা বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা—মদনমোহন বিদ্যাভূষণ
সরল বাংলা ব্যাকরণ—শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী
বাংলা সাহিত্যের কথা—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
বঙ্গ-সাহিত্যের গল্প—সেন ও গঙ্গোপাধ্যায়
School Final English Composition—D. K Banerjea & S. K. Chatterjea
School Final Textual Grammar & Comprehension Test—D. K. Banerjea
সমাজ-জীবন—প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
আবশ্যিক গণিত (কোর)—অধ্যাপক বঙ্কিমচন্দ্র দাস
উচ্চ-মাধ্যমিক সাধারণ বিজ্ঞান, ৪র্থ—ভট্টাচার্য ও মিত্র
পদার্থ-বিজ্ঞান (১ম ভাগ)—অধ্যাপক ভট্টাচার্য ও মিত্র
ভারত-কথা—অধ্যাপক শ্যামাদাস ভট্টাচার্য
আধুনিক বিশ্বকথা—শ্যামাদাস ভট্টাচার্য ও নিখিলরঞ্জন রায়

ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর জন্য
নব সংস্কৃত পাঠম্—ভক্তিবিনোদ অধিকারী
সাহিত্য-দীপিকা, ৩য় ভাগ—কুমুদরঞ্জন মল্লিক
সাহিত্য-দীপিকা, ২য় ভাগ—কুমুদরঞ্জন মল্লিক
সাহিত্য-দীপিকা, ১ম ভাগ—মণীন্দ্রকিশোর চক্রবর্তী
রামায়ণ ও মহাভারতের কথা—নীলাপদ ভট্টাচার্য
আখ্যান-মালিকা—ধীরেন্দ্রলাল ধর
গাথা-মালিকা—মণীন্দ্রকুমার ঘোষ
শ্লোকশতক—হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
জাতকের গল্প—কালিদাস রায়
Orient English Reader, Book IV Mazumdar & Ganguli
ভারতরত্ন জওহরলাল—প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
সামাজিক ও নাগরিক জ্ঞান, ২য় ভাগ—প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
উচ্চ-মাধ্যমিক সাধারণ বিজ্ঞান, ৩য় ভাগ—ভট্টাচার্য ও মিত্র
উচ্চ-মাধ্যমিক সাধারণ বিজ্ঞান, ২য় ভাগ—ভট্টাচার্য ও মিত্র
উচ্চ-মাধ্যমিক সাধারণ বিজ্ঞান, ১ম ভাগ—ভট্টাচার্য ও মিত্র
গান্ধীজী—অনাথনাথ বসু
মানব-ইতিহাসের ধারা (প্রাচীন যুগ)—ডঃ কিরণচন্দ্র চৌধুরী
মানব-ইতিহাসের ধারা (মধ্য যুগ)—ডঃ কিরণচন্দ্র চৌধুরী
মানব-ইতিহাসের ধারা (আধুনিক যুগ)—ডঃ কিরণচন্দ্র চৌধুরী
প্রাচীন যুগের কথা—অনাদিনাথ সিংহ
প্রবেশিকা ভূগোল—কাননগোপাল বাগচী
সরল বীজগণিত—শৈলজাপ্রসন্ন আচার্য
পাটীগণিত (১ম, ২য় ভাগ)—অধ্যাপক বঙ্কিমচন্দ্র দাস
সরল গণিত (২য় ভাগ)—পাল ও মুখোপাধ্যায়
আধুনিক জ্যামিতি (১ম ভাগ)—নবনীধর দাস
জ্যামিতি শিক্ষা—নৃপেন্দ্রনাথ পাল
অভিনব বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা (২য় ভাগ)—শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী
মাধ্যমিক বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা—মদনমোহন বিদ্যাভূষণ
গদ্য-বিজ্ঞান (২য় ভাগ)—শ্রীমতী সন্ধ্যা দেবী
Junior English Composition—Haldar & Roy
Junior English Second Paper—Haldar & Roy
English Grammar & Composition on a Direct Method—S. Roy & A. B. Chatterjee
হিন্দী-শিক্ষা, ২য় ভাগ—শ্রীনারায়ণ ঝা

পঞ্চম শ্রেণীর জন্য
প্রাথমিক ব্যাকরণ—বিজয়কুমার ভট্টাচার্য
আদর্শ বাংলা ব্যাকরণ—বসু ও ভট্টাচার্য
অভিনব ব্যাকরণ ও রচনা (১ম ভাগ)—শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী
গল্প হলেও সত্যি, (১ম ভাগ)—ধীরেন্দ্রলাল ধর
এই দেশেরই মেয়ে—নীলাপদ ভট্টাচার্য
মানুষের মহিমা—নীলাপদ ভট্টাচার্য
স্বদেশী কবিতা—প্রভাত বসু
ভূগোল পরিচয় (১ম ভাগ)—পঞ্চানন সিংহ
বিজ্ঞান সূচনা (১ম ভাগ)—ডঃ সন্তোষকুমার গাইন
গৃহ-বিজ্ঞান (১ম ভাগ)—শ্রীমতী সন্ধ্যা দেবী
সামাজিক ও নাগরিক জ্ঞান, ১ম—প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
আমাদের ইতিহাস (২য় ভাগ)—প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
স্বাস্থ্য কথা—ডঃ মণিমোহন সরকার ও বিষ্ণুহরি দত্ত
First Step to English —S. Roy
Picture Word Book S. B. Shasmal
Junior Grammar & Comp. —P. K. Raj
হিন্দী-শিক্ষা (১ম ভাগ)—শ্রীনারায়ণ ঝা
কাঠের কাজ—ননীগোপাল চক্রবর্তী

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর জন্য
কিশোর ব্যাকরণ ও রচনা—প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও সামাজিক জ্ঞান, ২য় ভাগ—ডাঃ এন সি রায়
শহীদ স্মরণে—সুনির্মল বসু
আমাদের ইতিহাস, ১ম ভাগ—প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
ইতিহাসের গল্প—প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
আমার দেশের মানুষ—ধীরেন্দ্রলাল ধর

দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য
ছোটবেলার পড়া (২য় ভাগ)—অশোককুমার
নব-পাঠ প্রবেশ (২য় ভাগ)—বিজয়কুমার ভট্টাচার্য
কমল-কলি (২য় ভাগ)—শ্যামাদাস ভট্টাচার্য
নূতন পড়া (২য় ভাগ)—সুনির্মল বসু ও ধীরেন্দ্রলাল ধর
অল্পকথার রামায়ণ—সুনির্মল বসু
অল্পকথার মহাভারত—সুনির্মল বসু
সোনার মানুষ—অপর্ণা রায়
গণিত সোপান (২য় ভাগ)—সুনীল দাস
ভূগোল বিজ্ঞান ও সমাজ কথা—অশোককুমার

প্রথম ও শিশু শ্রেণীর জন্য
ছোটবেলার পড়া (১ম)—অশোক কুমার
কমল-কলি (১ম)—শ্যামাদাস ভট্টাচার্য
নব-পাঠ প্রবেশ (১ম)—বিজয়কুমার ভট্টাচার্য
দশমিক ধারাপাত—সন্ধ্যা দেবী

● বিদ্যাসাগর সার্ধশতবর্ষ সংস্করণ ●
কথামালার গল্প—অশোককুমার
বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়, প্রথম ভাগ—প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়, দ্বিতীয় ভাগ—প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
বিদ্যাসাগরের মাতা ভগবতী দেবী—সতীকুমার নাগ

॥ ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি ঃ সি-২৯/৩১, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট (দোতলা), কলিকাতা-১২ ॥
॥ পরিবেশক ঃ ওরিএণ্ট বুক ডিস্ট্রিবিউটর্স ॥ কলিকাতা ১২ ও নতুন দিল্লী ১ ॥ ফোন ঃ ৩৪-৩৬৫৪ ॥

আনন্দবাজার পত্রিকা

Tele : ANANDABAZAR Cal
Phone: 23-2283 (Seven Lines)
23-8541 (Five Lines)
POST BOX No 2536 G.P.O

কর্মখালি

উচ্চদক্ষতাসম্পন্ন ও অভিজ্ঞ 'প্রডাকশন সেলসম্যান' চাই। পূর্ণ বিবরণ সহ সত্বর লিখুন। বক্স নং ৭৭৯৪, আনন্দবাজার, কাল-১। (সি ৬৬৩৩)

জিওলজিক্যাল সার্ভে, অব ইণ্ডিয়া, কলিকাতা

একজন গ্রেড ২ ফটোস্ট্যাট অপারেটর আবশ্যক। পদটি অসংরক্ষিত। বেতন—১৫০—৫—১৭৫—৬— ২০৫—যোঃ বাঃ —৭—২৪০, টাকা। বয়স ১৮ হইতে ২৫ বৎসর মধ্যে। যোগ্যতা: (১) ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়া চাই। (২) জিওলজিক্যাল অ্যান্ড টেকনিক্যাল ফটোগ্রাফ, ল্যান্টার্ন স্লাইড, নেগেটিভ রিটাচিং, প্রিন্টিং, এনলার্জিং ও রিডিউসিংয়ে ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা ও ফটোস্টাট মেশিনপত্রের জ্ঞান।

ডি এ ভি পি ৬০৬ (১০২)·৭১ (৭৭৫৮)

নিরুদ্দিষ্টের প্রতি পত্র

অনিল বিশ্বাস (দাদা)

আপনি ১৯৬৭ সাল থেকে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছেন। সাহস নিয়ে নিজে প্রকাশ হন। লোকের বিবিধ অত্যাচার, উৎপীড়ন ও মন্দ পরিকল্পনার হাত থেকে নিজেকে ও আমাদের মুক্ত করুন। নিজেই বাড়ী চলে আসুন। প্রশান্ত বিশ্বাস, ৭৫/১ চক্রবেড়িয়া রোড নর্থ, কলি-২০। (সি-৬৮২০)

অফিস গুদাম-দোকান

FOR IMMEDIATE SALE cloth store near C. I. T. Road, Entally, 9th year running valued Rs. 45000/-. Reasonable offers invited from genuine parties. Box No. 7752. Ananda Bazar, Cal.-1. (C. 6828)

৫০ থেকে ১০০ টাকার মধ্যে অফিস পাওয়ার জন্য অফিস ঘর ভাড়া চাই। "ট্রিস্কিন" ৪ কমার্শিয়াল বিল্ডিং (৩য় তল) কলি-১। (সি-৬৫৯৩)

স্মৃতির উদ্দেশে

শ্রীমতী প্রভাবতী বসু, জন্ম—১২৯৪

মৃত্যু—৪ঠা পৌষ ১৩৭৬। "চিরদিন মাগো পূজিব তোমারে বিরাজিও মোর হৃদি মন্দিরে।" ইতি, অভাগাপুত্র ডাঃ শংকর বোস। কুষ্ঠরোগ বিশেষজ্ঞ, পোঃ গ্রাঃ গোপালপুর, বর্ধমান। (সি ৫৮৪৪)

শিক্ষাগত

মাক্কলোর ভবন

আজ থেকে ক্লাসের সময়ের নিম্নোক্তমত পরিবর্তন ঘোষণা করছেন।
বেলা ২-৫০টার স্থলে বিকাল ৪টা
বিকাল ৪-৩০টার স্থলে বিকাল ৫-৩০টা
সন্ধ্যা ৬-১০টার স্থলে সন্ধ্যা ৭-১০টা। (৭৭৩৩)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মিস্ত্রদীপের সময় স্থানীয় অসামরিক কর্মীদের সম্পূর্ণ সহযোগিতার জন্য এলাকার সর্বস্তরের মানুষকে অশেষ ধন্যবাদ জানাইতেছি।

বিনীত—
সমর সরকার
পোস্ট—১ বেলিয়াঘাটা—২ ডিভিসন (সি ৬৬২৫)

তীর্থযাত্রা ও প্রমোদ ভ্রমণ

ভ্রমণের নেশায় যাযাবরের সঙ্গে চলুন। ২৯।১২।৭১—৩।১।৭২ তোপচাঁচী, কোনার, মাইথন, ন্যাশনাল পার্ক, রাজরাপ্পা, ছিন্নমস্তা—৪৪, ২৫, গণেশ এভিনিউ। ২৩-৬১৫৬। (সি ৬৬৪১)

সর্বভারত তীর্থ দর্শন

১। শ্রীশ্রীরামেশ্বরধাম ও কন্যাকুমারিকা তৎসহ সমগ্র দক্ষিণ ভারত, টুরিস্ট কোচে শুভযাত্রা—২৮/১২, ২। বাসযোগে বক্রেশ্বর-তারাপীঠ-শান্তিনিকেতন-ম্যাসেঞ্জোর, ৩। রাজগীর-নালন্দা—৩১/১২, বুকিং চলিতেছে। টুরিস্ট স্পেশাল, ৩৮, স্ট্র্যান্ড রোড, কলি-১। ফোন—২২—৮৬৬৬। (সি-৬৮০৪)

ট্রান্স ওয়ার্ল্ড ট্রাভেলস

দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ—প্রথম ও তৃতীয় শ্রেণী—২৯শে ডিসেম্বর। ১৩৭/৭, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলি-১৩। ফোন : ২৪-২৫৪৭। (সি-৬৮২৫)
ডিলুক্সবাস—রাঁচী, নেতারহাট, হুড্রু, জোন্‌না, ২৪/১২ রাজগীর, নালান্দা, পাওয়াপুরী, তোপচাঁচি ২৭/১২ জনতা স্পেশাল পি—৪০ ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস। কলি-১। ফোন—৩৪-১৫০১। (সি-৬৮০২)

নাম ঠিকানা পরিবর্তন

আমি হরিদাস পাল ১৭।১২।৭১ তারিখের এফিডেবিট বলে অদ্য হইতে ইন্দ্রনীল পাল নামে পরিচিত হইলাম। (সি-৬৬১৮)

আমি সামসের আলি ৭/১২/৬৮ তারিখে শ্রীরামপুর আদালত হইতে এফিডেভিট বলে মোহম্মদ মঈনুদ্দিন নামে পরিচিত হইলাম। (সি-৬৫৯৮)

ব্যবসা বাণিজ্য

চৌরঙ্গীতে অবস্থিত একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সুসজ্জিত চলতি ঔষধের ও স্টোরসের দোকান কোম্পানীর গুড উইল (সুনাম) সহ বিক্রয় হইবে। ঐ প্রতিষ্ঠান সরাসরি ক্রয়েচ্ছু অথবা অংশীদার হিসাবে যোগদানেচ্ছু লিখুন বক্স নং ৭৭২৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি-৬৮১৫)

নীলাম

জি টি রোডের ১১৮তম মাইলে অবস্থিত তমলা ব্রিজ নামে খ্যাত একটি ও ঐ রাস্তারই ১২৫তম মাইলে অবস্থিত সিঙ্গারন ব্রিজ নামে অপর একটি, মোট এই দুইটি পুরাতন স্টীল গার্ডার ব্রিজ যত্র সমস্ত কম্পোনেন্ট (কন্সটিটিউশনাল আর এস গার্ডার বাদে) বিক্রয়ের জন্য ২৯-১২-৭১ তারিখ বেলা ১০টার এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ারের অফিস, পি ডব্লিউ ডি, ন্যাশনাল ডিভিসন, আকবার ক্লাব কম্পাউন্ড, বর্ধমান ঠিকানায় নীলামে ডাকা হইবে। কন্সটিটিউশনাল আর এস গার্ডারগুলি ব্রিজ ভাঙিয়া ফেলার পর ব্রিজ সাইট হইতে রাজবাঁধ পর্যন্ত বহন করিয়া রাজবাঁধস্থ ডিপার্টমেন্টাল গোডাউনে (রাজবাঁধ ইন্সপেকশন বাংলোতে) ডিপার্টমেন্টের কাছে ফেরত দিতে হইবে। প্রত্যেক ব্রিজের জন্য নীলাম পৃথকভাবে গণ্য করিতে হইবে। ইচ্ছুক ডাকদাতাগণকে ডাক দিবার জন্য যোগ্য হইবার নিমিত্ত প্রত্যেক নীলামের জন্য বায়না হিসাবে উক্ত অফিসারের অনুকূলে ট্রেজারি চালান বা রেজিস্টার্ড ব্যাঙ্ক ড্রাফটে ১০০০ টাকা জমা রাখিতে হইবে। ব্যাঙ্ক ড্রাফট/চালান ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৭১ তারিখের অন্ততঃ এক দিন পূর্বে উক্ত অফিসারের নিকট জমা দিতে হইবে। বিস্তারিত নীলাম নোটিস ১৮ই হইতে ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখের মধ্যে সমস্ত কাজের দিন উক্ত এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ারের অফিসে দেখা যাইবে।

৪৮৬৭(৩) আই পি আর/এ/৭১ (৭৭৮৫)

নোটিস

ভারতীয় কমার্শিয়াল কোম্পানি লিমিটেড

নোটিস

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, নিম্নোক্ত কার্যাদি নিষ্পন্নের জন্য কোম্পানির স্থগিত ২২তম বার্ষিক সাধারণ সভা ১৭ জানুয়ারি, ১৯৭২ তারিখ, সোমবার বেলা ২টায় কলিকাতা-১ অধীন ৮, নেতাজী সুভাষ রোডস্থিত বি-১ নং গিলান্ডার্স হাউসে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে অনুষ্ঠিত হইবে।

৩১ মার্চ, ১৯৭১ তারিখে যেরূপ ছিল সেইমত অডিটরস ও ডিরেক্টরসের রিপোর্ট ও পরীক্ষিত উদ্বর্তপত্র এবং ৩১ মার্চ, ১৯৭১ তারিখে সমাপ্ত বৎসরের জন্য লাভ লোকসানের হিসাব গ্রহণ করা, বিবেচনা করা ও অনুমোদন করা ও ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা।

বোর্ডের আদেশানুসারে
ভারতীয় কমার্শিয়াল কোম্পানি লিমিটেড এর পক্ষে
এম পি ভারতীয়া
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

তারিখ ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১

দ্রষ্টব্য :—

১। কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার ১০ জানুয়ারি, ১৯৭২ তারিখ হইতে ১৭ জানুয়ারি, ১৯৭২ তারিখ পর্যন্ত (উভয় দিন সহ) বন্ধ থাকিবে।

২। সভায় যোগদান : ভোটদানের অধিকারী যে কোন সদস্য তাঁহার পরিবর্তে সভায় যোগদান ও ভোটদান করার জন্য একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারিবেন এবং প্রতিনিধিকে সদস্য না হইলেও চলিবে। (৭৭৬৩ এ)

রেলওয়ে

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে

চীফ কমার্শিয়াল সুপারিন্টেন্ডেন্টের অফিস স্থানান্তর

জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে, পূর্বে রণজি স্টেডিয়াম, ইডেন গার্ডেন্স, কলিকাতা-২১ ঠিকানায় অবস্থিত এই রেলওয়ের চীফ কমার্শিয়াল সুপারিন্টেন্ডেন্টের অফিস ১৪ স্ট্র্যান্ড রোড, কলিকাতা-১ ঠিকানায় (বহুতলবিশিষ্ট বিল্ডিং-এর ৯ম ও ১০ম তল) স্থানান্তরিত হইয়াছে এবং তথা হইতে কাজকর্ম হইতেছে।

চীফ কমার্শিয়াল সুপারিন্টেন্ডেন্ট

পি আর এস ই পি এ/১/সি—৬১ (৭৮০০)

কোম্পানী নোটিস

NATIONAL COMPANY LIMITED

REGISTERED OFFICE :
18A, Brabourne Road, Calcutta.

NOTICE

NOTICE is hereby given that the Annual General Meeting of the Share-holders of the Company will be held on 10th day of January, 1972 at 4.00 P.M. at the Registered Office of the Company at 18A, Brabourne Road, Calcutta-1, to transact the following business:—

1. To receive, consider and adopt the Director's Report and the Audited Accounts for the financial year ended April 30, 1971; (see note 'C' below).
2. To appoint a Director in place of Shri Rajendra Kumar Poddar, who retires by Rotation and being eligible offers himself for re-election.
3. To appoint Auditors for the current year and to fix their remuneration. The retiring Auditors, M/s. G. Basu & Co., Chartered Accountants, are eligible for re-appointment.
4. Declaration of dividends.
5. As Special Business :

To consider and if thought fit to pass with or without modifications the following Resolutions as Special Resolutions:—

i) Resolved that Article 72 of the Article of Association of Company be altered as follows:—
"72—Until otherwise determined by the company in General Meeting the number of Directors of the company shall not be less than three nor more than eleven."

ii) Resolved that an Article numbered 80A be inserted after the existing Article 80 and before the existing Article 81 of the Articles of Association of the Company to the following effect:—
"80A—A director nominated or appointed under the provision of Article 80 shall be entitled to attend general meetings of the company, as well as the Board meetings and the meetings of any committee of which he is a member, and shall be entitled to receive any notices of such meetings as also the minutes thereof. He shall be paid normal fees and expenses to which other directors are entitled, provided that if such director nominated by the Industrial Development Bank of India (IDBI) is an officer of IDBI or the Reserve Bank of India (RBI), no sitting fees and any other remuneration shall be payable to him, but the company shall reimburse to IDBI or RBI, as the case may be, the amounts paid/payable under the rules of IDBI and/or RBI to such director/s on account of travelling and halting allowances and any other expenses for attending any of the above meetings."

By Order of the Board
For NATIONAL COMPANY LIMITED,
V. N. BAGRODIA
(Manager and Secretary)
Calcutta,
Dated 18th Dec. 71

NOTES :

(a) A member entitled to attend and vote is entitled to appoint a Proxy to attend and vote instead of himself and a Proxy need not be a member of the Company.
(b) The Registers of Members and Share Transfer Books of the company will remain closed from 3rd January, 1972 to 10th January, 1972, both days inclusive;
(c) The Directors regret that thay are unable to circulate with the above notice, the Profit and Loss Account of the Company for the financial year ended April 30, 1971, the Balance Sheet as at that date and the Reports of the Directors and Auditors thereon. The Shareholders are aware that the accounts of the company for the 18 months ended on April 30, 1970, have not been presented as the Books of Accounts, Records and Papers etc., were seized by the Central Bureau of Investigation sometime in March and April 1970. It has not been possible for the company to obtain the records which were kept under the custody of the Central Bureau of Investigation (hereinafter referred to as the 'C.B.I.'). On an application under Article 226 of the constitution moved on behalf of the company, the Hon'ble High Court at Calcutta, was pleased inter alia to direct the C.B.I. to deposit the Books of Accounts and other records of the company with the Registrar, Appellate Side, High Court, Calcutta, by October 16, 1970. The company also applied for leave to inspect and audit the Books and Records etc., for finalisation of the Accounts. On August 16, 1971, an order was passed by the Hon'ble High Court, Calcutta, allowing inspection and audit of the said Books of Accounts, Papers, and documents etc., seized by the C.B.IB. and lying with the Registrar, Appellate Side, High Court, Calcutta. Pursuant to the said order inspection and audit has commenced soon thereafter. The Auditors are experiencing a lot of practical difficulties in having the books audited there. However, necessary steps have been taken to expedite the finalisation of Accounts. The Shareholders are aware that at the Annual General Meeting of the company for period ended April 30, 1970, the item No. 1 of the Agenda of the said meeting with regard to the consideration of the Balance Sheet and Profit and Loss Account stood adjourned till September 30, 1971. That date being a Public Holiday, the adjourned meeting was convened to be held on October 1, 1971. On October 1, 1971, the said adjourned meeting was adjourned sine die in view of the fact that the accounts for the said year had not till then been audited or completed. In as much as the said account have not yet been made ready and finalised, the Balance Sheet and Profit and Loss Account for the financial year ended April 30, 1971, could not also be finally prepared. In the circumstances the Annual General Meeting may consider the adjournment of item 1 of the Agenda regarding consideration of the Accounts and Reports of the Directors and Auditors thereon until the accounts are finalised.

EXPLANATORY STATEMENT UNDER SECTION 173 OF THE COMPANIES ACT, 1956

Items of Special Business :

5 (i) The existing Article 72 provides that the Company shall have not less than 3 and not more than 7 Directors. There are already 6 Directors in the Company. Under the terms and conditions on which monies are lent and advanced to the Company by the Financial Institutions, they are eligible to nominate their representatives as Directors of the Company. At present there are two such nominated Directors in the Company who are not subject to retirement by rotation. In view of the increase in the volume of the business of the Company and for smooth running thereof and to provide the scope for appointment of more Directors in the Company it is proposed to alter article 72 of the Articles of Association of the Company to increase the maximum number of Directors from 7 to 11.

(ii) The Company has financial arrangement with various Financial Institutions and Bankers. The Financial Institutions in terms of the respective agreements with them and also in view of the previsions contained in the existing Article 80 of the Company's Article of Association are entitled to nominate a Director on the Board and such Directors are not liable to retirement by rotation.

The Industrial Development Bank of India (IDBI) by their letter dated July 7, 1971 suggested that the Articles of Association of the Company as indicated in the proposed Article 80A be amended so as to bring them in line with the arrangements subsisting between the Company and the said IDBI vis. inter alia, that the nominee Director will be paid normal fees and expenses to which other Directors are entitled to but no sitting fees or other remuneration shall be payable to such nominee Director and the IDBI or RBI as the case may be, shall be reimbursed the amount payable under the rules of IDBI and/or RBI to such Director. In these circumstances the amendments in the Articles of Association are being proposed by addition of new clause 80A. The said letter of the IDBI and the copies of the proposed Articles of Association may be inspected at the Registered Office of the Company on any working day between 2.00 P.M. and 4.00 P.M.

The above resolutions are recommended for consideration and may be passed in the interest of the Company.

None of the Directors have any interest in the resolutions except that they are directors and/or shareholders of the Company.

(7781A)

পাবলিক নোটিস

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পাবলিক ভেহিকলস ডিপার্ট
৩৮, বেলতলা রোড, কলিকাতা-২০

বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু কলিকাতার রেজিস্টারিং অথরিটি নিম্নোক্ত রেজিস্ট্রেশন নম্বরযুক্ত যথা:—(ক) প্রাইভেট কার ও অমনিবাস : ডব্লিউবিবি-৫৯৮৫; ডব্লিউবিএফ-৩৭০৬, ১৪৩৫; ডব্লিউবিজে-১৭৭৫; ডব্লিউবিজি-৮৩২০, ৪৫২৮, ৪৫৭৭, ৬৭১০; ডব্লিউবিডি-৬৬৩৪; ডব্লিউবিই-৭৫৭১; ডব্লিউবিসি-৮৭৭৬; (খ) লরী : ডব্লিউবিএল-৭৮৩৫; ডব্লিউবিএইচ-৪৬৪৫; ডব্লিউবিকে - ৫৮২০; ডব্লিউবিকিউ-৩২৮৯; (গ) ভ্যান : ডব্লিউবিভি-৩৬০৪; ৪০৫৯; (ঘ) মোটর সাইকেল : ডব্লিউবিএম-৭২৪৭ মোটর ভেহিকলের মালিকানা হস্তান্তরের জন্য দরখাস্ত পাইয়াছেন এবং যেহেতু এই রেজিস্টারিং অথরিটি প্রস্তাবিত হস্তান্তর সম্পর্কে জনসাধারণের নিকট একটি বিজ্ঞপ্তি ইস্যু করা প্রয়োজন মনে করেন, সেইহেতু এক্ষণে উল্লেখিত ভেহিকলগুলির যে-কোন একটি হস্তান্তর সম্পর্কে কোন আপত্তি থাকিলে তাহা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে সাত দিন মধ্যে আহ্বান করা যাইতেছে। উক্ত আপত্তি যে-কোন কাজের দিন বেলা ১০-৩০টা হইতে বেলা ১২-৩০টার মধ্যে স্বয়ং অথবা কোন উকিল মারফত অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর (রেজিস্ট্রেশন) পাবলিক ভেহিকলস ডিপার্টমেন্ট-এর নিকট পেশ করিতে হইবে। আপত্তির দরখাস্ত তিন প্রস্থে হইতে হইবে; উহাতে বিশদভাবে আপত্তির হেতুসমূহ থাকা চাই এবং আপত্তির যাথার্থ্য প্রমাণের জন্য উহার সঙ্গে প্রামাণিক কাগজপত্র (যেক্ষেত্রে পাওয়া যাইবে) থাকা চাই। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন আপত্তি পেশ করা না হইলে আর কোন বিজ্ঞপ্তি না দিয়াই মালিকানার হস্তান্তর অনুমোদন করা হইবে।

স্বাঃ এস কে চক্রবর্তী
রেজিস্টারিং অথরিটি
কলিকাতা
১৩-১২-৭১

৪৮২৩(৫)আইপিআর/এ/ (৭৬৯০)

বিজ্ঞপ্তি

১৯৭১-৭২ সনের নিম্নলিখিত তাড়ির দোকানগুলির পুনঃ বন্দোবস্তের জন্য ইচ্ছুক প্রার্থীদের নিকট হইতে আবেদনপত্র আহ্বান করা যাইতেছে।
দক্ষিণ পরগণা অঞ্চলের জন্য
নির্দিষ্ট ধার্যমূল্যের তাড়ির দোকান (Excise shop)
বেহালা অঞ্চল
(ক) জকতলা (খ) মহম্মদপুর
(গ) চকমিরা (ঘ) নুঙ্গি
বারুইপুর অঞ্চল
(ক) উত্তরভাগ
টালিগঞ্জ অঞ্চল
(ক) টালিগঞ্জ (খ) গড়িয়া
সোনারপুর অঞ্চল
(ক) সোনারপুর
বিষ্ণুপুর অঞ্চল
(ক) পৈলান

বিস্তারিত বিবরণ এবং আবেদন পত্রের নকল নিম্ন স্বাক্ষরকারীর অফিসে পাওয়া যাইবে। আবেদনপত্র ১৯৭১ সালের ২৫শে ডিসেম্বরের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে পৌঁছানো চাই।

স্বাক্ষর—অস্পষ্ট
অতিরিক্ত জেলাশাসক
২৪ পরগণা (দক্ষিণ)
এক্সাইস অফিস
২৪ পরগনা (দক্ষিণ)
৬, নিউ রোড
আলিপুর
কলিকাতা-২৭

৪৮৪৯(২) আইপিআর/এ/৭১ (৭৭৯২)

টেণ্ডার

১৯৭২ সালের জানুয়ারী মাস হইতে ১৯৭৩ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত সময়ের জন্য (১) ত্রৈমাসিক বুলেটিন (সাইজ ১১×৮½—ফ্ল্যাশ-কাট-এর পর) এবং (২) দুইটি মনোগ্রাফিক রিপোর্ট (সাইজ ৮।১।১০× ৫।১।১০—ফ্ল্যাশকাট-এর পর) এর প্রত্যেকটির ৭০০ কপি প্রকাশন সম্পর্কিত কাজের জন্য ডিরেক্টর, কালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, নিউ সেক্রেটারিয়েট, ২য় তল, ব্লক-বি, ১, কে এস রায় রোড, কলিকাতা-১ কর্তৃক প্রথম শ্রেণীর মুদ্রকদের নিকট হইতে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। উপরোক্ত অফিসে বিশদ বিবরণ পাওয়া যাইবে। সমগ্র ম্যাটারটি ইংরেজীতে লাইনোটাইপে কম্পোজ করিতে হইবে (বাংলা ও হিন্দী এবং রোমান হরফে ভারতীয় ভাষায় মুদ্রণের জন্য ডায়াক্রিটিক্যাল চিহ্নের ব্যবস্থা সহ)। উক্ত ডিরেক্টরের নির্দেশানুযায়ী লে-আউট, ডিজাইন এবং ব্লক হইবে। মোট ব্যয়ের শতকরা দশ ভাগ সফলকাম টেণ্ডারদাতাকে অবশ্যই জামিন জমা দিতে হইবে। টেণ্ডার ১৯৭২ সালের ৩ জানুয়ারী পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং ১৯৭২ সালের ৪ জানুয়ারী বেলা ১১টায় প্রকাশ্যে খোলা হইবে।

৪৮৬৩(৩) আই পি আর/এ/৭১ (৭৭৮৬)

মিলিটারী এঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেস

মিসামারিস্থিত গ্রুপ ৩ এবং গ্রুপ ৪ ম্যারেড অ্যাকোমোডেশন এরিয়ার জন্য রাস্তা, ড্রেন এবং ক্যাটল ফেন্সিং-এর ব্যবস্থা'-এর নিমিত্ত টেণ্ডার ইস্যুর জন্য সি ডবলিউ ই হেঃ কোঃ ১৩৬ ওয়ার্কস এঞ্জিনীয়ার্স, কেঃ অঃ ৯৯ এপিও কর্তৃক ৩০ ডিসেম্বর, ৭১ তারিখের মধ্যে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। অনুমিত ব্যয় : ১০·০২ লক্ষ টাকা—এম ই এস তফসিলের সমহারে। আরও বিবরণের জন্য ১৫-১২-৭১ তারিখের ইণ্ডিয়ান ট্রেড জার্নাল দেখিতে হইবে।

ডিএভিপি৬৮৩(১০২৮)৭১। (৭৮০৩)

টেণ্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, বস্তি ইমপ্রুভমেন্ট ডিভিসন, সি পি ডব্লু ডি, ২৩৪/৪, আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস রোড, (মেজানিন ফ্লোর), কলিকাতা-২০—সি পি ডব্লু ডি-এর অনুমোদিত ও যোগ্য ঠিকাদার এবং রাজ্য পি ডব্লু ডি, এম ই এস, রেলওয়ে যথোপযুক্ত শ্রেণীর ঠিকাদার এবং স্বয়ংশাসিত সংস্থা, সরকারী আণ্ডারটেকিং কর্পোরেশনের রেজিস্টার্ড ও তালিকাভুক্ত ঠিকাদার বা যাঁহারা কোনো বেসরকারী সংস্থায় সন্তোষজনকভাবে কাজ সম্পাদন করিয়াছেন ও আয়কর পরিশোধের বৈধ শংসাপত্র আছে, তাঁহাদের নিকট হইতে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ২৯-১২-৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত শতকরা হারের সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন।

ক। সি পি ডব্লিউ ডি-এর ক্লাস্টার নং ১৪ (ক্লাস্টার নং ৩১) এবং ৯৫ নং মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ডের বর্তমান রাস্তা, ফুটপাথ ইত্যাদির উন্নয়নমূলক কাজ। এস এইচ: ৫০ মিঃ মিঃ×১০০ মিঃ মিঃ (২"×৪") সাইজ—৩৭৫ ফুট গভীর—৫৮টি টিউবওয়েলের ব্যবস্থা।
অনুমিত ব্যয়:—২,৭১,১৯৯, টাকা।
বায়নার পরিমাণ:—৬৭৮০, টাকা।

খ। ঢাকুরিয়া এলাকার উত্তরে শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড, পূর্বে কে পি রায় লেন, দক্ষিণে আর এন দাস রোড এবং পশ্চিমে পূঃ রেলওয়ে লাইন দ্বারা বেষ্টিত এলাকা মধ্যে বর্তমান রাস্তা, ড্রেন, ফুটপাথের উন্নয়নমূলক কাজ এবং টিউবওয়েল, ডাস্টবিন প্রভৃতির ব্যবস্থা (৬নং ব্লক)। এস এইচ:—টিউবওয়েল—১০টি।
অনুমিত ব্যয়:—৪০,২৯৫, টাকা।
বায়নার পরিমাণ:—১০১০, টাকা।

ঐ দিনই বেলা ৩-৩০টায় টেণ্ডার খোলা হইবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক/স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া/ট্রেজারিতে বায়নার টাকা জমা দিতে হইবে এবং প্রাপ্ত চালান টেণ্ডারের সহিত পাঠাইতে হইবে অথবা ইহা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া কর্তৃক গ্যারাণ্টি প্রদত্ত কোনো শিডিউল ব্যাঙ্কের 'ডিপজিট অ্যাট কল রিসিট' আকারেও জমা দেওয়া যায়। ২৭-১২-৭১ তারিখ পর্যন্ত কাজের (ক) দফার জন্য ১৫, টাকা (পনের টাকা) এবং (খ) দফার জন্য ৫, টাকা (পাঁচ টাকা) (অফেরতযোগ্য) আদায় দিলে যে কোনো কাজের দিন টেণ্ডার ফরম ও শর্তাবলী পাওয়া যাইবে। যে সকল ঠিকাদার উক্ত পদ্ধতি অনুসারে বায়নার টাকা জমা দিবেন না তাঁহাদের টেণ্ডার সরাসরি বাতিল করা হইবে। (৭১৯৭)

এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, সল্ট লেক কনস্ট্রাকশন ডিভিসন, ৯ ব্রেবোর্ণ রোড, (৫ম তল), কলিকাতা-১। "সল্ট লেক সিটি, সেকটর-২-তে রাস্তা নির্মাণ—আর সি সি কার্ব এবং চ্যানেল ইত্যাদি সরবরাহ এবং সংস্থাপন" এর জন্য প্রকৃত ও অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের নিকট হইতে বি এফ ২৯১১(২)-তে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন। অনুমিত ব্যয় : ৪,৭০,৮৪৯ টাকা। বায়নার পরিমাণ : ৯৪১৭ টাকা। কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ৬ মাস। ২০-১২-৭১ হইতে ২৭-১২-৭১ তারিখ পর্যন্ত বেলা ১১টা হইতে বিকাল ৪টার (শনিবার বেলা ১টা পর্যন্ত) মধ্যে উক্ত অফিসে প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যে টেণ্ডারের কাগজপত্র ক্রয় করা যাইবে। টেণ্ডার ফরম ক্রয় করিবার পূর্বে ইচ্ছুক টেণ্ডারদাতাগণকে আয়কর ও বিক্রয় কর পরিশোধের সর্বশেষ শংসাপত্র এবং পূর্ব অভিজ্ঞতা ও অনুরূপ কাজ সম্পাদনের যোগ্যতার সমর্থনে মূল পরিচয়পত্রাদি দেখাইতে হইবে। ইচ্ছুক টেণ্ডারদাতাগণ টেণ্ডারের কাগজপত্র ক্রয় করিবার পূর্বে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে উক্ত অফিসারকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে। টেণ্ডারের সহিত বায়নার টাকা (উপরে লিখিতমতো) থাকা চাই এবং উহা উক্ত অফিসারের অনুকূলে আর বি আই চালান, এন পি এস সি, এন ডি সি দ্বারা দিতে হইবে। ২৮ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখ বেলা ২টা পর্যন্ত টেণ্ডার গৃহীত হইবে এবং ঐদিনই অব্যবহিত পরে প্রকাশ্যে খোলা হইবে।

৪৮৩৯(২) আই পি আর/এ/৭১ (৭৭৪১)

জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া, লখনউ

৬ সাইজ ১৫ জোড়া, ৭ সাইজ ৬০ জোড়া, ৮ সাইজ ৬৫ জোড়া, ৯ সাইজ ১০ জোড়া গাম্ বুট (রবার-নী-বুট) এবং রবারাইজড ওয়াটার-প্রুফ খাকি ফেব্রিক হইতে প্রস্তুত ৪৮" সাইজের ৯০টি, ৫০" সাইজের ৫০টি, ৫২" সাইজের ১০টি রেনকোট (ওয়াটার-প্রুফ, ক্যাপ বা হুডসহ) সরবরাহের জন্য ডেপুটি ডিরেক্টর-জেনারেল, নর্দার্ন রিজিওন, জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া, ৩ গোখেল মার্গ, লখনউ কর্তৃক প্রখ্যাত ফার্মসমূহের নিকট হইতে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা হইতেছে। ব্যয়বরাদ্দ : ৮,২৫০, টাকা। শর্তাবলী ও স্পেসিফিকেশন সম্বলিত টেণ্ডার ফরম ৬-১-৭২ তারিখ পর্যন্ত সমস্ত কাজের দিন অফিস চলাকালে ৫, টাকা মূল্যে ক্যাশিয়ারের নিকট পাওয়া যাইবে। বাহিরের টেণ্ডারদাতাগণ মণিঅর্ডারযোগে দাম পাঠাইয়া ক্যাশিয়ারের নিকট টেণ্ডার ফরম পাইতে পারেন। টেণ্ডারের সঙ্গে বায়না হিসাবে টাঃ ৪১২·৫০ পঃ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া/রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ায় জমা দেওয়ার চালান অবশ্যই থাকা চাই। বায়নার টাকা ডেঃ ডিরেক্টর-জেনারেল, নর্দার্ন রিজিওন, জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া'-এর নামে "নং ৩২ মিসেঃ সোশাল অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গ্যানিজেশন মিসেঃ রিসিট জি এস আই" খাতে জমা দিতে হইবে। টেণ্ডার এনকোয়ারি খোলার তারিখ টেণ্ডার এনকোয়ারি ফরমেই উল্লেখিত আছে।

ডি এ ভি পি ৬০৬(১০১)/৭১ (৭৭৫৭)

টেণ্ডার

"সল্ট লেক সিটি, সেক্টর ২-তে রাস্তা নির্মাণ—আর সি সি কার্ব ও চ্যানেল ইত্যাদি সরবরাহ ও সংস্থাপন"-এর নিমিত্ত এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, সল্ট লেকস কনস্ট্রাকশন ডিভিসন, ৯, ব্রেবোর্ণ রোড (৫ম তল), কলিকাতা-১ কর্তৃক প্রকৃত, সঙ্গতিপন্ন এবং অভিজ্ঞ ঠিকাদারদিগের নিকট হইতে বি এফ ২৯১১(২)-তে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। অনুমিত ব্যয় : ২,৭১,৪১৬, টাকা। বায়নার পরিমাণ : ৫,৪২৮, টাকা। টেণ্ডার ও তফসিলের মূল্য ১০, টাকা। কাজ শেষ করিবার সময় : ৪ (চার) মাস। টেণ্ডারের কাগজপত্র ১৯৭১ সালের ১০ ডিসেম্বর হইতে ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত বেলা ১১টা হইতে বিকাল ৪টার মধ্যে (শনিবার বেলা ১টা পর্যন্ত) ক্রয় করা যাইবে। আগ্রহী টেণ্ডারদাতাদিগকে টেণ্ডার ফরম ক্রয়ের পূর্বে এই ধরনের কাজে তাঁহাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা ও সক্ষমতার সমর্থনে মূল পরিচয়পত্রাদি, আঃ কঃ এবং বিঃ কঃ পরিশোধের হালসময়ের শংসাপত্র অবশ্যই দাখিল করিতে হইবে। টেণ্ডারের কাগজপত্র ক্রয়ের অনুমতি লাভের পূর্বে তাঁহাদিগকে এই বিশেষ ধরনের কাজে তাঁহাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা সম্পর্কে উক্ত অফিসারের সন্তুষ্টিবিধানও করিতে হইবে। প্রত্যেক টেণ্ডারের সহিত উক্ত অফিসারের অনুকূলে আর বি আই চালান, এন পি এস সি, এন ডি সি-তে প্রদেয় বায়নার টাকা থাকা চাই। টেণ্ডার ১৯৭১ সালের ২৮ ডিসেম্বর বেলা ২টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং তাহার অব্যবহিত পরই প্রকাশ্যে খোলা হইবে।

৪৮৭৪(২) আই পি আর/এ/৭১ (৭৭৯১)

এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, জলপাইগুড়ি ইরিগেশন ডিভিসন (আই অ্যান্ড ডব্লুডি) ক্লাব রোড, জলপাইগুড়ি। নিম্নলিখিত কাজের জন্য আই অ্যান্ড ডব্লু ডি-এর তালিকাভুক্ত যথোপযুক্ত শ্রেণীর ঠিকাদার/বাহিরের প্রকৃত ঠিকাদারদের (তাঁহাদের যথার্থের সমর্থনে কাগজপত্র দাখিল করিতে হইবে) নিকট হইতে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন। কাজের নাম, অনুমিত ব্যয়, বায়নার পরিমাণ, কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ এবং খোলার তারিখ ইত্যাদি যথাক্রমে নিম্নরূপ :—বি জি রেলওয়ে লাইনের ইউ/এস-এর চেন ৬০-০০ হইতে চেন ১০৭-০০, রিচ-৪-তে বারনেশ-দোমোহানী বাঁধ প্রশস্তকরণ, ৩,৮৫,৯০০ টাকা; ৭,৭১৮ টাকা, ৭৫ দিন, ২৪-১২-৭১ বেলা ৩টা। আয়কর ও বিক্রয়কর পরিশোধের বৈধ শংসাপত্র দেখাইয়া ২৩-১২-৭১ তারিখ পর্যন্ত উক্ত অফিসে প্রতি প্রস্থ বাবদ ৭ টাকা আদায় দিলে যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে টেণ্ডারের কাগজপত্র ক্রয় করা যাইবে। ২৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত টেণ্ডার গৃহীত হইবে।

৪৮৫৭(২) আইপিআর/এ৭১ (৭৭৮৭)

এ. এফ. স্টেশন, ছবুয়া

১ এপ্রিল, ১৯৭২ হইতে আরম্ভ করিয়া ৩১ মার্চ, ১৯৭৩ তারিখ পর্যন্ত বৎসরের জন্য প্রত্যেক দফার পার্শ্বে উল্লিখিত ব্যয়বরাদ্দে নিম্নোক্ত গৃহস্থালী পরিসেবার জন্য অভিজ্ঞ ও নির্ভরযোগ্য ঠিকাদারগণের নিকট হইতে ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে কমান্ডিং অফিসার কর্তৃক সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা হইতেছে।

(ক) ব্যারাক ও সিক কোয়ার্টার্সের কাপড়চোপড় ধোয়া—২,৫০০, টাকা।
(খ) গরম কাপড়চোপড় ও কম্বল ড্রাই ক্লিনিং—৭০০০, টাকা।
(গ) কন্ডিমেন্ট সরবরাহ—৫০,০০০, টাকা। (ঘ) দর্জির কাজ—৩০০০, টাকা। (ঙ) মুচি কাজ—২,০০০, টাকা।

সিনিয়র ইকুইপমেন্ট অফিসার, এয়ার ফোর্স স্টেশন, ছবুয়া, পোঃ অঃ ডিকম, জেলা ডিব্রুগড়, আসাম নিকট ২১ ডিসেম্বর, ১৯৭১ তারিখ হইতে টেণ্ডার ফরমের জন্য আবেদনপত্র সংগ্রহ করা যাইবে। আবেদন গ্রহণের শেষ তারিখ ৭ জানুয়ারি, ১৯৭২ বেলা ১০টা পর্যন্ত।

ডি এ ভি পি-৬৮২(৩৫২)/৭১ (৭৭৫৫)

টেণ্ডার

সুপারিন্টেন্ডিং এঞ্জিনীয়ার, ২নং হাউসিং কনস্ট্রাকশন সার্কল, পি-১১ সি আই টি রোড (স্কীম ৫৫), ৪র্থ তল, কলিকাতা—১৪, ২৪ পরগণার বরানগরে অক্ষয় মুখার্জি রোডে ৪-তল বিল্ডিং-এ ৪৮টি ছোট ২-ঘরের ফ্ল্যাট নির্মাণের জন্য পিডব্লুডি-এর রেজেস্টারীভুক্ত ১ম শ্রেণীর এবং অন্যান্য যথোপযুক্ত শ্রেণীর ঠিকাদারদের এবং অন্যান্যদের (নিয়মানুসারে) নিকট হইতে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন। অনুমিত ব্যয়: ৩,০১,৪০৪ টাকা। বায়নার পরিমাণ: ৬,০২৮ টাকা। উক্ত অফিসে/এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার, ৩নং হাউসিং কনস্ট্রাকশন ডিভিসন, ২১ কেনভারড ইন লেন, কলিকাতা-১২-এর অফিসে টেণ্ডারের বিস্তারিত কাগজপত্র দেখা যাইবে। ২৮ ডিসেম্বর, ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত উক্ত সুপারিন্টেন্ডিং এঞ্জিনীয়ার কর্তৃক টেণ্ডার গৃহীত হইবে।

৪৮৭৩(২) আই পি আর/এ/৭১ (৭৭৯০)

অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিস, ডিস্ট্রিক্ট ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার প্ল্যানিং ব্যুরো, হাওড়া, ৪০ নেতাজী সুভাষ রোড, হাওড়া-১ কর্তৃক অফিসের আসবাবপত্র (কাঠের গ্রুপ 'এ' ইস্পাতের গ্রুপ 'বি'; বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম গ্রুপ 'সি' এবং ওয়াল পেইন্টিংস গ্রুপ 'ডি') সরবরাহের জন্য শীর্ষাঙ্কিত সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাচ্ছে। ৪ জানুয়ারী ১৯৭২ (বেলা ৪টা) পর্যন্ত উক্ত অফিসে টেণ্ডার লওয়া হবে এবং ৫ জানুয়ারী, ১৯৭২ (বেলা ২টা ৩০ মিঃ) খোলা হবে। বিস্তারিত বিবরণ এবং অন্যান্য সর্তাদি যে কোন কাজের দিন বেলা ১২টা থেকে ৪টার মধ্যে উক্ত অফিসে দেখতে পাওয়া যাবে। টেণ্ডারদাতাদিগকে আয়কর ও বিক্রয়কর পরিশোধের প্রমাণপত্র অবশ্যই টেণ্ডারের সহিত দাখিল করতে হবে। কোন টেণ্ডার গ্রহণই বাধ্যতামূলক নয়।

৪৮৭৯(২) আই পি আর/এ/৭১ (৭৭৮৯)

এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার, দার্জিলিং কনস্ট্রাকশন ডিভিসন, পি ডব্লু (রোডস) ডিপার্ট, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং ও দার্জিলিং-সিংলাবাজার রোডের এস/আর-এর জন্য পিডব্লুডি-এর ১ম ও ২য় শ্রেণীর রোড ও বিল্ডিং ঠিকাদার/বাহিরের প্রকৃত ঠিকাদারদের নিকট হইতে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন। অনুমিত ব্যয় ৫০,৭০০ টাকা। বায়নার পরিমাণ ১,০১৪ টাকা। উক্ত অফিসে/সুপারিন্টেন্ডিং এঞ্জিনীয়ার, ২নং রোড কনস্ট্রাকশন সার্কল, ভবানী ভবন, আলিপুর, কলিকাতা-২৭-এর অফিসে বেলা ১১টা হইতে বিকাল ৪টা পর্যন্ত টেণ্ডারের কাগজপত্র দেখা যাইবে। ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত টেণ্ডারের কাগজপত্রের জন্য আবেদন গৃহীত হইবে। ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত উক্ত এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার কর্তৃক টেণ্ডার গৃহীত হইবে।

৪৮৬০(২) আই পি আর/এ/৭১ (৭৭৮৮)

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

সেবায়তন বিদ্যালয়

পোঃ আঃ সেবায়তন (ঝাড়গ্রাম)
মেদিনীপুর

ঝাড়গ্রাম সহর প্রান্তে স্বাস্থ্যকর মনোরম পরিবেশে আশ্রম পরিচালিত ছাত্রাবাস সহ বহুমুখী উচ্চতর (কৃষি, বিজ্ঞান, মানবিক বিদ্যা, কমার্স) মাধ্যমিক বিদ্যালয়। পঞ্চম হইতে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তি করা হয়। ডাক টিকিট সহ প্রধান শিক্ষকের সহিত যোগাযোগ করুন। (৭০১৬)

বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজ

কলিকাতা-৩২, ফোন—৪৬-৯০৪২

শরণার্থীদের জন্য বিশেষ সুবিধা। দিনে বি এস-সি পাস, বি-এ অনার্স, পি-ইউ, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, কলা। সন্ধ্যায় বি-এ, বি-কম্ পাস, অনার্স, পি-ইউ কলা, বাণিজ্য। (সি ৬৬৪৩)

ভারত সরকার

ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টার
বিল্ডিং প্রোজেক্টস অফিস
ভেরিয়েবল এনার্জি সাইক্লোট্রন প্রোজেক্ট
কলিকাতা

টেণ্ডার নোটিস নং বি পি ও/৩/৭১ এবং ৩এ/৭১

নিম্নোক্ত কাজের জন্য ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে কেন্দ্রীয় পি ডবলিউ ডি, এম ই এস, রেলওয়ে এবং রাজ্য পি ডবলিউ ডি সমূহের অনুমোদিত তালিকাভুক্ত ঠিকাদারদিগের নিকট হইতে সীলকরা পৃথক পৃথক টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে এবং তাহা বিল্ডিং প্রোজেক্ট অফিসার, ভেরিয়েবল এনার্জি সাইক্লোট্রন প্রোজেক্ট, ১/৪২৫, গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা-৩১-এর অফিসে গৃহীত হইবে :

বিবরণ	অনুমিত ব্যয়	বায়না জমার পরিমাণ	টেণ্ডারের কাগজপত্রের মূল্য
ডি ই সি প্রোজেক্ট, কলিকাতা			
১। স্টর্ম ওয়াটার ড্রেনেজ সহ ইণ্টারনাল ওয়াটার বাউণ্ড ম্যাকাডাম রোড নির্মাণ	১,৩০,০০০, টাকা	৩,২৫০, টাকা	১০, টাকা
২। স্টোন ব্যালাস্ট ও ফ্যানেল স্ম্যাগ সরবরাহ	৬০,০০০, টাকা	১,৫০০, টাকা	৫, টাকা

ঠিকাদারদিগের যথোপযুক্ত শ্রেণীতে রেজিস্ট্রেশনের প্রমাণ এবং অনুরূপ প্রকৃতি ও পরিমাণের কাজে পূর্ব অভিজ্ঞতার প্রমাণ দাখিলক্রমে উপরে উল্লেখিত নির্ধারিত মূল্যে নিম্নবর্ণিতের ১/৪২৫, গড়িয়াহাট রোড (সাউথ), কলিকাতা-৩১-স্থিত অফিস হইতে ২০-১২-৭১ হইতে ৩-১-১৯৭২ তারিখ পর্যন্ত যে কোন কাজের দিন বেলা ১০টা হইতে বিকাল ৪টা পর্যন্ত শর্তাদি ও টেণ্ডারের কাগজপত্র পাওয়া যাইবে।

টেণ্ডারদাতাদিগকে দুই প্রস্থে তাঁহাদের প্রস্তাব দাখিল করিতে হইবে। ১ সেট ড্রইং ও ২ সেট টেণ্ডারের শর্তাদি, স্পেসিফিকেশন, তফসিল ইত্যাদি সমন্বিত টেণ্ডারের কাগজপত্র উপরে উল্লেখিত মূল্যে ইস্যু করা হইবে। যদি কোন টেণ্ডারদাতা টেণ্ডারের কাগজপত্র ও ড্রইং-এর অতিরিক্ত কপি চান, তবে ঐগুলি উপরে উল্লেখিত মূল্যে ইস্যু করা হইবে।

টেণ্ডার ৫-১-১৯৭২ তারিখ বেলা ২-৩০টা পর্যন্ত নিম্নবর্ণিতের অফিসে গৃহীত হইবে এবং সেই দিন বেলা ৩টায় তথায় উপস্থিত থাকিতে ইচ্ছুক টেণ্ডারদাতা অথবা তাঁহাদের প্রতিনিধিদের সমক্ষে খোলা হইবে।

টেণ্ডারের কাগজপত্রে উল্লেখিত নির্ধারিত ধরনে বায়নার টাকা জমা দিতে হইবে। বায়নার টাকা সঙ্গে না থাকিলে টেণ্ডার অগ্রাহ্য হইবে।

বিল্ডিং প্রোজেক্ট অফিসার

বিজ্ঞাঃ নং ৫৪/কিউ (৭১২৯)

অরণ্যদেব / লী ফক ও সীমুর ব্যারী রচিত

মেদিনীপুর ও পশ্চিম দিনাজপুরে অ্যাড হক কংগ্রেস

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীআব্দুস সাত্তার মেদিনীপুর জেলা এড্‌হক্‌ কংগ্রেস কমিটি বাতিল করে সে জায়গায় নতুন এড্‌হক্‌ কমিটি গঠন করেছেন। এই কমিটির সভাপতি হয়েছেন শ্রীজ্ঞানসিং সোহনপাল।

পশ্চিম দিনাজপুর জেলা এড্‌হক্‌ কংগ্রেস কমিটি বাতিল করে তদস্থলে একটি এড্‌হক্‌ কংগ্রেস কমিটি গঠন করা হয়েছে। সভাপতি করা হয়েছে শ্রীসুশীল ভৌমিককে। এখন থেকেই এই ব্যবস্থা কার্যকরী হবে।

গোয়েন্দারিপ / জন প্রেন্টিস ও ফ্রেড ডিকেনসন রচিত

নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখার আবেদন

স্টাফ রিপোর্টার

শনিবার, কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গের পাইকারি ভোগ্যপণ্য সমবায় সমিতিসমূহের চেয়ারম্যান এবং একজিকিউটিভ অফিসারদের এক সভায় রাজ্য ফেডারেশনের চেয়ারম্যান শ্রীচন্ডীপদ মিত্র সীমান্ত রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদির সরবরাহ যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেজন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উদ্দেশে আবেদন জানান।

শ্রীমিত্র নিত্যব্যবহার্য জিনিষপত্র নিয়ে যাতে চোরাকারবার না চলতে পারে সেদিকেও তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখতে বলেন। সমবায় সমিতিসমূহের রেজিস্ট্রার শ্রী এ কে চ্যাটারজি সমবায় সমিতিসমূহের পক্ষ থেকে সকল প্রকার সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

পাখিরাও শরণার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি

চিড়িয়াখানায় এ বছর যাযাবর পাখির সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ। জনৈক প্রবীণ কর্মীর মতে, সম্প্রতিকালে এক সঙ্গে এত সংখ্যক মরশুমী পাখি আর চিড়িয়াখানায় দেখা যায়নি।

সাইবেরিয়া ও অন্যান্য শীতপ্রধান অঞ্চলের যে সব পাখি শীতের মরশুমে প্রতি বছর এদেশে আসে, তার অধিকাংশের আশ্রয়স্থল ছিল পূর্ব বাঙলার বিস্তীর্ণ জলাঞ্চল। গোলাগুলির শব্দ ও বারুদের গন্ধ ওই সব যাযাবর পাখির গতিপথ পরিবর্তনের কারণ বলে চিড়িয়াখানার সঙ্গে যুক্ত জনৈক পক্ষী বিশেষজ্ঞ মনে করেন।

লাঠি বা খুন করলেই গুলি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত প্রথম জনসভায় আজ "কাদেরিয়া বাহিনীর" (একটি মুক্তি সংগ্রামী বাহিনী) নেতা জনাব আবদুল কাদের সিদ্দিকি এক ভদ্রলোককে মঞ্চের উপরে নিয়ে আসেন। জনাব সিদ্দিকি জানান, "এই ভদ্রলোকের দোকান থেকে ৬০ হাজার টাকা লুঠ করে দুষ্কৃতকারীরা পালাচ্ছিল। আমি সেই লুণ্ঠনকারীদের গুলি করে মেরেছি। যারা লুঠতরাজ করতে যাবে আমরা তাদের সবাইকেই এইভাবে গুলি করে মারব।"

প্রধানত "কাদেরিয়া বাহিনীর" উদ্যোগে আজ বিকালে পল্টন ময়দানে এই জনসভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন আবদুল লতিফ সিদ্দিকি এম-পি-এ।

সভায় বার বার নেতারা এই বলে পশ্চিম পাকিস্তানীদের সতর্ক করে দেন যে, শেখ মুজিবর রহমানকে যদি অবিলম্বে মুক্তি না দেওয়া হয় তাহলে "আমরা মিত্র বাহিনীর সঙ্গে একযোগে পশ্চিম পাকিস্তান আক্রমণ করব এবং পশ্চিম পাকিস্তানকেও শেষ করে দেব।"

সভায় সকল বক্তা আরও ঘোষণা করেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানে যে লক্ষ লক্ষ বাঙালী রয়েছেন তাদের ফেরত না দেওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকেও কোনও পশ্চিম পাকিস্তানীকে ফেরত যেতে দেওয়া হবে না।"

টাঙ্গাইলের এম-এল-এ জনাব হুমায়ুণ খালিদ এই দুষ্টু দাবি ও সতর্কবাণী তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গেই সকলকে বলেন : আপনারা উত্তেজিত হবেন না। শত্রুপক্ষ অপপ্রচারের সুযোগ পেতে পারেন এমন কিছু করবেন না। তিনি স্বীকার করেন, প্রত্যেকেই পাক দখলদারদের অত্যাচারে ক্ষুব্ধ। "কিন্তু তার মানে এই নয় যে, উত্তেজিত হয়ে আমরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করব।" তিনি জানান, তাঁর নিজেরও স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে খুন করেছে পাক দখলদার বাহিনী। "এমনিভাবে অনেকেই চরম বিক্ষুব্ধ। কিন্তু বিক্ষোভ মানে বিশৃঙ্খলা নয়।"

মুক্ত ঢাকার এইটাই প্রথম জনসভা। অল্প সময়ের নোটিশে এই জনসভার আয়োজন করা হয়। কয়েক হাজার নরনারী এই সভায় যোগ দিয়েছিলেন। কাদেরিয়া বাহিনীর সৈনিকরা অস্ত্রশস্ত্র সহ মঞ্চদলে উপস্থিত ছিলেন।

সভার শেষে কিছু উত্তেজিত লোক পাঁচজন রাজাকারকে আক্রমণ করে। কে বা তাদের ওখানে ধরে নিয়ে এল সেটা অবশ্য বোঝা গেল না।

পার্থ চট্টোপাধ্যায় ঢাকা থেকে আরও জানাচ্ছেন। ঢাকার প্রায় প্রতিটি যুবকের হাতে এখন অস্ত্র। কারও হাতে রাইফেল, কারও হাতে স্টেনগান, কারও হাতে এল এম জি। রাস্তায় বেরোলেই দেখা যাবে সশস্ত্র তরুণের দল জীপে করে ট্রাকে করে কখনও পায়ে হেঁটে রাস্তা দিয়ে চলেছে।

সারা দিন শুধু গুলির শব্দ শোনা যায়। ঠিক দেওয়ালীর বাজির মত। সেগুলো খণ্ড যুদ্ধের গুলি না ফাঁকা আওয়াজ তা বোঝা মুশকিল।

শহরে অসামরিক জনগণের হাতে কত অস্ত্র আছে তা জানা যায়নি। আনুমানিক হিসাব, ঢাকার ষোল হাজারের মত তরুণের হাতে এখন অস্ত্র রয়েছে। রমনা থানার একজন পুলিশ অফিসার আমাকে বললেন, পাকিস্তানীরা আত্মসমর্পণ করার সময় বহু অস্ত্র ফেলে পালিয়ে যায়। সেগুলো ছেলেদের হাতে এসেছে। এ ছাড়া যাঁরা মুক্তিবাহিনীর সদস্য তাঁরা বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকেই অস্ত্র পেয়েছেন। পাকবাহিনীও একশ্রেণীর লোককে প্রচুর অস্ত্র দিয়ে গেছে।

অসামরিক জনগণের হাতে অস্ত্র থাকা শান্তির সময় নিরাপদ নয়। তাই বাংলাদেশ সরকারের আই জি-র সঙ্গে পুলিশকর্তাদের বৈঠকে অসামরিক জনগণের হাত থেকে অস্ত্র নিয়ে নেওয়ার সুপারিশ উঠেছে।

ডি পি ধর ঢাকা যেতে পারেন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ও শরণার্থী দফতরের পদস্থ অফিসার এবং সামরিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন।

এ সম্পর্কে কলকাতায় ভারতের পররাষ্ট্র দফতরের এক মুখপাত্র বললেন, পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে দ্রুত রেল সড়ক বিমান ও টেলি সংযোগ স্থাপন এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা আবার গড়ে তোলার জন্য বাংলাদেশ সরকার ভারতের সাহায্য চেয়েছেন। কেন্দ্র সাধ্যমত সমস্ত ব্যবস্থা করতে রাজি। এজন্য সামরিক বাহিনীর সহযোগিতা করছেন।

জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে দান

প্রাক্তন সংসদ সদস্য শ্রীঅতুল্য ভাওয়ালকা বৃহস্পতিবার রাজ্যপাল শ্রী এ এল ডায়াসের হাতে জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে সাহায্যের জন্য ২৫ হাজার টাকার একখানি চেক দিয়েছেন। তাঁর দুই পুত্র শ্রী এ পি ভাওয়ালকা ও শ্রী বি কে ভাওয়ালকাও সঙ্গে ছিলেন।

কলকাতাস্থ পররাষ্ট্র দফতরের এক মুখপাত্রও বলেন, বাংলাদেশের নতুন সংবিধান প্রণয়ন ও দক্ষ প্রশাসন ইত্যাদির জন্য বাংলাদেশ সরকার কয়েকজন বিশেষজ্ঞ পাঠাতে অনুরোধ করেছেন। সে অনুযায়ী ভারত সরকার একটি বিশেষজ্ঞ দল পাঠাতে রাজি হয়েছেন।

Dobesive

THE RIGHT ANSWER TO YOUR...

Dobesive is the answer to all jointing problems at home or in industry. It is a powerful two-component epoxy adhesive, which gives a joint of unmatched strength.

Non-soluble in water and resistant to heat, humidity, solvents and acids, Dobesive joins virtually anything to anything—wood, metal, glass, asbestos, ivory, china, leather, cardboard, plastic etc.

Available in collapsible tube packings of 12, 40, 180 and 350 gram and industrial packings of 2 & 8 kg.

Dr. BECK & CO. (INDIA) LTD.
145, Bombay-Poona Road, Pimpri, Poona-18.

Use Dobesive on :

ডিস্ট্রিবিউটরগণ :
হাতিম অ্যান্ড কোম্পানি, ৯০ রিপন স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬, ফোন ৪৪-৫৬৫১/৪৪-০৬১৭ * ইন্ডোমেক কর্পোরেশন কাতরাস রোড, ধানবাদ, ফোন ২৯৯৭

লাকী কুপন

বিখ্যাত সিদ্ধেশ্বরীর কৌলিকো গেঞ্জীর

রৌপ্য জয়ন্তী উপলক্ষে

প্রতিটি সিদ্ধেশ্বরীর কৌলিকো গেঞ্জীর সঙ্গে একটি করিয়া লাকী কুপন দেওয়া হইয়াছে। কুপনে আপনিও একটি পুরস্কার পাইতে পারেন। সাবধানে লাকী কুপনটি পূরণ করিয়া আমাদের নিকট অবশ্যই পাঠাইয়া দিবেন।

পুরস্কারের তালিকা

(২টি) ... প্রথম পুরস্কার ... বড় স্টীলের আলমারী
(৪টি) ... দ্বিতীয় পুরস্কার ... সাইকেল
(৮টি) ... তৃতীয় পুরস্কার ... হাতঘড়ি
(১০০টি) ... চতুর্থ পুরস্কার ... স্টেনলেস স্টীলের গ্লাস

প্রতিযোগিতার শেষ তারিখ ৩১-৩-৭২

বিঃ দ্রঃ আমাদের গেঞ্জীগুলি অপেক্ষাকৃত মসৃণ ও মোলায়েম করা হইয়াছে।

সিদ্ধেশ্বরী হোসিয়ারি ফ্যাক্টরী

১১৩, বেনিয়াটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা-৫

প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত কুপনের বিক্রেতাও প্রত্যেকে অনুরূপ পুরস্কার স্বরূপ নগদ ১০০০৲ টাকা করিয়া পাইবেন।

কোন স্টীল অফিস ফার্নিচার যেমন সুন্দর তেমনি ব্যবহারোপযোগী ?

চন্দনের স্টীল অফিস ফার্নিচার—মজবুত, আধুনিক এবং ছিমছাম; এ দিয়ে আপনার অফিসের চটক এবং কার্যক্ষমতা দুইই বেড়ে যায়।

সহজে পরিষ্কার রাখা যায়... রক্ষণাবেক্ষণের কোনও খরচ নেই বললেই হয়; স্থায়িত্ব এবং সৌন্দর্য দুয়ের প্রতি নজর রেখে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তৈরী। আকর্ষণীয় নানাবিধ রংয়ে পাওয়া যায়। এক্সিকিউটিভ ডেস্ক ও চেয়ার; অফিস টেবিল ও চেয়ার। অতিথিদের জন্য চেয়ার; রিশেপসন সেট।

অফিসের অত্যাবশ্যকীয় সরঞ্জাম—'ইউনিকম্পো' ফলো আপ সেক্রেটারী, লেটার র‍্যাক, পেপার ট্রে, টেবিল সাইড র‍্যাক, ওয়াল স্ট্যাণ্ড, টুল, ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট প্রভৃতি।

চন্দন—নানাবিধ উত্তম স্টীলের ফার্নিচার ও ইক্যুইপমেণ্টের জন্য

CM Chandan

চন্দন মেটাল প্রডাক্টস প্রাইভেট লিমিটেড, বরোদা ৩

everest/144/CMP BN

চন্দন কেবিনেটের তিনটি সাইজ—"ইউনিভার্সাল", "হোমেকার" ও "ব্যাণ্টাম"—ডি. জি. এস. অ্যাণ্ড ডি. রেট কনট্রাক্ট আহ্বানে পাওয়া যায়। সরাসরি জিনিসগুলি পেতে চান এমন অফিসাররা আরও বিবরণের জন্য প্রস্তুতকারক বা ডীলারদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্যে, কলিকাতা এবং আসানসোলে অনুমোদিত ডীলার : এম ভি দাস অ্যাণ্ড কোম্পানী; জলপাইগুড়িতে : নর্থার্ন ডিস্ট্রিবিউটার্স; শিলচরীতে : বসু অ্যাণ্ড কোম্পানী; আগরতলায় : ত্রিপুরা পেণ্ট অ্যাণ্ড হার্ডওয়ার স্টোর্স। এবং অন্যান্য রাজ্যে। প্রতিনিধিহীন জেলা হইতে ডীলারশিপের জন্য অনুসন্ধান আহ্বান করা যাইতেছে।

বৃহত্তর কলিকাতার জন্য অনুমোদিত ডিলার :
এম ভি দাস অ্যাণ্ড কম্পানি
৩৩ ব্যারোন্স রোড, কলিকাতা-১
ফোন : অফিস : ২২-৪১৫২ • শো-রুম : ২২-০৪৩০

Sieg Heil

"They do not for long succeed, those who attempt to violate all under heaven by force".

Meet force with skill. Fight tyranny with subtlety. While the enemy screams, go about your work quietly and do what you have to do. Answer him silently with deeds. A man doesn't have to speak to be heard.

centron industrial alliance
Makers of "SWISH" and "PLATINEX"

mcm/6141

২৫তম খেলা

রাজস্থান স্টেট লটারীজ

১৯-১২-৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রাতহিক খেলার ফলাফল

২টি সাপ্তাহিক পুরস্কার
প্রতিটি ৫,০০০ টাকা
A-373340 B-192866

১ম পুরস্কার ৪,০০০ টাকা A-212146

১টি পুরস্কার প্রতিটি ৫০০ টাকা
টিকিট নং
B-300582 C-240723 D-141866
E-351819 F-494567 G-165531
H-265931 J-191621 K-033928

১০টি সান্ত্বনা পুরস্কার প্রতিটি ৫০ টাকা সাপ্তাহিক পুরস্কারবিজয়ী নম্বরগুলি বাদে অন্য সব সিরিজের একই নম্বরযুক্ত টিকিটে

ডিরেক্টর,
সেল্স সেভিংস অ্যাণ্ড স্টেট লটারীজ,
রাজস্থান, জয়পুর

ADARTS/RSL/45/71

4

বন্দে মাতরম্
আনন্দবাজার পত্রিকা
সোমবার, ৪ পৌষ, ১৩৭৮

দিনের বাণী

মন স্থির না হ'লে যোগ হয় না। সংসার হাওয়া মনরূপ দীপকে সর্বদা চঞ্চল করছে। ঐ দীপটা যদি আদপে না নড়ে তা হলে ঠিক যোগের অবস্থা হয়ে যায়।
—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

জোড়া আর লাগিবে না

এক যাত্রায় পৃথক ফলের মতো এক যুদ্ধেরও পৃথক ফল থরে থরে ফলিতেছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী হইয়াছেন ভারতরত্ন, আর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া-খান যে ঠিক কোথায়—তখ্ত-এর উপরে, না গলাধাক্কা খাইয়া তক্তপোষের তলায়—স্পষ্ট বোঝা যাইতেছিল না। তবে বাংলা দেশে সম্পূর্ণ পরাজয়ের লাশটাকে পিণ্ডিতে গরম করিয়া রাখা অসম্ভব, তাই সেখানেও নৈরাশ্য, আতঙ্ক এবং রাজনৈতিক ছায়া পড়িয়াছে। ভূমিকম্পের আগে যেমন "গুরু গুরু" ধ্বনি শোনা যায়, এও তেমনই। তবে সর্বশেষ খবর, ইয়াহিয়া খান সাহেব প্রেসিডেনট পদে ইস্তফা দিতে বাধ্য হইয়াছেন।

জঙ্গীশাহীর পীঠস্থান পিণ্ডিতে গোড়াকার প্রতিক্রিয়ার যে-খবর আসিয়াছিল, তাহাতে চকিতের জন্য মনে হইয়াছিল, "আউট অব ইভ্‌ল কামেথ গুড"—যাহা কিছু ঘটে সবই মঙ্গলের জন্য। এদিককার আত্মসমর্পণ আর ওদিককার যুদ্ধবিরতির ফলে পাকিস্তানের যেটুকু অবশিষ্ট আছে (জিন্না একবার বলিয়াছিলেন "মথ-ইটন" পাকিস্তান, তা' তাঁহার কথা বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছে অন্য অর্থে পাকিস্তানকে সত্যই পোকায় ধরিয়াছে), অন্তত সেখানে প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন বহাল হইবে। ওই এলাকাতেও স্বৈরতন্ত্র দীর্ঘকাল লোকায়ত্ত শাসনের স্বাদ হইতে বঞ্চিত আছে। ভুট্টোকে তলব করার কারণ মনে হইয়াছিল সেইটাই। ভাবা গিয়াছিল, এইবার তাহার ভাগ্যে শিকা ছিঁড়িবে। পরের খবর আবার সব ঝাপসা করিয়া দিয়াছে, কেননা সহজে গদি ছাড়া স্বৈরাচারীদের স্বভাবে লেখে না। তাহারা স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ তো করিবেই না, বরং মরিবার আগে মরীয়া হইয়া একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবে। ভুট্টো ফিরিয়া আসিতেছেন নিজের জোরে, না প্রভুদের ডাকে, সেটা এখনও স্পষ্ট নহে। আর ভুট্টো সাহেবের মনিব তো একটি নহে—পিণ্ডি ছাড়াও মারকিন মুলুক হইতে পিকিং সর্বত্র ছড়াইয়া আছে। উক্তিপে-আজম বলিবেন বলিয়া যে-নরকে আমিন গোঁফে তা দিতেছিলেন, তিনিও যেন হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন।

"হেরো" পার্টির তবিলে ক্ষমতার তলানি লইয়া কাড়াকাড়ি চলুক, দুই-চারিটি ব্যক্তির নসীব লইয়া রাসকতা বা জল্পনায় আমাদের কিছুমাত্র রুচি নাই। আমাদের জিজ্ঞাস্য, শেখ মুজিবর রহমান কোথায়? ইয়াহিয়া যেখানেই যান, মশানে কিংবা বনবাসে, যাওয়ার আগে বঙ্গবন্ধুকে ছাড়িয়া দিয়া যাইতে হইবে। যে-জঙ্গীশাহী এখনও বাংলা দেশের অধিনায়ককে লুকাইয়া রাখিয়া বিচারের প্রহসনের নামে বর্বর বাঁশ বাজাইয়া চলিয়াছে, তাহাকে সটান বলিয়া দিতে হইবেঃ "মুজিবকে মুক্ত দাও, নহিলে আরও শাস্তি কপালে লেখা আছে।" পিণ্ডিশাহীর শাস্তি মিলিয়াছে ভালই, কিন্তু এখনও তাহার উচিতমতো শিক্ষা হয় নাই। একটাই ভাষা তাহারা বোঝে। বাংলায় যাহা বুঝিয়াছে এই ভাগে, ওই ভাগে উর্দুতে তাহা সমঝাইয়া দিতে হইবে।

শিক্ষা যে সম্পূর্ণ হয় নাই, তাহার প্রমাণ ভূরি ভূরি। তাহার কারণ, পশ্চাতের পশ্চিমী ছায়ারা এখনও পিণ্ডির কানে-কানে মন্ত্র জপিয়া চলিয়াছে। পশ্চিম খণ্ডে ভারত যে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করিয়াছে মূলে কার্যসিদ্ধির পর একতরফা ভাবে, তাহার কদর্থ এবং অপব্যাখ্যা করার চেষ্টার কসুর নাই। ইয়াহিয়া তাঁহার কথা রাখিয়াছেন। সত্যই ওই যুদ্ধ ছিল তাঁহার শেষ যুদ্ধ। লড়িয়া অথবা লড়িতে না পারিয়া তিনি বেপাত্তা হইয়া যাইতেছেন। কিন্তু অন্যান্য খানেরা, জঙ্গী নবাবেরা এখনও সিধা রাস্তা দেখিতে পাইয়াছেন, এমন কোনও প্রমাণ নাই—মনে হয়, সোজা আঙুলে ঘি উঠিবে না। আফটার ইয়াহিয়া হু? যিনিই হউন, পীরজাদা কিংবা হামিদ খাঁ অথবা কুখ্যাত টিক্কা, প্রত্যেকেই হয় আমেরিকার, নয় চীনের বেনামদার। জনাব জুলফিকার আলি ভুট্টোও তাই। তিনি এখনও বাংলাদেশের বিচ্ছেদটাকে চিরবিচ্ছেদ বলিয়া মানিয়া লইতে রাজী নহেন, এখনও কনফেডারেশন বা ঢিলেঢালা যুক্তরাষ্ট্রের খোয়াব দেখিতেছেন। সেই খোয়াবে 'বাদশা-বেগম' গৎটা ভুট্টো যত খুশী বাজাইয়া চলুন, কিন্তু তাহার পিছনে যে ঝমঝমাঝম্ অরকেস্ট্রা, সেটা নিঃসন্দেহে আমেরিকার। কে জানে, হয়ত একখানি মারকিন ম্যানডেট বা সনদ পকেটে লইয়াই জনাব ভুট্টো ইসলামাবাদে ফিরিতেছেন।

কেননা, খোয়াব ভাঙে নাই আমেরিকারও। থোঁতা মুখ ভোঁতা হইয়া যাওয়ার পরেও মারকিন ব্যানডেজ-মাস্টারেরা এমন ভাণ করিয়া চলিয়াছেন যেন, ভারতের ঘোষিত যুদ্ধবিরতি রাষ্ট্রপুঞ্জে প্রস্তাবিত যুদ্ধবিরতিরই অঙ্গ। কিন্তু শাক দিয়া মাছ ঢাকা দেওয়ার এই প্রয়াস কিসের জন্য, উদ্দেশ্য কাহাকে ঠকানো? সারা দুনিয়াকে, না স্বদেশের জনমতকে? সারা দুনিয়া হইতে আমেরিকার পাড়ায় পাড়ায় আজ মারকিন মতলব হাটে হাঁড়ির মত ফাটিয়া পড়িয়াছে, এমন-কী, মারকিন জনমতও তাহার বর্তমান শাসকদের কাণ্ডে "ছি ছি" করিতেছে। "টাইম" নামে বিখ্যাত সাপ্তাহিকটি লিখিয়াছে, পাক-ভারত বিরোধে গোটা মারকিন নীতির ফলশ্রুতি এই ঃ এক, পূর্ব এশিয়ায় তাহার নিরপেক্ষতার মুখোস খসিয়া পড়িয়াছে। দুই, রুশ-ভারত এবং পাক-চীন সম্প্রীতিকে ঘনিষ্ঠতর করিয়াছে। তিন, আমেরিকা নৈতিক এবং রাজনৈতিক দিক হইতে এমন একটি জমানাকে মদৎ দিয়াছে যা শুধু পাশবিক নয়, নিশ্চিতভাবে পরাজিতও। চার, সব মিলিয়া এই উপ-মহাদেশে মারকিন মূর্তিটা ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে।

অর্থাৎ আমেরিকায় আজ যদি পারলামেন্টারি প্রথার গণতন্ত্র থাকিত, তবে তিরস্কৃত হইয়া নিকসন-প্রশাসনকে নির্ঘাৎ বিদায় লইতে হইত—সুয়েজের পরে ব্রিটেনে ইডেনের ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছিল। আমেরিকায় যদি স্বৈরতন্ত্র বহাল থাকিত, তাহা হইলেও বর্তমান প্রশাসনের "অর্ধচন্দ্র" মিলিত, অন্তর্দ্বন্দ্বে ও আভ্যন্তরীণ চাপে। নেহাৎ প্রেসিডেনশিয়াল প্রথা ওখানে চালু, তাই দু-কান কাটা যাওয়ার পরও নির্লজ্জ নিকসন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এখনও বেপরোয়া, নির্বিকার পুরানো পথেই হাঁটিয়া চলিয়াছে। তাই এখনও বাংলাদেশের জন্ম নামক জাজ্বল্যমান সত্যটাকে স্বীকৃতি দিতে তাঁহার আপত্তি, এখনও হরেক প্রস্তাবের ছলে একটি সার্বভৌম জাতির অস্তিত্বকে ব্যর্থ করিয়া দেওয়ার অপকৌশল—অর্থাৎ এক কথায় অখণ্ড পাকিস্তানের স্বপন। অখণ্ড পাকিস্তান? বিদেশী সেই ছড়াটাকে মনে পড়ে ঃ হামটি ডামটি গিয়াছিল দেওয়ালে উঠিতে; হামটি ডামটি উঠিতে গিয়া, গেল পড়িয়া। এখন (মারকিন) রাজার যত ঘোড়া, আর রাজার যত লোক-লস্কর সব মিলিয়াও হামটিকে জোড়া দিতে পারিবে না।

চলে এস ঘরে

আন্দামান দ্বীপের ব্রিটিশ কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়া বাংলার বন্দী বিপ্লবীরা দেশে ফিরিয়া আসিতে থাকিলে রবীন্দ্রনাথ একটি গীতি-কবিতা রচনা করিয়া ঘটনাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন—চলে এস ঘরে পরবাসী। সমীরণ অনুকূল হইয়াছিল তাই গৃহহারা পরবাসীদের লইয়া মুক্তির তরী স্বদেশের উপকূলের দিকে ভাসিয়া যাইবার সুযোগ পাইয়াছিল।

স্বাধীন বাংলা দেশের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার পর আজ কিন্তু দেশবাসীর মনের ভাবনাতে বিশেষ একটি বেদনার স্পর্শ অহরহ স্মরণ করাইয়া দিতেছে যে, বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান পাকিস্তান নামক এক শত্রু-বিদেশের কারাগারের নিভৃতে থাকিয়া দিন-রাত্রির দুঃসহ মুহূর্তগুলিকে সহ্য করিতেছেন। এবং আরও চার-পাঁচ লক্ষ বাঙ্গালী সেই শত্রু বিদেশের নানা স্থানে আর-এক প্রকারের বন্দি-জীবন সহ্য করিতেছেন। বঙ্গবন্ধু নিশ্চয় জানিতে পারেন নাই যে, তিনি আজ গণপ্রজাতন্ত্রী স্বাধীন বাংলা দেশের রাষ্ট্রপতি, তিনি এক নূতন জাতির পিতা বলিয়া দেশ বিদেশের কোটি কোটি মানুষের মান্যতা লাভ করিয়াছেন। পাকিস্তানের হিংস্র বিদ্বেষ আজিও এক নিরেট বোবা ও বধির অন্ধকার হইয়া তাঁহাকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে; যেন তাঁহার স্বদেশজীবনের আকাশে নূতন সূর্যোদয়ের উদ্ভাসিত গরিমার কোন বার্তা তাঁহার কানে না পৌঁছিতে পারে।

বঙ্গবন্ধুর এই অবস্থার তুলনায় পাকিস্তানের চার-পাঁচ লক্ষ পরবাসী বাঙ্গালীর প্রাণের অবস্থা অন্তত এই সৌভাগ্যের স্পর্শে হর্ষায়িত হইবার সুযোগ পাইয়াছে যে, তাঁহারা স্বদেশ মুক্তির বার্তা কিছু না কিছু শুনিতে পাইয়াছেন। তাঁহারা নিশ্চয় কোন না কোন সূত্রে ঘটনার প্রচণ্ড উত্থান-পতনের, পাকিস্তানী বাহিনীর পরাভবের ও পদাহত অদৃষ্টের খবর জানিয়াছেন। তাঁহাদের অন্তরে আজ যে তৃপ্তি সঞ্চারিত হইয়াছে, তাঁহাদের মন-প্রাণ আজ যে এই মুহূর্তে ছুটিয়া গিয়া মুক্ত স্বাধীন সোনার বাংলার মাটিকে চুম্বন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সহজেই কল্পনা করিতে পারা যায়।

কিন্তু তাঁহারা আসিতে পারিতেছেন না। বিশ্বের অন্য যেখানে যত বাঙ্গালী আছেন, তাঁহাদের পক্ষে স্বাধীন বাংলা দেশের আলোছায়ার নূতন মায়ার কাছে চলিয়া আসিতে ও দেখা দিতে তেমন কোন অসুবিধা নাই, বাধাও নাই। শুধু ওই এক পাকিস্তানের চার-পাঁচ লক্ষ বাঙ্গালীকে দুঃসহ এক পরবাসের বাধ্যতা ও অধীনতার মধ্যে থাকিয়া ছটফট করিতে হইতেছে।

যুদ্ধবন্দীদের যাওয়া-আসার বিষয় লইয়া বিচার-বিবেচনা যখন হইবার তখন হইবে। কিন্তু অসামরিক এই চার-পাঁচ লক্ষ পরবাসী বাঙ্গালীর স্বদেশে যাইবার পথ এখনই মুক্ত হইবে না কেন? ইঁহারা আজ এখন পাকিস্তানে যে পরিবেশের মধ্যে রহিয়াছেন, তাহা যেমন হিংস্র তেমনই হীন। সন্দেহ করিলে ভুল হইবে না যে, যুদ্ধে পরাভূত ইয়াহিয়ার রাক্ষস-প্রবৃত্তি এইবার এই চার-পাঁচ লক্ষ পরবাসী বাঙ্গালীর জীবনের উপর আরও প্রবল প্রতিশোধমূলক দৌরাত্ম্য সৃষ্টি করিতে পারে। স্থানীয় জনসাধারণ শত্রু; সরকার শত্রু; রাষ্ট্র শত্রু; এই পরিবেশের মধ্যে ইঁহাদিগকে আর না রাখিয়া নিরাপদ স্বদেশে লইয়া যাইবার যে আন্তর্জাতিক দায়িত্ব আছে, তাহা রেডক্রশের পক্ষে অবিলম্বে অগ্রণী হইয়া গ্রহণ করা উচিত।

পাকিস্তানের মরু পাহাড় ও প্রান্তর এবং বিদ্বেষের ও আক্রোশের বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন জনপদের কোন আলো-ছায়ার সঙ্গে এই চার-পাঁচ লক্ষ বাঙ্গালীর প্রাণের কোন সহজ মায়ার সম্পর্ক নাই, থাকিতে পারেও না। তাঁহাদের প্রাণের মধ্যে সবুজ পাটক্ষেত ও ধানক্ষেতের শোভা, পদ্মা মেঘনা ধলেশ্বরী ও ইচ্ছামতীর জলকলরোল বিপুল এক গীতময় আহ্বান হইয়া বাজিতেছে। তাঁহারা এখনই চলিয়া আসুন। চলে এস ঘরে পরবাসী।

যৎকিঞ্চিৎ

স্বাধীন বাংলাদেশ যখন বাস্তব সত্য, তখন সর্বাপেক্ষা বড় প্রয়োজন সংগঠনের, আর তাহার জন্য প্রথম প্রয়োজন দেশের সর্বত্র অসামরিক শাসন ব্যবস্থা প্রসারিত করিয়া দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের। এই কাজকে দ্রুত সফল করিয়া তুলিতে রণবিধ্বস্ত বাংলাদেশে রাস্তাঘাট, সেতু, রেল লাইন, জলপথ ইত্যাদির সংস্কার সাধন করিয়া দেশের সর্বত্র পরিবহণ-ব্যবস্থা চালু করিতে হইবে। কিন্তু তাহা সময়সাপেক্ষ। যদিও বনগাঁ, বেনাপোল লইয়া শিয়ালদহ ও যশোরের মধ্যে ট্রেন চলাচলের ব্যবস্থা হইয়াছে, তথাপি তাহা আরও প্রসারিত করিতে কিছু সময় লাগিবে। কিন্তু স্থলপথে ও জলপথে চলাচলের এই অসুবিধা আকাশপথে বিমান-চলাচলের ব্যবস্থা করিয়া অনেকাংশে পূরণ করা যাইতে পারে। সত্য বটে, যুদ্ধে অনেক বিমানক্ষেত্রে রানওয়েগুলিরও ক্ষতি হইয়াছে, তথাপি সেগুলির সংস্কার করিয়া জনবহুল ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলির সঙ্গে সত্বর বিমান যোগাযোগ স্থাপন করা দুরূহ হইবে না। কিন্তু এই যোগাযোগ যেমন বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে হওয়া প্রয়োজন তেমনই হওয়া আবশ্যক বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানের মধ্যে। আমরা জানিয়া সুখী হইলাম, ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনসের বিমান শীঘ্রই চলাচল শুরু করিবে এবং আপাতত ঢাকা, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট ও যশোরের মধ্যে বিমান চলাচল করিবে। আভ্যন্তর বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থা অবিলম্বে চালু করাও জরুরী বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত।

কয়েকটি কেন্দ্রের এম. এ., এম কম পরীক্ষাও বাতিল

স্টাফ রিপোরটার

'ব্যাপক অসদুপায় অবলম্বনের জন্য' আইন পরীক্ষার পর এবার এম এ, এম কম পরীক্ষা (৫৯৭০) বাতিল হ'ল। তবে সকলের নয়, কয়েকটি বিষয়ের কিছু কিছু পরীক্ষার্থীর। গত জুলাই মাসে ওই পরীক্ষা হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী কনট্রোলার শ্রী ডি পি ব্যানারজি রবিবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এ খবর জানান। যে-সব কেন্দ্রের পরীক্ষা বাতিল হয়েছে, সেগুলি হ'ল ঃ

এম কম পরীক্ষা ঃ (ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ ভবন কেন্দ্রের ৪১ এবং ৪৩ নমবর ঘর, (খ) হাজরা আইন কলেজ কেন্দ্রের ১ ও ২নং হল।

এম এ পরীক্ষা ঃ (ক) বিষয় ঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞান—আশুতোষ ভবন কেন্দ্রের ২৫ ও ৪৩ নমবর ঘর, (খ) বিষয় ঃ ঐশলামিক ইতিহাস এবং সংস্কৃতি—আশুতোষ ভবন কেন্দ্রের আশুতোষ হল, (গ) বিষয়ঃ বাংলা—আশুতোষ ভবন কেন্দ্রের ৪৩ নমবর ঘর, (ঘ) বিষয় ঃ দর্শন—হাজরা আইন কলেজ কেন্দ্রের ১৬ নমবর ঘর।

উপরোক্ত ঘর ও হলগুলিতে ১২ জুলাই থেকে ৩১ জুলাই যে-সব ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছেন তাদের সকলের পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা হবে প্রায় পাঁচ শ'। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনডিকেট আগেই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, রবিবার তা সরকারীভাবে প্রকাশ করা হল।

পিনডিতে ব্রিটিশ বিরোধী বিক্ষোভ

রাওয়ালপিনডি, ১৯ ডিসেমবর—বাংলাদেশ সম্পর্কে ব্রিটেনের মনোভাবের প্রতিবাদে পাকিস্তানে জোর ব্রিটিশবিরোধী বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। পেশওয়ারে ছাত্ররা ব্রিটিশ কাউনসিল লাইব্রেরিটি তছনছ করেছে। আসবাবপত্রও ভেঙেছে পাকিস্তানীদের অনুযোগ, ব্রিটেন ভারতঘেঁষা ও পাক-বিরোধী নীতি নিয়েছে।

এই ঘটনায় অবশ্য কেউ আহত হননি। —রয়টার

ঢাকার লড়াই, অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

প্রাচীন হিন্দু ও পাঠান আমলে ঢাকার হয়ত অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু শহর বা নগরীর মর্যাদা ছিল না। বার ভুঞাদের যুগ পর্যন্ত বাঙলাদেশের বিভিন্ন অংশ রাজ্যের রাজধানী কখনো গৌড়, কখনও সুবর্ণগ্রাম প্রভৃতি স্থানে ছিল। কিম্বদন্তী প্রচলিত, সম্রাট আকবরের সময়ে ঢাকা নগরীর প্রকৃত উৎপত্তি এবং বাঙলাদেশে মোগল-শাসন দৃঢ় করার জন্য সম্রাট জাহাঙ্গীরের সেনাপতি ইসলাম খাঁ প্রথম নদীপথে অভিযান চালিয়ে ঢাকা শহর অবরোধ করেন। তিনি শীতলক্ষ্যা নদীর পারে নারায়ণগঞ্জ বন্দরের অদূরে পাগলায় প্রথম পা দেন এবং সেখানে একটি দুর্গ তৈরি করেন। এই পাগলা-দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও রয়েছে। ইসলাম খাঁ ঢাকায় 'সুবে বাঙলার' রাজধানী স্থাপন করেন এবং নিজে প্রথম মোগল গবরনর নিযুক্ত হন।

ঢাকা রেসকোরসের মাঠে যে প্রাচীন কালী মন্দিরটি এবার পাকিস্তানী খান-সেনারা ধ্বংস করেছে, তার প্রাচীন রেকরডপত্র থেকে দেখা যায়, এই মন্দিরটির বয়স সাতশো বছরেরও বেশী। ঢাকা শহরের চাইতেও এই মন্দিরটি প্রাচীন। মোগল আগ্রাসন রোখার জন্য ঈশা খাঁ এই মন্দিরে বসে বাঙলার হিন্দু ভূঞাদের সঙ্গে যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তিতে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন। বৃটিশ আমলে স্বদেশী বিপ্লবীরা এই কালীমন্দিরে ঢুকে বিপ্লবী শপথবাক্য পাঠ করতেন ও দীক্ষা নিতেন।

ঢাকা শহর এইবারই যে প্রথম বা দ্বিতীয়বার অবরুদ্ধ হয়েছে, তা নয়। বাঙলাদেশে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব যতবার হাত বদল হয়েছে, ততবারই কখনো যুদ্ধের, আবার কখনো গৃহযুদ্ধের আগুনে জ্বলেছে ঢাকায়। ঢাকার হাতবদল ভাগ্য নির্ধারণ করেছে অবশিষ্ট বাঙলার। তবে অন্যান্যবারের যুদ্ধের সঙ্গে এবারের যুদ্ধের পার্থক্য, প্রতিবার ঢাকা অবরুদ্ধ হয়েছে দখলদার বাহিনীর হাতে। এবারের যুদ্ধে ঢাকা মুক্ত হতে চলেছে নিজ দেশের মুক্তিসেনা ও তার মিত্রবাহিনীর হাতে। এবার ঢাকা বিজয়ী বিদেশী শাসকের প্রাদেশিক রাজধানী হবে না, হচ্ছে মুক্ত জনগণের কেন্দ্রীয় শাসনের প্রধান কেন্দ্র।

মোগল-যুগে সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলেই ঢাকা দ্বিতীয়বারের জন্য অবরুদ্ধ হয় তাঁর বিদ্রোহী পুত্র খুররম বা শাহজাহানের দ্বারা। শাহজাহান ঢাকা অবরোধ করে রেখেছিলেন প্রায় সাতদিন। তিনি গবরনর ইব্রাহিম খাঁকে যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত করেন এবং প্রচুর অর্থ লুণ্ঠন করে সিরাজগঞ্জের পথে ঢাকা ত্যাগ করেন। শাহজাহানের পত্নী মমতাজ বেগম ঢাকার যে এলাকায় কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন, সে এলাকাটির নাম এখনও বেগম বাজার। শাহজাহানের পুত্র শাহ্ সুজা দিল্লির কর্তৃত্ব অস্বীকার করে ঢাকাকেই তাঁর অস্থায়ী রাজধানী করেছিলেন এবং বুড়িগঙ্গা নদীর পারে তাঁর বড়কাটরা দুর্গ তৈরী করেছিলেন। ভ্রাতাদের সঙ্গে গৃহযুদ্ধে পরাজিত হয়ে তিনি সপরিবারে ঢাকা থেকে আরাকানের পথে পালিয়ে যান এবং নিহত হন।

ঢাকার শেষ মোগল গবরনর সম্রাট ঔরংজীবের পুত্র আজিমুশশান। তাঁরই নামে ঢাকার একটি এলাকার নাম আজিমপুর। এই সময় মুরশিদ কুলি খাঁ ছিলেন বাঙলাদেশে দিল্লির রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত অফিসার। তাঁর সঙ্গে গবরনর আজিমুশশানের তীব্র ব্যক্তিগত বিরোধ দেখা দেয় এবং ঢাকার রাজপথে মুরশিদ কুলি খাঁ আততায়ীর অস্ত্রাঘাত থেকে অল্পের জন্য বেঁচে যান। ফলে তিনি বাঙলার রাজস্ব সংক্রান্ত হেডকোয়ারটার মকসুদাবাদে স্থানান্তর করেন এবং আজিমুশশানের পর বাঙলার গবরনর নিযুক্ত হয়ে ঢাকা থেকে মকসুদাবাদে রাজধানী স্থানান্তর করেন। মকসুদাবাদের নাম রাখা হয় মুরশিদাবাদ।

নবাব আলিবরদী ও নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার আমলে মুরশিদাবাদ যখন কার্যত

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী

দিল্লির কর্তৃত্ব-মুক্ত, তখন ঢাকা ছিল বাঙলাদেশের উপ-রাজধানী। ডেপুটি গবরনর নিযুক্ত হয়েছিলেন ঢাকায়। আলিবরদীর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে ঢাকা হয়ে উঠেছিল সিরাজ-সমর্থক ও সিরাজ-বিরোধীদের গৃহযুদ্ধের কেন্দ্র। এই গৃহযুদ্ধে সিরাজের বিরোধী দলে থাকায় ঢাকার এক বৃদ্ধ ডেপুটি গবরনর নিহত হন সিরাজ সমর্থকদের হাতে। অন্যদিকে আরেকজন সেনাপতি আগা বাকের খাঁ বোকেরগঞ্জ জেলা যাঁর নামানুসারে) নিহত হন সিরাজ-বিরোধীদের হাতে। নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার পতনের পর ইংরেজ আমলেও ঢাকার ডেপুটি গবরনরগণ কিছুকাল ক্ষমতাহারা ঢাকার নবাব নামে পরিচিত ছিলেন। এই বংশের শেষ নবাব কমরউদ্দৌল্লা। তিনি ভাল ইংরেজ জানতেন, সেকসপিয়র আবৃত্তি করতেন এবং পোষা পায়রার বিয়েতে ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে পাওয়া বৃত্তির লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করে ফেলতেন। কখনো প্রচুর মদ্যপান করে ইংরেজ মেম সেজে রাস্তায় বেরিয়ে লোক হাসাতেন। তাঁরই প্রধান পাচক কাশ্মীর থেকে আগত জনৈক খাজা এই নবাব পরিবারের প্রচুর ধনসম্পত্তির অধিকারী হন এবং এই খাজা বংশের জনৈক আবদুল গণি সিপাহী বিদ্রোহের সময় বৃটিশদের সহায়তা করে নবাব খেতাব পান এবং তাঁরই বংশধরেরা আজ পর্যন্ত ঢাকার নবাব নামে পরিচিত রয়েছেন। সিপাহী বিদ্রোহ থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের মারচ মাস পর্যন্ত এই উরদুভাষী খাজা পরিবার পুরুষানুক্রমে বাঙলাদেশ ও বাঙালীর স্বার্থের বিরোধিতা করে এসেছেন। এই পরিবারের খাজা সলিমুল্লার সহায়তায় বর্তমান শতকের গোড়ায় বৃটিশ শাসকেরা বঙ্গ ভঙ্গ করেন এবং কিছুদিনের জন্য ঢাকা নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানী হয়েছিল। এই পরিবারের খাজা নাজিমুদ্দিন ১৯৪১ সালে বাঙলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদের লোভে শেরে বাঙলা ফজলুল হককে মুসলিম লীগ থেকে বহিষ্কারের কাজে মিঃ জিন্নাকে সহায়তা জোগান এবং ১৯৫১ সালে পাকিস্তানের গবরনর জেনারেল পদে থাকাকালে জিন্নার উক্তি মেনে নিয়ে ঘোষণা করেন, 'উরদুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে।' তাঁর এই উক্তির পরই বাহান্ন সালের রক্তাক্ত ভাষা আন্দোলনের জন্ম। তিনি এই আন্দোলনকে 'ভারতীয় চক্রান্ত' আখ্যা দিয়েছিলেন। এই পরিবারের বর্তমান নবাব আসকারী আইয়ুব-চক্রের প্রধান সহযোগী ও মোনেম খাঁর মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। এই পরিবারের খাজা খায়েরুদ্দিন ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুশলিম লীগের প্রার্থী হিসাবে শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ও পরাজিত হন এবং ২৫শে মারচ তারিখের পর বাঙালী নিধনে জেনারেল টিক্কা খাঁর প্রধান সহযোগী হন। তাঁরই নেতৃত্বে ঢাকা শহরে পাকিস্তানী হানাদারদের সমর্থনে কিছু-সংখ্যক লোক নিয়ে শোভাযাত্রা বের হয় এবং শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীরা বাঙালীদের ঘরে ঘরে লুণ্ঠন ও অগ্নি-সংযোগের কাজে রত হয়। বর্তমানে খাজা খায়েরুদ্দীন বাঙলা দেশ থেকে পলাতক।

পাণিপথের যুদ্ধ যেমন এককালে সারা ভারতবর্ষের ভাগ্য নির্ধারণ করেছে; ঢাকার যুদ্ধও তেমনি এককালে বাঙলাদেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণে বহুলভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। এবারের প্রায় বিনা লড়াইয়ে ভারতীয় জওয়ানের কাছে পাক ফৌজের আত্মসমর্পণ এবং ঢাকার মুক্তি কয়েক শতাব্দীর পর শাসন ও অবমাননার ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে যবনিকা টেনেছে এবং স্বাধীন বাঙলাদেশের জন্মকে প্রতিষ্ঠিত সত্য হিসাবে দাঁড় করিয়েছে।

ডলারের বিনিময়-মূল্য ৭.৯ শতাংশ হ্রাসে আমেরিকা রাজী

ওয়াশিংটন, ১৯ ডিসেমবর—বিশ্বের অকম্যুনিসট ১০টি ধনকুবের দেশের অর্থমন্ত্রীরা মুদ্রা বিনিময় মূল্যহারের নতুন পদ্ধতি সম্পর্কে যে চুক্তি করেছেন সেই চুক্তি মতে ডলারের বিনিময় মূল্য ৭·৯ শতাংশ হ্রাস করতে হবে। আমেরিকাকে আরও যা করতে হবে তা হচ্ছে, আমদানী পণ্যের ওপর ধার্য দশ শতাংশ সারচারজ প্রত্যাহার। চুক্তিটি গতকাল স্বাক্ষরিত হয়।

আমেরিকা ধনকুবের রাষ্ট্রগোষ্ঠীর চুক্তি মেনে নিয়েছে।

প্রেসিডেনট রিচারড নিকসন ওই চুক্তিকে বিশ্বের ইতিহাসে মুদ্রা চুক্তি-ক্ষেত্রে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন।

ওই চুক্তির ফল হিসাবে ডলারের অবমূল্যায়নের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের কয়েকটি প্রধান মুদ্রার বিনিময়-মূল্যও বৃদ্ধি পাবে।

এতদিন মুদ্রার বাজারে ডলারের যে আভিজাত্য ছিল এবার তা ক্লিষ্ট হল।

মারকিন অর্থমন্ত্রী শ্রী জন কোনালি গত রাত্রে এক বিবৃতিতে বলেন যে, ওই চুক্তি অনুযায়ী সোনার দাম ৮·৫৭ শতাংশ বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এই সিদ্ধান্তের ফলেই ডলারের বিনিময় মূল্য ৭·৯ শতাংশ হ্রাস পেল। এখন প্রতি আউনস স্বর্ণের সরকারী মূল্য দাঁড়ালো ৩৮ ডলার, পূর্বে ছিল ৩৫ ডলার।

শ্রী কোনালি জানান যে, স্বর্ণ মূল্য বৃদ্ধির প্রস্তাবটি কংগ্রেসে উপস্থিত করা হবে। বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপারে জরুরী বিষয়গুলি সম্পর্কে চুক্তি করতে দেরি হলে সোনার দাম বৃদ্ধির ফলে ডলারের অবমূল্যায়ন ব্যাপারটি কংগ্রেসে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপনেও দেরি হতে পারে বলে তিনি সতর্ক করে দেন।

ওই চুক্তি অনুযায়ী মারকিন যুক্তরাষ্ট্র মারকিন পণ্য বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য করের যে সুবিধা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিল, তাও প্রত্যাহারে রাজী হয়েছে।

চুক্তির অন্যতম শর্ত হচ্ছে, বিনিময় হারে ওঠানামায় মারজিন উভয় ক্ষেত্রে কিছুটা বাড়ানো যাবে। পূর্বে যেখনে বিনিময় হারে ওঠানামা ১ শতাংশ পর্যন্ত মেনে নেওয়া হত, এখন সেখানে ২·২৫ শতাংশ পর্যন্ত মেনে নেওয়া হবে।

ওই চুক্তির ফলে বিশ্বের টাকার বাজারে গত ছয় মাস ধরে যে বিভ্রান্তি ও অনিশ্চয়তা চলছিল তার অবসান হবে।

ওই চুক্তির ফলে অধিকাংশ মুদ্রার বিনিময় মূল্য ডলারের সঙ্গে বিনিময়ের হিসাবে ৮·৫৭ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে।

সরকারী মহল বলেন, ওই চুক্তির ফলে জারমান মারকের বিনিময় মূল্য ১২·৬ শতাংশ এবং জাপানি ইয়েনের মূল্য ১৬·৮৮ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। এই বৃদ্ধি ডলারের সঙ্গে বিনিময়ের হারের তুলনায় হবে।

পাউনড স্টারলিং ও ফরাসী ফ্রাঁর দর স্ব স্ব দেশের সোনার সরকারী মূল্য অনুযায়ী থাকলেও ডলারের সঙ্গে বিনিময় হার হিসাব করার সময় ওই দর স্বাভাবিকভাবেই ৮·৫৭ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে বলে ওই দুটি দেশের সরকারী মহল জানিয়েছে।

ইয়েনের নতুন বিনিময় মূল্য

টোকিওর খবরে প্রকাশ, জাপ সরকার প্রতি মারকিন ডলারের বিনিময় হার ৩০৮ ইয়েন ধার্য করেছে।

টোকিও বিনিময় বাজার আগামী-কাল, ২০ ডিসেমবর বন্ধ থাকবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

ব্রিটেনের ব্যবস্থা

ব্রিটেনের অর্থমন্ত্রী শ্রীঅ্যানটনি বারবার গত রাত্রে বলেন যে, পাউনড স্টারলিং ও সোনার দরের মধ্যে সমতা অপরিবর্তিত থাকবে।

ব্রিটিশ সরকার আজ ডলারের সঙ্গে পাউনড স্টারলিং-এর নতুন বিনিময়-হার ঘোষণা করেন। এই হার হচ্ছে প্রতি পাউনড ২·৬০৫৭ ডলারের সমান। পূর্বে ছিল ২·৪০ সমান।

পশ্চিম জারমান মহল গত রাত্রে জানান যে, জারমান মারকের বিনিময় মূল্য ৫ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

প্রতিক্রিয়া

একদা সর্বশক্তিমান ডলারের পতনে আমেরিকাবাসীদের বিশেষ আসবে যাবে না, কারণ তাঁরা খুব সামান্যই বিদেশী দ্রব্য কেনে, খুব কমই বিদেশী মুদ্রার সঙ্গে তাঁর অর্থের বিনিময় করে।

অবমূল্যায়নের ফলে মারকিন ব্যবসায়ীরা সহজে বিদেশের বাজারে নিজেদের পণ্যাদি বিক্রয় করতে পারবে। আমদানী পণ্যের দাম বেশি হবে বলে দেশজ পণ্য বিক্রি বৃদ্ধি পাবে।

ফরাসী মুদ্রার বাজার

নতুন বিনিময় হার চালু করার জন্য আজ প্যারিসের টাকার বাজার বন্ধ থাকবে। —রয়টার, এ পি

পরলোকে ডাঃ সাইদিন

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেমবর—বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের প্রাক্তন সচিব ডঃ কে জি সইদিন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে আজ অপরাহ্নে এখানে পরলোকগমণ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭। —পি টি আই

সরকারী মহল পরিস্থিতির মূল্যায়ন করেছেন

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেমবর—ডলারের অবমূল্যায়ন এবং মারক, ইয়েন ও অপর কয়েকটি দেশের মুদ্রার বিনিময় হার বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে টাকার অবমূল্যায়ন অথবা যা আছে তাই রাখা—এর মধ্যে কোন্‌টা ভারতের পক্ষে লাভজনক অর্থ মন্ত্রকের বিশেষজ্ঞরা আজ তা বিচার বিবেচনা করে দেখছেন।

বিদেশে ভারতীয় পণ্য রপ্তানি, বিদেশী সাহায্য ও ঋণ শোধ ওই সব-বিষয় নিয়েই মূল্যায়ন চলছে।

শিল্প ও বাণিজ্য মহল মনে করেন যে, আমেরিকা আমদানির ওপর সারচারজ প্রত্যাহার, জারমান মারক, জাপানী ইয়েন এবং অন্য কয়েকটি ইউরোপীয় দেশের মুদ্রার বিনিময় মূল্য বৃদ্ধি করায় ভারতের টাকার বিনিময় মূল্য হ্রাসের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই।

ওই মহল আরও মনে করেন, টাকার বর্তমান বিনিময় মূল্য পরিবর্তন না করলেও আমেরিকায় ভারতীয় রপ্তানি বাণিজ্যের কোন ক্ষতি হবে না।

ভারত যদি তার টাকার মূল্য হ্রাস না করে তবে সে শস্তা দরে আমেরিকা থেকে জিনিস কিনতে পারবে, কিন্তু রপ্তানি পণ্যের দর বৃদ্ধি পাবে। আমেরিকাকে প্রদেয় ভারতের ঋণের টাকা টাকার মূল্যে হ্রাস পাবে। অন্য যে সব রাষ্ট্র তাদের মুদ্রার বিনিময় মূল্য বৃদ্ধি করেছে তাদের ক্ষেত্রেও ঋণশোধের ব্যাপারে ভারতকে টাকার অঙ্কে বেশি দিতে হবে।

ওয়াশিংটন চুক্তি আর একবার প্রমাণ করলো যে, টাকার বাজারে যে খেলা চলে তাতে তাদের নির্বাক দর্শকের ভূমিকা ছাড়া আর কিছু নেই, কেউ তাদের স্বার্থ দেখে না।

স্বর্ণের সরকারী দর বৃদ্ধির ফলে এর মূল্যও বৃদ্ধি পেল। এতে লাভ হবে দক্ষিণ আফরিকা আর সোভিয়েট রাশিয়ার। কিন্তু ইউরোপীয় ও জাপানী কারেনসির আনুপাতিক মূল্য ধরলে বলা যায় সোনার দর হ্রাসই পেয়েছে। ডলার আর এখন সোনা নয়। —পি টি আই

বাংলাদেশ সম্পর্কে সিংহলের নীতি কী হবে

কলমবো, ১৯ ডিসেমবর—স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ হল সিংহলের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম। শ্রীমতী বন্দরনায়েক সরকারের পাকিস্তান-নীতি মূলত পশ্চিম পাক-শাসকবর্গের প্রতি সহানুভূতিশীল। কিন্তু পাকিস্তানের গরিষ্ঠ অংশ এখন নতুন রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। ফলে পাকিস্তানের বর্তমান অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে—এই রকম যে, অখণ্ড পাকিস্তানের এক সংখ্যালঘু জনগণের জন্য সামরিক শাসন ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এখানকার সামরিক পর্যবেক্ষকদের ধারণা, নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশ বাস্তব সত্য। দীর্ঘদিন এই সত্যকে অস্বীকার করে চলা সম্ভব নয়। —পি টি আই

বাংলাদেশের বিভিন্ন জেল থেকে দেড় হাজার রাজবন্দীর মুক্তি

স্টাফ রিপোরটার

পাক সেনাদের আত্মসমর্পণের পর থেকে এ পর্যন্ত যশোর, ঢাকা, কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গা জেল থেকে প্রায় দেড় হাজার রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্ত করা হয়েছে।

রবিবার ইউ এন আইর দেওয়া এই খবরে বলা হয়েছে যে, ওই বন্দীদের মধ্যে অনেকে সমাজসেবী ও বুদ্ধিজীবী। মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সামরিক বাহিনী এখন লুকিয়ে থাকা খানসেনাদের খুঁজে বার করার জন্য তল্লাসি শুরু করেছেন।

অপহৃত সাংবাদিকদ্বয়ের খোঁজ চলছে

ঢাকা থেকে ইউ এন আইয়ের খবর, ভারতীয় সাংবাদিক শ্রীদীপক ব্যানারজি ও তাঁর ফটোগ্রাফার বন্ধু সুরজিৎ ঘোষালের এখনও কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। গত এপরিল মাসে আগরতলা-বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে পাক সৈন্যরা তাঁদের অপহরণ করে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর অফিসাররা এখনও ওঁদের খুঁজছেন।

দিল্লির বুদ্ধিজীবীরা বাংলাদেশকে স্বাগত জানালেন

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেমবর—দিল্লির শতাধিক লেখক, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী ও অধ্যাপকদের এক সমাবেশে নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বাগত ও অভিনন্দন জানানো হয়।

এই সভা মুজিবের মুক্তির দাবি জানান। তাঁরা আরও বলেন যে, পাক জনগণের সঙ্গে ভারতের কোন বিবাদ নেই। দুই দেশের মৈত্রী ও সহযোগিতা প্রয়োজন। তাঁরা শ্রীমতী গান্ধীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিও ধন্যবাদ জানানো হয়।

সভা সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রশংসা এবং চীনা মনোভাবের সমালোচনা করেন। —পি টি আই

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে আভ্যন্তরীণ নৌ চলাচল ব্যবস্থা হবে

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেমবর—ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে আভ্যন্তরীণ নৌচলাচল ব্যবস্থা চালু করার জন্য বাংলাদেশ সরকার যে প্রস্তাব দিয়েছেন ভারত সরকার অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে তা বিবেচনা করে দেখছেন। এই উদ্দেশ্যে উভয় সরকারের প্রতিনিধিদের নিয়ে যুক্তভাবে সমীক্ষা চালানোর বিষয়টিও বিবেচনা করে দেখা হচ্ছে। জনৈক সরকারী মুখপাত্র আজ এখানে এই কথা জানান।

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত সংঘর্ষের পর থেকে দুই দেশের মধ্যে জলপথে যাতায়াত ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যায়।

আপনাদের চোখে

বিভিন্ন ব্যাপারে এই পত্রিকার মতামত প্রকাশিত হয় সম্পাদকীয় নিবন্ধে। পাঠকদের নিজস্ব মতামত প্রকাশিত হবে এই বিভাগে।

ট্যাকসি সম্পর্কে সোজা কথা

কলকাতায় ট্যাকসির ব্যাপারে সম্প্রতি আর একটি অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটে। সকালবেলাতেই কোনো ট্যাকসিচালক কোনো যাত্রীকে তাঁর গন্তব্য-স্থানে নিয়ে যেতে রাজী হননি। সেই কারণে কিছু যুবক পথরোধ করেন, ট্যাকসি বয়কট আন্দোলনের চেষ্টা করেন। যুবকদের মধ্যে কেউ কেউ নাকি বলপ্রয়োগ করেছিলেন—এই অভিযোগে ট্যাকসি চালকরা বাকি দিনটা ধর্মঘট করে বসেন। পরদিন থেকে আবার ট্যাকসি চলে — আগের দিনের ঘটনায় কার কী লাভ বা ক্ষতি হলো, কোন্ সমস্যার সুরাহা হলো, তা কেউ জানে না।

যুবকরা বাড়াবাড়ি বা বলপ্রয়োগ করেছেন কিনা আমরা জানি না, করে থাকলে তা সমর্থনযোগ্য নয়, কিন্তু এখনকার উত্তেজনার দিনে সেটা খুব অস্বাভাবিকও নয়। কিন্তু যে কারণে তাঁরা আন্দোলনে নেমেছিলেন, সেটা অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত। একটা কথা তো দিবালোকের মতন স্পষ্ট, ট্যাকসি চালকরা নিজেদের খেয়াল-খুশী ছাড়া যাত্রী নেয় না। এ রকম আর কতদিন চলবে? খবরের কাগজে এ ব্যাপারে কত লেখালেখি হলো, কত সম্পাদকীয়, কত চিঠিপত্র—কিন্তু ট্যাকসিচালকরা বেপরোয়া। ট্যাকসি অ্যাসোসিয়েশন এ সম্পর্কে তাঁদের কোনো বক্তব্য জানাননি! পুলিশ কর্তৃপক্ষ অভিযোগ জানাবার জন্য ব্যবস্থা করলেন, তাতে বিন্দুমাত্র কাজ হলো না—ট্যাকসি চালকরা মুখের ওপর ধমকে ওঠেন, যান, পুলিশকে জানান, যা ইচ্ছে করুন।

ট্যাকসি চালকরা পুলিশকেও অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা পেলেন কোথা থেকে? তাঁদের এ রকম ব্যবহারের যুক্তি কি? যাত্রীদের সঙ্গে তাঁদের শত্রু সম্পর্ক কেন? দু'একটা দুর্ঘটনা হয়, দু'এক জায়গায় যাত্রীরা দুর্ব্যবহার করতে পারে—তাহলেই কি সমস্ত যাত্রী ও ট্যাকসিচালকে অহি-নকুল সম্পর্ক হয়ে যাবে?

ট্যাকসি চালানো জনস্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত একটি ব্যবসা। অন্য ব্যবসার মতন এ ব্যবসাতেও কতকগুলো নিয়ম মানতে হবে নিশ্চয়ই। নইলে কলকাতার রাস্তা থেকে সমস্ত ট্যাকসি উঠে যাক্। অল্প দূরত্বে যেতে হলে ক্ষতি হয়—চালকদের এই অভিযোগ অনুসারে প্রথম কিলো মিটারের ভাড়া বাড়ানো হলো অনেক। এখনও অল্প দূরত্বে যাত্রী নিয়ে যেতে তাঁদের আপত্তি, অনেক সময় যাত্রীকে গালাগালি খেতে হয়। হাওড়ায় জ্যাম হয় কিংবা টালিগঞ্জ গেলে 'এমটি' ফিরতে হয় এই যুক্তি দেখিয়ে যেতে অস্বীকার করা এক ধরনের আবদার ছাড়া কিছুই না। দোকান খুললেই দিবারাত্র সব সময় সেখানে খরিদ্দার আসবে—এমন গ্যারানটি কেউ দেয়? কোনো ট্যাকসি সচল অবস্থায় যখন রাস্তায় থাকবে—তখন যে-কোনো যাত্রীকে গন্তব্য স্থলে নিয়ে যেতে তার চালক আইনত বাধ্য। প্রতিদিন এই আইন অসংখ্যবার ভাঙা হচ্ছে। এই আইন মানার অসুবিধা থাকলে ট্যাকসি গ্যারাজে ঢুকে রাখার তো কোনো বাধা নেই? আইন ভঙ্গ করে ব্যবসা করার এই রীতি কতদিন চলতে পারে? ট্যাকসি চালকদের পোষাকের ব্যাপারেও একটা আইন আছে, পুলিশ কর্তৃপক্ষ কি সেটা মনে করিয়ে দেবেন?

অনেক ট্যাকসি চালক বা মালিক অনুযোগ করেছেন যে, সমস্ত নিয়ম-কানুন মেনে ট্যাকসি চালালে তাঁদের নাকি ক্ষতি হয়। বাস্তববুদ্ধিতে কথাটা বিশ্বাস করা যায় না। তবুও, সত্যিই ক্ষতি হয় কিনা—এ সম্পর্কে অনুসন্ধান কমিটি বসিয়ে ব্যাপারটার ফয়সালা করে ফেলার কি এখনো সময় হয়নি?
—অনিরুদ্ধ দাশগুপ্ত, কলকাতা-৯।

ফরম অনটন

গত ৩রা ও ৪ঠা নবেম্বর পর পর দু-দিন গার্ডেন রীচস্থ পোস্ট অফিস (কলকাতা—৪৩) থেকে মনিঅর্ডার ফরম চেয়ে পাইনি। দু-দিনই তাঁরা বলেন, ফরম নেই। অথচ দেখি, বাইরের কতকগুলি লোক যাঁরা মনিঅর্ডার ফরম লিখে অর্থোপার্জন করেন তাঁদের কাছে ২০০/৩০০ করে ফরমের ছড়াছড়ি। পরে আরও লক্ষ্য করি, বাইরের ঐ অর্থোপার্জনকারী লোকগুলি সুযোগ পেয়ে কিছু কিছু বোকা লোকের কাছে বেশি মূল্যে ফরম বিক্রী করছে। এই ব্যাপার লক্ষ্য করে সঙ্গে সঙ্গে আমি এবং আরও কয়েকজন লোক পোস্ট মাস্টারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। কিন্তু পোস্ট মাস্টার মহাশয় আমাদের কথার জবাবে বলেন যে, বাইরের লোক কী করছে না-করছে তা দেখা তাঁর কাজ নয়। সাধারণ মানুষ যাঁরা ফরমের জন্য অধীর হয়ে থাকেন তাঁরা ফরম পান না; অথচ কতকগুলি লোকের হাতে ২০০/৩০০ করে মনি অর্ডার ফরম ছেড়ে দেওয়া হয় কেন পোস্ট মাস্টার মহাশয় কী তার সঠিক জবাব দিতে পারবেন?
—জয়ন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা।

দিনের গরমিল

পশ্চিমবঙ্গ ভিন্ন মতাবলম্বী জ্যোতিষীরা প্রধানত দু' ভাগে বিভক্ত দেখা যায়। কেউ কেউ গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার গবেষণা করেন, আবার কেউ কেউ বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার গবেষণায় রত। দু' দলের সিদ্ধান্তে অনেক বিষয়ে পার্থক্য হয়ে থাকে, এমনকি, মাসের দিন সংখ্যারও তফাৎ হয়। ১৩৭৮ সালের দুটি পঞ্জিকায়—আট মাসের দিন সংখ্যার কোনও পার্থক্য নেই, কেবলমাত্র চার মাসের দিন সংখ্যার তফাৎ আছে। যথা—আষাঢ়, শ্রাবণ, আশ্বিন ও অগ্রহায়ণ—গুপ্তপ্রেস মতে আষাঢ় মাস ৩২ দিন এবং আশ্বিন মাস ৩১ দিন। কিন্তু বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে আষাঢ় মাস ৩১ দিন এবং আশ্বিন মাস ৩০ দিন। আবার বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে—শ্রাবণ মাস ৩২ দিন এবং অগ্রহায়ণ মাস ৩০ দিন, আর গুপ্তপ্রেস মতে শ্রাবণ মাস ৩১ দিন, এবং অগ্রহায়ণ মাস ২৯ দিন। অতএব মোট দিন সংখ্যা সমান এবং ১৩৭৮ সালের প্রারম্ভ ও শেষ দুই পঞ্জিকারই—যথাক্রমে ইং ১৫ই এপ্রিল ১৯৭১ ও ১৫ই মার্চ ১৯৭২।

যদি জ্যোতিষী মহাশয়গণের মতে, মাসের দিন সংখ্যা গ্রহ নক্ষত্রের গতি-বিধির উপর নির্ভরশীল হয়, তাহলে দু' মতের পার্থক্যের কারণ কী? গণনায় একদলের সামান্য ভুল নিশ্চয় হয়। এ সম্বন্ধে তাঁরা নিজেদের মধ্যে মীমাংসা করলেই তো ভালই হয়। অন্যথায় বৎসরের দিন সংখ্যা এবং প্রারম্ভ ও শেষ যখন একই দিনে দুই পঞ্জিকা শেষ করেছেন, তখন মধ্যে চার মাসের ১ দিন বেশী ও ১ দিন কমে কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি হয় কি? শহরের অপর দু'টী দৈনিক পত্রিকা গুপ্তপ্রেস মতাবলম্বী এবং সাধারণত দেয়ালপঞ্জীগুলিও গুপ্তপ্রেস মতাবলম্বী। আপনাদের দৈনিক পত্রিকা কিন্তু বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতাবলম্বী আর হিন্দুস্থান স্ট্যানডার্ড কাগজে বাংলা তারিখ থাকে না—যদিও থাকলে ভাল হয়।

দৈনিক পত্রিকার তারিখ, কাম কারবার, অফিস ও কাছারীর সহায়ক। সেখানে দৈনিক পত্রিকার মধ্যে তারিখের পার্থক্য থাকলে অসুবিধার সৃষ্টি হয়—অতএব সকলের সঙ্গে একমত হয়ে আপনাদের দৈনিক পত্রিকা দুটিতে বাংলা তারিখের সমাধান করতে বিশেষ বিবেচনার প্রার্থনা করি।—জিতেন্দ্রনাথ সেন, কলকাতা—৩।

যুদ্ধের ক'দিনে ৫০ হাজার নিরীহ বাঙালী খুন

পাক ফৌজের প্রতিশোধ

ঢাকা/বরুণ সেনগুপ্ত

১৯ ডিসেম্বর—ভারত-পাক যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশ সম্পূর্ণ দখলদার বাহিনী মুক্ত হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ ৪ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তানীরা গোটা বাংলাদেশে অন্তত পঞ্চাশ হাজার নিরীহ বাঙালী খুন করেছে। পাক দখলদার বাহিনী ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং মুক্তিসেনাদের হাতে যত বেশি মার খেয়েছে ততই তারা "প্রতিশোধ" নিয়েছে নিরীহ বাঙালীকে মেরে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতারা এবং মুক্তি সেনারা অবশ্য মনে করেন এই সময়ে অর্থাৎ ওই ১২ দিনে পাক সেনারা প্রায় এক লক্ষ নিরীহ বাঙালীকে খুন করেছে। সঠিক হিসাব নেওয়া কঠিন। কিন্তু মুক্ত বাংলার বহু শহরে এবং গ্রামে গত পনেরো দিনে আমি ঘুরেছি তাতে আমার অনুমান ওই ক'দিনে অন্তত পঞ্চাশ হাজার বাঙালীকে পাক দখলদাররা খুন করেছে।

পলায়নপর পাক সৈন্যরাই সবচেয়ে বেশি খুন করেছে। তারা যে সব পথ ধরে পালিয়েছে তার প্রায় প্রত্যেকটি অঞ্চলেই পালাবার সময় সামনে যাকে পেয়েছে খুন করে গিয়েছে। আমি খুলনার কালিগঞ্জে এ জিনিস দেখেছি। দেখেছি যশোরের ঝিকরগাছায়। যশোর শহরেও এক দৃশ্য। ঝিনাইদহ-মাগুরা অঞ্চলেরও সেই কাহিনী। হালুয়াঘাট থেকে ময়মনসিংহ টাঙ্গাইল হয়ে ঢাকা পৌঁছতে গিয়েও হাজার হাজার মানুষের হত্যাকাণ্ডের ভয়াবহ বিবরণ শুনেছি।

ঝিকরগাছার ওয়াবদার মাঠের ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের বিবরণ আপনারা ইতিমধ্যেই শুনেছেন। ময়মনসিংহে আরো ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড ওরা চালিয়ে গিয়েছে। আমরা যখন ব্রহ্মপুত্রের খেয়া পার হচ্ছি, তখন দেখলাম নদীর পারে বালুর মধ্যে বহু লোক মৃতদেহ খুঁজে খুঁজে দেখছেন। দেখছেন, আত্মীয়স্বজনের মৃতদেহ খুঁজে পান কিনা। অনেকেই আমাদের অনুরোধ জানালেন, যেন আমরা ওপাড়ে নেমে পাইকারী হত্যাকুণ্ডগুলি দেখে যাই।

ধরে নিয়ে আসত ওরা নদীর পাড়ে শিশু বৃদ্ধ যুবক সবাইকে। তারপর হত্যা করত। সেনা ও রাজাকর বাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে এই হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করেছে ময়মনসিংহ বড় মসজিদের ইমাম। সেই ইমাম অবশ্য ময়মনসিং মুক্ত হওয়ার পরই পলাতক। দেখলাম বড় মসজিদ বন্ধ। তার পাশে বিরাট মন্দির। অক্ষত। কিন্তু শূন্য ও অবহেলিত। বহুদিন কোনও সংস্কার হয়নি।

আমরা নদীর তীরে সেই হত্যাকুণ্ডে যেতে পারলাম না। সময়ও ছিল না, কারণ তখন আমরা ঢাকার দিকে ছুটছি। আর প্রবৃত্তিও ছিল না। হত্যাকুণ্ডের ভয়াবহ দৃশ্য দেখা সহজ নয়। ময়মনসিংহে রাজবাড়ির সামনে যেতেই দেখলাম, একদল উত্তেজিত মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁরা বলকোম বড় ইমামকে খুঁজছেন।

রাজবাড়ি এখন মহিলা টিচারস ট্রেনিং সেন্টার। পাশেই একটা ছোট্ট নূতন বাড়িতে ইউ এস আই এস। ময়মনসিংহের ক্ষুব্ধ মানুষ ঢিল মেরে ওই মারকিন তথ্য কেন্দ্রের সব কাঁচগুলি ভেঙে দিয়েছে।

ময়মনসিংহ ছাড়িয়ে মুক্তাগাছারও একই কাহিনী শুনলাম। পালাবার সময় পাক বাহিনী এবং রাজাকররা বহু লোককে খুন করে গিয়েছে। একই ঘটনা টাঙ্গাইলেও। টাঙ্গাইলের বিমানবন্দরের আশপাশে বিকৃত মৃতদেহের দুর্গন্ধ।

ওই ক'দিনে সবচেয়ে ভয়াবহ এবং ব্যাপক হত্যাকাণ্ড পাক দখলদাররা অবশ্য চালিয়ে গিয়েছে ঢাকা শহরে এবং তার চতুর্দিকে। মীরপুরে, মহম্মদপুরে প্রভৃতি অঞ্চলে যে কত শত নিরীহ বাঙালীকে ধরে নিয়ে গিয়ে খুন করা হয়েছে তার হিসাব নেই। বুড়িগঙ্গার তীরে তীরে এখনও বহু মৃতদেহ ছড়িয়ে। নদীর তীরে যে বাঙ্কারগুলি ওরা করেছিল তার প্রায় প্রত্যেকটির মধ্যেই বোঝাই মৃতদেহ।

ধানমণ্ডি, অর্থাৎ যাকে 'ঢাকার বালিগঞ্জ' বলা চলে সেখানেও বহু বাঙালীকে খুন করেছে পাক দখলদাররা। দলবেঁধে বেঁধে রাজাকররা পাক পুলিশ বাহিনীর লোকেরা, অস্ত্র সজ্জিত অবাঙালীরা যুদ্ধের ক'দিন ঢাকার সর্বত্র নিরীহ বাঙালীদের ধরেছে আর খুন করেছে। ঢাকা শহরে এবং তার চতুর্দিকে ওই বার দিনে ওরা যে কত হাজার লোককে খুন করেছে এখনও ঢাকায় কেউ তার হিসাব দিতে পারছেন না।

এই হত্যাকাণ্ডের মধ্যে যেমন বাছাই পর্ব চলেছে, তেমনিই চলেছে নির্বিচার হত্যাকাণ্ডও। দখলদারদের একদল বাছাই করে করে বিশিষ্ট বাঙালীদের খুঁজে বের করে খুন করেছে। আর একদল রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বাঙালী যাকে পেয়েছে তাকেই হত্যা করেছে।

মহিলাদের উপর যে অকথ্য অত্যাচার চলেছে তারও কোনও হিসাব নেই। পাক সেনা, রাজাকর এবং উগ্রপন্থীদের অত্যাচারের কাহিনী শুনলে যে কোনও সুস্থ মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়বে। গ্রাম ও শহর সর্বত্র মহিলাদের উপর অকথ্য অত্যাচার চলেছে।

সবচেয়ে বিচিত্র জিনিস হল যে, সব বাঙালী রাজাকর বলে নাম লিখিয়ে পাক দখলদার বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করতে গিয়েছিল পাক সেনারা শেষ দিকে তাদেরও ছাড়ে নি। প্রত্যেক এলাকায় পালাবার আগে তারা বাঙালী রাজাকরদেরও খুন করে গিয়েছে। যশোরের চাঁচড়ার মোড়ে ও পুলেরহাটে, ময়মনসিং শহরের উপকণ্ঠে, টাঙ্গাইলে, ঢাকার পাক সেনারা অসংখ্য বাঙালী রাজাকরকে মেরে গিয়েছে। মারার আগে বলেছে নাকি, তোমরাও বাঙালী—বাঙালীদের জনাই আজ আমাদের এই অবস্থা। তাই তোমাদেরও শেষ করে দিয়ে যাব—তাতেও কিছু বাঙালী কমবে।

ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের গলফ মাঠে মেজর জেনারেল ফরমান আলি ভারতীয় সেনাপতি লেঃ জেঃ সগৎ সিংয়ের কাছে সদল বলে আত্মসমর্পণ করছেন। বন্দী পাক সৈন্যদের ঘিরে রেখেছেন ভারতীয় জওয়ানরা।
চিত্র : তারাপদ ব্যানার্জি

মুজিবের মুক্তির জন্য ইন্দিরাজীর আবেদন

লনডন, ১৯ ডিসেম্বর—সানডে টাইমস পত্রিকার প্রতিনিধির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন যে শেখ মুজিবর রহমানকে মুক্তি দেওয়ার জন্য মারকিন প্রেসিডেন্ট নিকসন পাককর্তৃপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারেন। এবং তা করা উচিতও। প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন যে, মুজিবের মুক্তির জন্য বিশ্বের বড় বড় শক্তিগুলি উদ্যোগ নেবে। এর জন্যে বিশ্বের সমস্ত দেশের সরকারের কাছে ভারত আবেদন জানিয়েছে।

শ্রীমতী গান্ধী আরও বলেন যে, আমেরিকার উচিত বাংলাদেশের বাস্তব পরিস্থিতি মেনে নেওয়া।

বাংলাদেশ বা পশ্চিম পাকিস্তানের ভূখণ্ডের উপর ভারতের এতটুকু লোভ নেই। ভারতীয় সেনা বাহিনী শীগগীরই বাংলাদেশ থেকে ফিরে আসবে। কিন্তু ঠিক কবে নাগাদ ফিরে আসবে তা এখনই বলা যায় না। কারণ, সমস্ত পরিস্থিতিটাই অত্যন্ত গোলমেলে হয়ে আছে। —এ পি

ফরমান আলিসহ আরও ৩০ হাজার পাক সৈন্যের আত্মসমর্পণ

প্রথম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমের পর

ভাবে অস্ত্রসম্বরণ শেষ হবার পর ফাইল থেকে উনি দ্রুতপায়ে এগিয়ে চললেন যুদ্ধবন্দী শিবিরের দিকে। ছুটে গিয়ে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলাম, একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি জেনারেল, কিছু মনে করবেন না। যুদ্ধ তো শেষ হল। আপনি কি এতে খুশী হয়েছেন? ফরমান আলি বিষণ্ণ মুখে বললেন, কোন সৈনিক কি এই অবস্থায় খুশী হতে পারে?

ফরমান আলি খুশী না হলেও পাক সৈন্যদের অনেক অফিসার কিন্তু আত্মসমর্পণের জন্য খুশি। তাঁরা বুঝতেই পেরেছিলেন, আত্মসমর্পণ না করলে প্রায় এক লক্ষ পাক সৈন্যকে বাংলাদেশের পথে প্রান্তরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত হত। তাঁদের প্রতি ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্যবহারে তাঁরা সকলেই প্রশংসা করলেন। তবে ওরা শংকিত বাংলাদেশের মানুষ হয়ত ও'দের ক্ষমা করবে না। সে আশঙ্কার কথা অনেকেই আমার কাছে নানাভাবে ব্যক্ত করলেন। কিন্তু ভারতীয় বাহিনীর কোর কমানডার মেজর জেনারেল সগৎ সিং ওদের আজ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, 'আপনাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব আমাদের।'

গলফ ক্লাবের মাঠে বিশেষ তৈরি মঞ্চের ওপর কোর কম্যানডার মেজর জেনারেল সগৎ সিং যখন উঠে দাঁড়ালেন, তখন বেলা ১০টা ৪৫ মিনিট। তিনি বললেন, জেনারেল জামসেদ ও অফিসারবৃন্দ আমি জানি প্রত্যেক খেলারই একটা না একটা নীতি থাকে যুদ্ধেরও তেমনি আছে। আছে কিছু অধিকার ও বাধ্যবাধকতা। জেন্টলমেন, গত ১৬ ডিসেম্বর বেলা চারটে তিরিশ মিনিট থেকে আপনারা ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধবন্দী। ১৯৪৯ সালের জেনিভা চুক্তি অনুসারে যা সুযোগ সুবিধা আপনাদের প্রাপ্য আপনাদের সব কিছুই দেওয়া হবে। আমাদের সৈন্যাধ্যক্ষ লেঃ জেনারেল নিয়াজিকে আগেই বলেছেন আত্মসমর্পণকারী পাক সৈন্যদের যা কিছু দেওয়ার অনুমতি আছে সবই তাঁদের দেওয়া হবে। জেনিভা চুক্তির একটি করে কপি আমি আপনাদের ইউনিট কম্যানডারের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমরা আপনাদের সঙ্গে মানুষের প্রতি মানুষের মতই ব্যবহার করব। আপনাদের সকলকে মাসিক বেতন ও ভাতা দেওয়া হবে। প্রত্যেককে আইডেনটিটি কার্ড দেওয়া হবে। আপনারা বিনা খরচে চিকিৎসার সুযোগ পাবেন। এখন থেকে আপনাদের সবাইকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ফৌজদারি ও দেওয়ানি আইন মেনে চলতে হবে। আপনারা বাড়িতে চিঠি লিখতে পারেন, উপহার পাঠাতে পারেন। রেডক্রশের প্রতিনিধিরা আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে পারেন। তবে বাইরের সাক্ষাৎ প্রার্থীর সঙ্গে দেখা করতে হলে অনুমতি নিতে হবে। আমরা দেখব আপনাদের ধর্মীয় আচরণে যেন কোন ব্যাঘাত না হয়। আমরা আপনাদের সঙ্গে এ পর্যন্ত ভদ্রলোকের মত ব্যবহার করে আসছি। করবও। তবে আমরাও সমান ব্যবহার প্রত্যাশা করব। কাউকে অপমান করার ইচ্ছে আমাদের নেই কিন্তু যদি সহযোগিতা না পাই তাহলে আমরা উপযুক্ত ব্যবস্থা নেব। তখন আমাদের দোষ দেবেন না। আপনাদের কম্যানডার হবেন আমাদের ব্রিগেডিয়ার রিয়ার। তিনি ক্যাম্প কমানডারদের নিয়োগ করবেন। আপনারা কেউ কম্যানডারের অনুমতি ছাড়া বাইরে যাবেন না। বাইরে যাবার দরকার হলে বললেন আমরা সঙ্গে প্রহরী দেব।

আপনারা তিনদিন সময় চেয়েছিলেন অস্ত্র সম্বরণের জন্য। আপনারা আজ সমস্ত ব্যক্তিগত ও সরকারী অস্ত্র সব আমাদের কাছে জমা দেবেন। কম্যানডিং অফিসার সারটিফিকেট দেবেন যে তাঁর ইউনিটের সমস্ত অস্ত্র জমা দেওয়া হয়েছে। নয়ত আপনাদের ওপর তল্লাশী চালানো হবে। আমরা এখনই তল্লাশী করতে চাই না।

মেজর জেনারেল সগৎ সিং-এর ভাষণের পর সুরু হল আনুষ্ঠানিক অস্ত্র সমর্পণ। পাক মেজর জেনারেল জামসেদ আমাদের মেজর জেনারেল সগৎ সিংকে স্যালুট করে অ্যাবাউট টার্ণ করলেন। তারপর পাক অফিসারদের উদ্দেশ্যে বললেন, আরাম শার। সবাই স্ট্যানড আট ইজ হল। এরপর হুশিয়ার ও হাতিয়ার বাহার।

প্রায় আধ ঘণ্টার মধ্যে অনুষ্ঠান সারা হল। দুই পক্ষের জেনারেলরা করমর্দন করলেন। অনেক ভারতীয় অফিসার ও পাক অফিসার একসঙ্গে ছবি তুললেন। সাংবাদিকদের এদিন পাক অফিসারদের সঙ্গে কথা বলার কোন বাধা ছিল না।

চীন, সিয়াটো ও সেনটো গোষ্ঠীর দোসর

—প্রাভদা

মসকো, ১৯ ডিসেম্বর—রুশ কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'প্রাভদা'-তে প্রকাশিত এক নিবন্ধে অভিযোগ করা হয়েছে, চীন সিয়াটো ও সেনটো গোষ্ঠীর সাকরেদদের দোসর মেনেছে। ভারতীয় উপমহাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীই পিকিং-এর নেতাদের মুখোশ খুলে দিয়েছে। প্রমাণ হয়েছে, জনগণের স্বাধীনতা দমনকারী আত্মপ্রিয় ক্ষমতাগর্বী শক্তিগুলির সঙ্গে চীন দিব্যি হাত মিলিয়েছে।

নিবন্ধটির লেখক শ্রীভ্লাডিমির ইয়েরমাকভ। তিনি ভারত-পাক সংঘর্ষে মারকিন আচরণেরও তীব্র নিন্দা করেন। —ইউ এন আই

ইন্দোনেশিয়া ঢাকার কনসুলেট অফিস বন্ধ করবে

জাকর্তা, ১৯ ডিসেম্বর—কাল এখানে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়েছে ইন্দোনেশিয়া ঢাকায় কনসুলেট অফিস বন্ধ করে দেবে।

সরকারী মুখপাত্র বলেন ঢাকার কনসুলেট অফিসে দুইজন কর্মচারী অবশিষ্ট আছেন। তাঁদের শীঘ্রই জাকর্তায় ফিরিয়ে আনা হবে।

তিনি বলেন পাক ভারত উপমহাদেশে বৃহৎ শক্তিগুলির সম্ভাব্য হস্তক্ষেপের জন্য উদ্বিগ্ন হয়েই তাঁর সরকার এই ব্যবস্থা করছেন।

শ্রীকারাকার মুক্তিলাভ

বোমবাই, ১৯ ডিসেম্বর— সাপ্তাহিক 'কারেন্ট' পত্রিকার সম্পাদক শ্রী ডি এফ করাকাকে আজ মুক্তি দেওয়া হয়। আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা আইনে শ্রীকারাকাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। —পি টি আই

আজ ইয়াহিয়া ইস্তফা দিচ্ছেন

প্রথম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমের পর

রাস্তায় বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। সবার মুখে এক ধ্বনি 'ইয়াহিয়া, ডাউন, ডাউন'। ইয়াহিয়ার পদত্যাগ চাই। পেশোয়ারে বিক্ষোভ ছাত্ররা ইয়াহিয়ার একটি বাংলো তছনছ করে ও আগুন দেয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও অন্যান্য সংস্থার পক্ষ থেকেই অবিলম্বে ইয়াহিয়ার পদত্যাগ দাবি করা হয়েছে।

মোহভঙ্গ। এবারের যুদ্ধের পর পাকিস্তানের মানুষের অনেক মোহই ভাঙছে। আজ নিউ ইয়রক টাইমস-এর খবরে বলা হয়েছে যে, তাদের প্রথম মোহ ভেঙেছে পাকিস্তানের সমর শক্তি সম্পর্কে। এতদিন ধারণা ছিলঃ পাকিস্তানের সামরিক শক্তি ভারতের সমান। সে ধারণা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে। পিনডি থেকে ম্যালকম ব্রাউনের পাঠানো ওই খবরে আরও বলা হয়েছে, পাকিস্তানীদের ধারণা ছিল চরম মুহূর্তে তাদের ত্রাণকর্তা চীন ও আমেরিকা এগিয়ে আসবে। কিন্তু তা হয়নি।

অনেকের এই ধারণাও ছিল যে, এবারও ১৯৬৫ সালের মত রাশিয়া এগিয়ে আসবে যুদ্ধ থামাতে এবং ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে মধ্যস্থতার ভূমিকা নেবে।

এই প্রথম পাকিস্তানের সংবাদপত্রগুলি ইয়াহিয়ার সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছে।

—পি টি আই, রয়টার, ইউ এন আই এ এফ পি।

টাইমস পত্রিকায় সমালোচনা

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর—আমেরিকার সাপ্তাহিক টাইমস পত্রিকার সর্বশেষ সংখ্যায় বাংলাদেশ সম্পর্কে মারকিন নীতির তীব্র সমালোচনা করে একটি সচিত্র নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। ছয়পৃষ্ঠার নিবন্ধটি প্রধানত ভারত-পাক যুদ্ধ সংক্রান্ত। বিভিন্ন ছবিতে দেখানো হয়েছে যুদ্ধ বিধ্বস্ত পাক-সেনাবাহিনীর শোচনীয় পরাজয়, যশোহরে ভারতীয় জওয়ানদের প্রতি জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন।

মারকিন নীতিকে কসাইখানার নীতি বলে উল্লেখ করা হয়েছে ওই নিবন্ধে।

নিবন্ধে বলা হয়েছে, অবশেষে বাংলাদেশের জন্ম হল। এবং এটা হল এক বাস্তব সত্য। পি টি আই

বাংলাদেশ বিরোধী কোন দেশের সাহায্য নেওয়া হবে না

— তাজুদ্দিন

স্টাফ রিপোর্টার

মুজিবনগর, ১৯ ডিসেম্বর—আজ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শ্রীতাজুদ্দিন আমেদ বলেন, যে সব দেশ তাঁদের আদর্শে বিশ্বাস করে না, তাদের কাছ থেকে তাঁরা কোনরকম সাহায্য নেবেন না। তাঁদের আদর্শ হল—গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র এবং জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি। এই প্রসঙ্গে তিনি মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের নাম উল্লেখ করে বলেন—"আমেরিকা আমাদের সঙ্গে প্রকাশ্যে শত্রুতা করেছে। এই দেশের কাছ থেকে কোন সাহায্য নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। সপ্তম নৌ-বহর সম্পর্কে তিনি জিজ্ঞাসা করেন—আমেরিকা মাছ ধরার জন্য জিজ্ঞাসা দেশের দরিয়ায় এই নৌ-বহর রেখেছে কি?"

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীআমেদ বলেন, বর্তমান জগতে প্রত্যেক দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক মৈত্রী জোট গড়ে ওঠা উচিত। পাকিস্তানী জঙ্গী শাসনে বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে গড়ে তোলার জন্য অন্য দেশের অর্থনৈতিক সহযোগিতা দরকার। তবে যে আদর্শের ভিত্তিতে তাঁরা দেশ গড়ে তুলতে চান, তাতে সায় আছে এমন দেশের কাছ থেকেই তাঁরা সাহায্য নেবেন। নিকটতম প্রতিবেশী ভারতের উল্লেখ করে তিনি বলেন—আমরা সর্বদিক থেকে ভারতের সঙ্গে সহযোগিতামূলক কাজ করে যাব।

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে যাতায়াত ব্যবস্থা কী ধরনের হবে, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন—"দুই দেশের সহযোগিতায় উভয় দেশের মানুষের মঙ্গল হবে এবং রাষ্ট্রের পক্ষে অসুবিধাজনক হবে না, এমনই ব্যবস্থা চালু করা হবে। এবং তা হবে খুব সহজ। আগে আমরা প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে যেতে পারতাম না। আইনানুগ উপায়ে যাওয়ার কোন ব্যবস্থা ছিল না। এটা অমানবিক, অবাস্তব। কেউ তার আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারবে না, এই ব্যবস্থা অলৌকিক, অন্যায়। দুই দেশের মানুষেরই এপার ওপারে আত্মীয় আছে।"

শরণার্থীদের ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য পরিকল্পনা

ভারতে বাংলাদেশের শরণার্থী সম্পর্কে তিনি বলেন, সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে শরণার্থী ফিরে আসা শুরু হয়েছে। দূরের জেলাগুলিতে এখনও আরম্ভ হয়নি। শরণার্থীদের ফিরিয়ে আনার জন্য তাঁরা পরিকল্পনা নিয়েছেন। সেই পরিকল্পনা অনুসারে তাঁদের সবাইকে নিয়ে আসতে কিছুটা সময় লাগবে। শরণার্থীদের নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থাও করতে হবে।

বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করার চেষ্টা

বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানের মুক্তি সম্পর্কে তিনি বলেন, বাংলাদেশের শুভানুধ্যায়ী দেশগুলি এজন্য চেষ্টা চালাচ্ছেন। এজন্য আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। অন্যান্য পন্থাও অবলম্বন করা হচ্ছে। বাংলাদেশে ধৃত হাজার হাজার পাকিস্তানী সৈন্যের বিনিময়ে শেখ সাহেবের মুক্তি সম্ভব কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ওরা মানুষের কোন মূল্য দেয় না। অতএব ভরসা করা যায় না। তবে পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাটু ভেঙে গিয়েছে। সেখানকার জনতার চাপে বঙ্গবন্ধু ও সেখানে বসবাসকারী চার লক্ষ বাঙালীকে ফিরে পাব আশা করি।

মুখ্যমন্ত্রী গনৎকার

জয়পুর, ১৯ ডিসেম্বর—জওয়ানদের কল্যাণের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবরকতউল্লা খাঁ আজ গণৎকার সাজেন। মেলায় একটি স্টলে বসে তিনি হাত দেখে ৩০০ টাকা রোজগার করেন।—ইউ এন আই

ঢিলেঢালা যুক্তরাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তান টিঁকতে পারে—ভুট্টো

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর—পাকিস্তানের ভাবী সহকারী প্রধানমন্ত্রী শ্রী জেড এ ভুট্টো গতকাল রাত্রে ওয়াশিংটনে বলেছেন যে, তাঁর দেশ যে বিরাট সমস্যার সম্মুখীন তার সমাধান হল প্রদেশগুলিকে নিয়ে একটি ঢিলেঢালা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে তোলা। পাকিস্তান পূর্ব বাংলা চিরতরে হারিয়েছে—একথা মানতে ভুট্টো নারাজ। খবরটি দিয়েছে পাক রেডিও। ওয়াশিংটন থেকে খবরঃ নিকসনের প্রেস সেক্রেটারি জীগলার বলেছেন যে, আমেরিকা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিচ্ছে না। পিনডি থেকে খবরঃ ইউনাইটেড কোয়ালিশন পারটির নেতা নুরুল আমিন (৭৭) বলেছেন যে, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে এখন তিনি অনিচ্ছুক।

শ্রীভুট্টো ওয়াশিংটনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে প্রচণ্ড পিটুনি খেয়েছে। কিন্তু তিনি বলেন যে, আসলে জয় হয়েছে ভারতীয় জওয়ানদের নয়, সোভিয়েত অস্ত্রের। রাশিয়া তার পূর্ণ শক্তি নিয়ে ভারতকে সমর্থন জানিয়েছে।

এক পাকিস্তানের খোয়াব। ভুট্টো বলেন যে, পাকিস্তান পূর্ব বাংলা চিরতরে হারিয়েছে একথা তিনি মেনে নিতে পারেন না। এক পাকিস্তান এখনও সম্ভব। তিনি দেশে ফিরে তাঁর নিজের দলের এবং অন্যান্য দলের নেতাদের সঙ্গে এই ভিত্তিতেই কথা বলবেন।

প্রশ্ন ॥ আপনি কি শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে কথা বলবেন?

সরাসরি উত্তর এড়িয়ে শ্রীভুট্টো বলেন যে পাকিস্তান এক থাকবে এই মৌল ভিত্তিতে তিনি আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় প্রস্তুত আছেন।

শ্রীভুট্টো স্বীকার করেন যে, পূর্ব বাংলা পরিস্থিতি মোকাবিলায় পাকিস্তান বহু ভুল করেছে। তাছাড়া পাক জনগণ বহুদিন উপেক্ষিত। জঙ্গী শাসনের বদলে অসামরিক প্রশাসন বসিয়ে রাজনৈতিক শূন্যতা পূর্ণ করতে হবে। পাকিস্তানে ফিরে তিনি অন্তত একমাস বিভিন্ন দল ও ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলবেন। তারপর পরবর্তী কর্মসূচী ঠিক করবেন।

শ্রীভুট্টো বলেন যে, তিনি 'ইয়াংকি-বিদ্বেষী' নন। তিনি পাক-মারকিন সম্পর্কে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে চান। এছাড়া তিনি চীনের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করতে চান। এটা হল ভূগোল এবং সাধারণ স্বার্থের দাবি।

নিকসন ও জীগলার। ভুট্টো গতকাল নিকসনের সঙ্গে পঁচিশ মিনিট এবং তার আগে পররাষ্ট্র সচিব উইলিয়াম রজারস-এর সঙ্গে পঁয়তাল্লিশ মিনিট বার্তালাপ করেন।

নিকসন নাকি ভুট্টোকে বলেছেন যে, দক্ষিণ এশিয়ায় সুস্থিতি, শান্তি ও প্রগতির জন্য আমেরিকা সহযোগিতা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ওই অঞ্চলে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য ওই অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির এবং প্রধান শক্তিগুলির মধ্যে সহযোগিতা দরকার।

জীগলার সাংবাদিকদের আরও জানান যে, বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের কোন পরিকল্পনা আমেরিকার নেই। নিকসন রুশ-মারকিন শীর্ষ সম্মেলন বাতিল করছেন না। মুজিবকে মুক্তি দেওয়ার জন্য নিকসন ভুট্টোকে কিছু বলেছেন কিনা সেকথা বলতে জীগলার অস্বীকার করেন। করা হয়নি।

—ইউ পি আই, পি টি আই ও ইউ এন আই

নাম্বার টেন
ভারতের প্রথম বিশ্ব স্বর্ণ পদক বিজয়ী
ফিল্টারহীন সিগারেটগুলির মধ্যে
এর পরেও কি কিছু বলতে হবে?
বিশ্বের রায়—আপনার রায়
মিঠে আমেজ পূর্ণ নাম্বার টেন
৬০ পঃ ১০টি
টা ১.২০ ২০টি
জেমস কার্লটনের অন্যতম বিজয়ী সিগারেট

খেয়ে দেখুন কী সুন্দর কফির স্বাদ!

খাওয়া মাত্র চনমনে চাঙ্গা, কফির মজাই তো সেইখানে। রিকরি খান। দেখবেন হুবহু সেই আমেজ। টিনের কৌটোয় থাকে বলে এতে কফির স্বাদগন্ধ পুরোমাত্রায় বজায় থাকে। আর একেবারে নিখুঁতভাবে মেশান করা যাতে আপনার মর্জিমতন কখনও হালকা কখনও কড়া করে বানিয়ে নিতে পারেন। রিকরির অপূর্ব স্বাদ আজই উপভোগ করুন। রিকরি যে এত ভালো তার কারণ এটি তৈরি করেছেন নেসক্যাফে প্রস্তুতকারীরা— ইনস্ট্যান্ট কফি তৈরিতে দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশি যাঁদের হাতযশ।

নেসক্যাফে
যাদের তৈরী তাদেরই

কোম্পানী অনুমোদিত খুচরা দাম ২.৯৮ টাকা কর সমেত

দামেও সুবিধে রিকরি ইনস্ট্যান্ট

কফি আর চিকরির নিখুঁত ব্লেন্ড
নেসলে-র তৈরী

অন্যান্য চিত্রগৃহে

জয়া — ১, ৪, ৭ — আরাধনা

রূপম — ফোন: ৩৪-৪০৯৭ — ১২, ৩, ৬টা — অনজানা

বিনোদিনী — বাগবাজার — ১, ৪, ৭ — কুহেলী

যোগমায়া — হাওড়া ৬৭-২১২৭ — ১, ৪, ৭ — পূরব ঔর পশ্চিম

নবীনা — প্রত্যহ: ১২, ৩া, ৬া — ধরতি কহে পুকার কে

অতীন্দ্র — খারাকপুর—৩৪৫ — ১, ৪, ৭ — প্রেম পূজারী

অশোকা — বেহালা — ১২া, ৩া, ৬ — ছদ্মবেশী (৩য় সপ্তাহ)

অলকা — ফোন ৬৭-১০১০ — ১া, ৪া, ৭া — ছোটী বহু (রঙীন)

নারায়ণী — তার্পানরা ৫৬-৩৩৩৬ — ১, ৪, ৭ — তেরে মেরে স্বপনে

অনন্যা — বরাহনগর, বি টি রোড ৫৬-২০৫৪ — প্রত্যহ ১২, ৩, ৬টা — ছদ্মবেশী (৩য় সপ্তাহ)

পার্বতী — হাওড়া ৬৭-২৪১৯ — ১২, ২া, ৫ — ছদ্মবেশী (৪র্থ সপ্তাহ)

সুরশ্রী — ১২, ৩, ৬ — ৩৫-৩৪৩৬ — নয়া দৌড়

শ্যামাশ্রী — হাওড়া ৬৭-৩১৫০ — ১২, ২৮, ৫া — KELLY'S HEROES — রঙীন

২৭তম সপ্তাহ চলছে — স্বাতী মেরে সাথী — প্রিয়া — প্রত্যহ ১২া, ২৮, ৬টা — শ্রীদুর্গা — বনফুল ও রিজেন্ট (পাটনা) রজত-জয়ন্তী

লোটাস — ১া, ৫, ৮া — এক ফুল দো মালী — (ইস্টম্যান কলার) — * সাধনা - সঞ্জয় - বলরাজ

পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে চলছে! রাজকাপুরের বাংলা ছবি — একদিন রাত্রে — সংগীত: সলিল চৌধুরী — শ্রী (১২, ৩, ৬) ইন্দিরা (১২, ৩, ৫৮) — আর এক সপ্তাহের জন্য

দিলীপ - সায়রার শ্রেষ্ঠ ছবি — গোপী — রঙীন — লাইটহাউস সিনেমায় — (প্রত্যহ ২, ৫া, ৮৮টায়)

স্মরণীয় ৩টি রঙীন ছবি! রূপবাণীতে (১২, ২৮, ৩া) — আনন্দ — রাজেশ খান্না — জেম সিনেমায় ২, ৫া, ৮৮ — ফুল ঔর পাথর — ধর্মেন্দ্র — মীনাকুমারী — কালিকায় (২া, ৫া, ৮া) — দো রাস্তে — * রাজেশ - মমতাজ - বলরাজ

আজ ৬টায় মুক্ত অঙ্গনে ও শনিবার (ছুটি) ৬টায় অ্যাকাডেমি মঞ্চে — অপরাজিতা — তৃপ্তি মিত্রের একক অভিনয়ের একটি সম্পূর্ণ নতুন অনুষ্ঠান। পরিকল্পনা নির্দেশনা তৃপ্তি মিত্র। — * হলে টিকিট * — আগামী রবিবার ৬টায় বহুরূপীর নতুন নাটক — চোপ, আদালত চলছে — অ্যাকাডেমি মঞ্চে ॥ হলে টিকিট ১—৭টা

বিশ্বরূপায় ২৬শে ডিসেম্বর ৬টায় লোকনাট্য নিবেদিত — 'জয় বাংলা' — রচনা, পরিচালনা—উৎপল দত্ত — হলে টিকিট: ৩৩-২৫১৭

আবার অনুভব-এর — শনিবারের বিকেল — ২২শে মুক্ত-অঙ্গনে সন্ধে ৭টায় — নির্দেশনা: দীপেন্দ্র সেনগুপ্ত/হলে টিকিট

রবীন্দ্র সদনে — পিপলস্ লিটল থিয়েটারের — ২১শে ও ২৩শে ডিসেম্বর টিনের তলোয়ার — ২২শে ডিসেম্বর ঠিকানা — রচনা, পরিচালনা ও অভিনয়ে উৎপল দত্ত — পরিবর্তিত সময়—সন্ধ্যা ৬টা

তরুণ অপেরা ৫৫-৭১২১ — উত্তরবঙ্গ ও আসাম সফরসূচী — ২৩/২৪ ডিসেম্বর চাঁচল — ২৫ ডিসেম্বর জলপাইগুড়ি — ২৬ ডিসেম্বর গয়েরকাটা — ২৭ ডিসেম্বর কোচবিহার — ২৮/২৯ ডিসেম্বর বিজনী — ৩০/৩১/১লা জানুয়ারী বঙ্গাইগাঁ — ২রা, ৩রা জানুয়ারী বিলাসীপাড়া

১০-ম সপ্তাহ — উত্তম - সুপ্রিয়া অভিনীত — জীবন জিজ্ঞাসা (A) — উত্তরা — পূরবী — উজ্জলা — প্রত্যহ—১২, ৩-১৫ ও ৬-৩০ — * 'পূরবী'-তে শেষ সপ্তাহ *

৫ম সপ্তাহ! — বঙ্কিম বিবরাধাকাননে উৎকৃষ্ট চিত্র — ধর্মেন্দ্র·তনুজা·সমিত·সুমিতা·উৎপল দত্ত — শুভ্রা — ইস্টম্যানকলার — পরিচালনা হৃষীকেশ মুখার্জী সংগীত বসন্ত দেশাই — হিন্দ: মেনকা: দর্পণা — ১, ৩া ৬ — ১২া, ৩, ৫া — ১, ৩া, ৬ — জয়শ্রী (বরানগর) - ইন্দুবন্দু (নগ্নী) — চলচ্চিত্রম (কোন্নগর) - প্রামাণিক (রাণাঘাট) — ভারতী (চাকদা) - শংকর (হাবড়া)

অপ্রতিদ্বন্দ্বী ৪র্থ সপ্তাহ! — উত্তমকুমারের অনবদ্য সৃষ্টি — ছদ্মবেশী — পরিচালনা: অগ্রদূত·সঙ্গীত: সুধীন দাশগুপ্ত — ॥ আজ থেকে রাধা-য় ২া, ৫া, ৮া ॥ — বুধবার থেকে পূর্ণ-র প্রত্যহ ২া, ৫া, ৮াটা — রাধা: পূর্ণ: প্রাচী — (২া, ৫া, ৮া) (১২, ২৮, ৫৮) (১২, ২৮, ৫া) — পদ্মশ্রী ॥ অশোকা ॥ পার্বতী — (২, ৪৮, ৭া) (১২া, ৩া, ৬া) (১২, ২া, ৫) — মায়াপুরী ॥ অনন্যা ॥ প্রফুল্ল — (১২, ৩, ৬) (১২, ৩, ৬) (১০া, ১া ৪া) — গোরী (৪র্থ) মানসী (৪র্থ) রূপালী (৪র্থ) — নৈহাটী সিনেমা (৪র্থ, ১া, ৪, ৬া) — ॥ চুক্তি অনুযায়ী প্রাচী-তে শেষ সপ্তাহ এবং আগামী শুক্রবার থেকে—পূরবীতে ॥

এলিট — শেষ ৩ দিন — ৩টা, ৬টা ও ৯টা — সোভেক্সপোর্ট ফিল্মের সগর্ব নিবেদন টলস্টয়ের অমর কাহিনী! — ANNA KARENINA (U) — ৭০ মি মি-তে — দেরী না করে এখনই টিকিট কাটুন

চমকবহুল ৫ম সপ্তাহ! — ধর্মেন্দ্র·লীনা চন্দাভারকর·বিনোদ খান্না — রাখওয়ালা — ইস্টম্যানকলার — পরিচালনা এ. সুব্বা রাও·সঙ্গীত কল্যাণজী আনন্দজী — ওরিয়েন্ট (১২, ৩, ৬) — পূর্বাশা (১া, ৪া, ৭া) ও অন্যত্র: আরতি (বর্ধমান) ঃ বর্ণা (বাতাইতলা) — শ্রীলক্ষ্মী (কাঁচরাপাড়া) ঃ মোহন (হরিপাল) — অনুরাধা (গৌহাটি)

॥ মাত্র এক সপ্তাহের জন্য ॥ — সুচিত্রা সেন - উত্তমকুমার অভিনীত — সাগরিকা — অরুণা — প্রত্যহ ১২, ৩, ৬

বি ড় লা প্লা নে টা রি য় ম — আজকের প্রদর্শনী — (১) মহাকাশের ঘটনা ও রটনা (২) চিহ্নিত তারকারাজি (৩) '৭২' সালের গ্রহরাজি। হিন্দিতে: বেলা ১২-৩০টা, ২-৪৫টা এবং বিকাল ৫-১৫টা; বাংলাতে: বেলা ১-৩০টা এবং সন্ধ্যা ৬-৩০টা; ইংরাজীতে: বিকাল ৪টা।

GREATEST WILD-LIFE ADVENTURE — THE DRUMS OF DESTINY — মিত্রা ৩টা, ৫-৪৫ ও ৮টা

৩, ৫-৪৫, ৮-৩০ — মিনার • বিজলী • ছবিঘর

শ্রীমতী গান্ধী বিশ্বে ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন

— পশ্চিমবঙ্গ নব কংগ্রেস

স্টাফ রিপোর্টার

ভারত ও পাকিস্তানের এই যুদ্ধে এবং বাংলাদেশের সফল মুক্তি সংগ্রামে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যে নেতৃত্ব দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস (নব) তা ইতিহাসে অভূতপূর্ব এবং অবিস্মরণীয় বলে মনে করেন।

রবিবারে কলকাতায় নব কংগ্রেসের রাজ্য কমিটির সাধারণ সভায় এক প্রস্তাবে বলা হয়: "কী সংগ্রাম পরিচালনায়, কী শান্তি ঘোষণায় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্ব ছিল সঠিক, সিদ্ধান্ত ছিল নির্ভুল। কূটনৈতিক ক্ষেত্রে ভারত আজ শুধু জয়ীই নয় সমগ্র বিশ্বে মর্যাদা সমৃদ্ধ। ইতিহাসে শ্রীমতী গান্ধীর বিচক্ষণতা, দৃঢ়তা ও কূটনৈতিক চাতুর্য, অপরিসীম মমত্ববোধ বিশ্ববাসীর কাছে প্রেরণা হয়ে থাকবে।"

প্রস্তাবে বলা হয়: বাংলাদেশের বীর মুক্তি সেনানীদের অতুলনীয় মুক্তি সংগ্রাম, বাংলাদেশের মানুষের অপরিসীম দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগ এবং ভারতীয় বীর জওয়ানদের অপূর্ব রণ-কৌশল মাত্র কয়েকদিনের যুদ্ধে ইয়াহিয়া অনুচরদের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেছে। আজ হানাদার বাহিনী সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত এবং পরাজিত। ইয়াহিয়া শাহীর অত্যাচারে জর্জরিত বাংলাদেশ ও রাজধানী ঢাকা আজ সম্পূর্ণ মুক্ত হয়েছে—জন্ম নিয়েছে স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশ।

"এই নবজাত রাষ্ট্রকে প্রথমে ভারতবর্ষ এবং পরে ভূটান স্বীকৃতি জানিয়েছে। নরপশু ইয়াহিয়ার আকাশ-চুম্বি স্পর্ধা ও রণহুঙ্কার আজ পর্যুদস্ত। বাংলাদেশের নিরীহ জনগণের সাড়ে সাত কোটি মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ আর ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ যে এক নয়, ইয়াহিয়া শাহী তা হাড়ে হাড়ে বুঝেছে। বুঝেছে তার মারকিন ও চীনা মুরুব্বিরাও।"

এই সংগ্রামে মিত্র দেশ সোভিয়েত রাশিয়ার ভূমিকার কথা উল্লেখ করে প্রস্তাবে বলা হয়: "এই মহান বন্ধু রাষ্ট্রের প্রতি ভারত কৃতজ্ঞ। সেজন্য তারা অভিনন্দনযোগ্য। ধন্য ভারতীয় বীর জওয়ান ও মুক্তিবাহিনী।" প্রস্তাবে বাংলাদেশের মানুষ ও সরকারকেও অভিনন্দন জানিয়ে তাদের সুখ, সমৃদ্ধি এবং শান্তিপূর্ণ অগ্রগতি কামনা করা হয়।

প্রধানমন্ত্রীর সম্মাননায় আনন্দ প্রকাশ

দ্বিতীয় প্রস্তাবে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস (নব) প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে ভারত রত্ন উপাধি দেওয়ায় আনন্দপ্রকাশ করে বলা হয় "প্রধানমন্ত্রীর এই সম্মাননায় আমরাও গর্বিত।"

সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীআবদুস সাত্তার।

শ্যামপুকুর থানায় সংঘর্ষ/১৪৪ ধারা

স্টাফ রিপোর্টার

রবিবার সকাল থেকে শ্যামপুকুর থানার বিভিন্ন এলাকায় দুই দলের মধ্যে কয়েকবার সংঘর্ষ চলার পর পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত ওই থানার একাংশে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়।

পুলিশ সূত্রে বলা হয়, এদিন সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত শ্যামপুকুর থানা এলাকার গিরিশ অ্যাভিনিউ এবং গোপাল মিত্র লেনের সংযোগস্থল, জগবন্ধু মোদক এবং বি কে পাল অ্যাভিনিউ সংযোগস্থল ও নরেন্দ্র দেব পারক এবং রাজা গোপেন্দ্র এবং ওলড মেয়রস কোর্টের সংযোগস্থলে নব কংগ্রেস এবং সিপি এম সমর্থক অভিহিত দুই দলের মধ্যে বার বার সংঘর্ষ ঘটে। ওই সময় বোমা, ইটপাটকেল এবং সোডার বোতল নিক্ষিপ্ত হয়। পুলিস ওই তিন স্থান থেকে ১০ জনকে গ্রেফতার করে।

এর পরও উত্তেজনা চলতে থাকায় উল্লিখিত অংশে ১৪৪ ধারা জারী করা হয়। এলাকাটি হল: উত্তরে জানি স্ট্রীট, পশ্চিমে রবীন্দ্র সরণী, পূর্বে গিরিশ অ্যাভিনিউ, ভূপেন্দ্র বসু অ্যাভিনিউ এবং যতীন্দ্রমোহন অ্যাভিনিউ, দক্ষিণে গ্রে স্ট্রীট (সকল রাস্তা অন্তর্ভুক্ত)।

এদিন সকালে ওই এলাকায় একটি পার্কে সি পি এম নেতা শ্রীজ্যোতি বসুর এক জনসভায় বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সভা হতে পারেনি। গোলমালের আশংকায় পুলিশ সভা করতে বারণ করে।

বাগবাজারে পুলিশ শনিবার রাতে ওই এলাকার বিভিন্ন স্থানে হানা দিয়ে ৪৮ জনকে গ্রেফতার করে। শুক্র ও শনিবার নব কংগ্রেস ও সি পি এম সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের দরুন ওই তল্লাসী চালানো হয়। দুটি তাজা বোমা, বোমা তৈরির জিনিষপত্র এবং পাইপগানের অংশাদি পাওয়া যায়।

স্বাধীন বাংলায় সরকারী অফিস চালু হল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সেক্রেটারি জেনারেল রাহুল কুদ্দুস এসেছেন গতকাল। এসেছেন ডিরেক্টর জেনারেল অব পুলিশ মিঃ খালেক, তথ্য সচিব আবদুল হোসেন। অর্থ সচিব আসাদুজ্জমান গতকাল সেক্রেটারি জেনারেল বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধানদের নিয়ে বৈঠক করেন। বৈঠকের শেষে চীফ সেক্রেটারি রাহুল কুদ্দুস আমাকে বলেন, আপাতত সব সরকারী কর্মচারীকেই আমরা কাজে যোগ দিতে বলেছি।

বাংলাদেশে যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনও বিচ্ছিন্ন। অবিলম্বে পরিবহণ ব্যবস্থা চালু করার জন্য চেষ্টা হচ্ছে। হাসপাতালগুলিতে বহু চিকিৎসকের পদ খালি পড়ে আছে। বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশ অবিলম্বে খালি পদগুলিতে লোক নেওয়া হবে। তাই চিকিৎসকদের পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা হচ্ছে।

ঢাকা বেতার

এদিকে ঢাকা মুক্ত হবার পর মুক্তিবাহিনী মাত্র আট ঘণ্টার মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত ট্রান্সমিশন লাইন সারিয়ে যেভাবে ঢাকা রেডিও ও টেলিভিশন চালু করেছেন তা এক ঐতিহাসিক ঘটনা। মুক্তিবাহিনীর তত্ত্বাবধানে ঢাকা রেডিও ও টেলিভিশন দুদিন চলে। আজ রবিবার থেকে বাংলাদেশ সরকারের নতুন নির্দেশ অনুসারে টেলিভিশন প্রোগ্রাম অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখা হচ্ছে। ঢাকা রেডিও থেকে কোন প্রোগ্রাম প্রচার করা হবে না—মুজিব নগরের স্বাধীন বাংলাদেশ রেডিও বাংলাদেশের সমস্ত কেন্দ্র থেকে রিলে করে শোনান হবে। এর কারণ হিসাবে বাংলাদেশ সরকারের একজন মুখপাত্র বলেন, রেডিও ও টেলিভিশন সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকার নতুন নীতি নির্ধারণ করবেন। বিভিন্ন বেতার কেন্দ্রগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধন করবেন। সেই জন্যই এখন শুধুমাত্র মুজিবনগরের বেতারসূচীই চালু রাখা হবে।

গতকাল বিকেলে আমি যখন ঢাকা বেতার কেন্দ্রে যাই তখন মুজিবের বক্তৃতার রেকর্ড বাজানো হচ্ছে। বেতার কেন্দ্রের ওপরে উঠছে স্বাধীন বাংলার পতাকা। নতুন রিজিওনাল ডাইরেক্টর সাইফুল বারি তাঁর ঘরে বসে আছেন। আমাকে তিনি বললেন, গত ২৫ মারচ শেষ রবীন্দ্র সংগীত হয় ঢাকা রেডিওতে। গতকাল দুখানি রবীন্দ্রসংগীত দিয়ে আমরা রেডিও বাংলাদেশ চালু করেছি। আট মাস পরে রবীন্দ্রসংগীত বাজাতে পারছি ঢাকা রেডিওতে। কী আনন্দ যে হচ্ছে কি বলব।

সাইফুল বারি আগে ছিলেন ঢাকা রেডিওর বার্তা সম্পাদক। পাক বাহিনী তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কয়েকবার ধরে নিয়ে যায়। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি বিচ্ছিন্নতাকামী, সামরিক প্রশাসনের কট্টর সমালোচক ও তিনি রেডিওতে উর্দু প্রোগ্রাম কমিয়ে দিয়েছেন।

গত ১৫ ডিসেম্বর থেকে কুখ্যাত পাকিস্তান রেডিও বন্ধ হয়ে যায়। ট্রান্সমিশন লাইনে বোমা ফেলে ভারতীয় বিমানবাহিনী রেডিও চলাচল অকেজো করে দেয়। ট্রান্সমিশন সারাবার মত তখন তাঁদের মনের জোর ছিল না। ১৬ তারিখেই সরকারী নির্দেশে রেডিওর দরজায় তালা চাবি দিয়ে প্রাক্তন রিজিওনাল ডাইরেক্টর সরে পড়েন। পাক বাহিনী এর পর ট্রান্সমিশন লাইনের ক্রিস্ট্যালও ভেঙে দিয়ে যায়। ১৬ তারিখে ভোর বেলা মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা গিয়ে বিখ্যাত চলচ্চিত্র অভিনেতা ও ঢাকা রেডিওর অন্যতম প্রযোজক আবদুল মতিনকে গিয়ে বলেন, তাঁরা এখনই ঢাকা রেডিও চালু করতে চান। ওয়ারলেস প্ল্যানিং ডিরেক্টর মিঃ নুরুল্লা, পি আই বির অফিসার শামসুদ্দীন চৌধুরী, প্রমুখের সঙ্গে পরামর্শ করা হল। টেলিফোন ইনজিনিয়ার মিঃ আবাদকে ডাকা হল। দ্রুত সারানো হল লাইন। মুক্তি বাহিনীর গাড়ি গিয়ে সবাইকে তুলে আনল। প্রাক্তন বার্তা সম্পাদক সাইফুল বারিকে অস্থায়ী রিজিওনাল ডাইরেক্টর করা হল। ঠিক হল, ২৫ মারচের পর যে সব শিল্পী গান গেয়েছেন বা ঢাকা রেডিওতে অংশ নিয়েছেন তাঁদের কাজ করতে দেওয়া হবে না। রেডিওর কিছু কর্মী পুরনো অনেক টেপ লুকিয়ে রেখেছিলেন। সেগুলো বার করে আনা হল। মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ড নিয়ে এল। সবশুদ্ধ ছখানি টেপ পাওয়া গেল। ২টা ৪৮ মিনিটে শোনা গেল: রেডিও বাংলাদেশ ঢাকা। আমাদের অনুষ্ঠান শুরু হচ্ছে। তার পর বাজানো হল পর পর দুখানি রবীন্দ্রসংগীত। আমার সোনার বাংলা, আর 'তাই তোমার আনন্দ...'।

ঢাকায় নিরাপদ আশ্রয়ে চীনা কূটনীতিকবৃন্দ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আসেন তাঁদের মধ্যে আছেন মারকিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও নেপালের কনসাল জেনারেল।

ডাঃ মালিককে নিরাপদ স্থানে অপসারণ

প্রাক্তন পূর্ব পাক গভরনর ডাঃ এ এম মালিককে রবিবার ভোরে ইনটারকনটিনেনটাল হোটেল থেকে অন্য কোন নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের পরাজয়ের প্রাক্কালে ডাঃ মালিক পদত্যাগ করে ইনটারকনটিনেনটাল হোটেলে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

তিনি এবং তাঁর মন্ত্রি পরিষদের সদস্যগণ এখন একটি গোপন এলাকায় সম্ভবত ক্যানটনমেনটে আলাদা আলাদা বাড়িতে রয়েছেন।

রবিবার ভোরে মুখ্যসচিব সহ পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েকজন অফিসারকেও সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এঁরাও ইনটারকনটিনেনটাল হোটেলে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই হোটেলটি আজ রাত থেকে আর নিরপেক্ষ অঞ্চল রইল না। আন্তর্জাতিক রেড ক্রশ হোটেলটিকে মালিকদের হাতে তুলে দিয়েছেন।

জনসাধারণের দৃষ্টি এড়াবার উদ্দেশ্যেই ভোরের আলো ফোটবার আগেই এই সব অপসারণের কাজ সারা হয়। গত শুক্রবার ইনটারকনটিনেনটাল হোটেলে একটি চিঠি পাঠিয়ে ডাঃ মালিক ও তাঁর প্রাক্তন মন্ত্রিদের বাংলাদেশ জনগণের হাতে তুলে দেবার দাবী জানানো হয়।

ভারতীয় সামরিক অফিসারগণ জানিয়েছেন যে, ক্যানটনমেনট এলাকায় তাঁদের সকলকেই যথোপযুক্তভাবে রক্ষা করা সম্ভব হবে। আজ থেকে ক্যানটনমেনট এলাকায় অননুমোদিত প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। —ইউ এন আই

নুনের জন্যে বেশি দাম দেবেন না
কলকাতায় প্রচুর নুন পাওয়া যাচ্ছে

স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছে আমদানীকারক/পাইকারেরা নিম্নোক্ত দামে নুন সরবরাহ করবেন :—

৭৫ কেজির প্রতি বস্তার দাম (পুরাতন চটের বস্তায়)

স্থানীয় গুঁড়া নুন	টাঃ ১২·২৫
মিহি নুন	টাঃ ১২·৫০

সালকিয়া থেকে রেলে চালান দেবার জন্যে আমদানীকারক/পাইকারেরা নিম্নোক্ত দামে নুন বিক্রি করবেন :—

৭৫ কেজির প্রতি বস্তার দাম (নূতন চটের বস্তায়)

মিহি গুঁড়া নুন	টাঃ ১৩·২৫
আয়োডাইজ করা নুন	টাঃ ১৩·৫০

দ্রষ্টব্য: হাওড়া বা চিৎপুরে ঘাটে বোঝাই হলে বস্তা পিছু ২৫ পয়সা অতিরিক্ত।

ব্যবহারকারিগণ প্রতি কেজি নুনের জন্যে ২৩ পয়সার বেশি দাম দেবেন না।

: প্রচারকর্তা :
কলিকাতা সল্ট অ্যাসোসিয়েশন লিঃ
১১ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩
(ফোন: ২৩-৫৭৫৩)

: উদ্যোক্তা :
ভারত চেম্বার অফ কমার্স
৮ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট, কলিকাতা-১
(ফোন: ২৩-০০২৩)

বীর জওয়ানদের আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন

(৭৭৪২)

বড়দিনে কেক, পেস্ট্রী — জলযোগ (৭৭৩০৫)

ব্ল্যাক-আউট পেণ্ট-রিমুভার (নতুন এবং কার্যকরী) — সোল এজেন্ট: Abinash CH. DUTT For PAINTS — ESTD. 1888 — ১, হরিতকী বাগান, কলকাতা-১৩ — ফোন: ২৩-৫০১৪, ১৫ (সি ৬৬৫৭)

শেষ কয়েকদিন — WINTER REDUCTION SALE — ২৫% হইতে ৫০% কম — ততের উপযোগী GENT'S & LADIES শাল, কোট ও সুট, সোয়েটার-এর বহু স্টক আসিল। — হরলালকা — • ৫২।১।১ কলেজ স্ট্রীট • ৮৬, কলেজ স্ট্রীট (YMCA Bldgs) • ৪৫ সি, গ্রে স্ট্রীট

CMDA — টেণ্ডার নোটিস

একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার, জোন-২, সি এম ডি এ, ১৯৩সি, অরবিন্দ সরণি, কলিকাতা-৪—নিম্নলিখিত কাজের জন্য নির্ভরযোগ্য, সঙ্গতিপন্ন ও অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের নিকট হইতে সীল করা টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন; এই কাজ এক মাস মধ্যে সম্পাদন করিতে হইবে:—

কাজের নাম	গ্রুপ নং	সংখ্যা	কাজের স্থান	অনুমিত ব্যয়
৪" ব্যাসের ডীপ সিলিণ্ডার পাম্পের জন্য ৬'-০" হাউসিং পাইপ সহ ২৭৫'-০" গভীর (অনুঃ) ১২" ব্যাসের টিউব-ওয়েল বসান	১	৩০টি	টালীগঞ্জ	৯০,০০০, টাকা
	২	৩০টি	—ঐ—	৯০,০০০, টাকা
	৩	৩০টি	—ঐ—	৯০,০০০, টাকা
	৪	১২টি	বেলগাছিয়া	৩৬,০০০, টাকা

আয়কর ও বিক্রয় কর পরিশোধের বৈধ সার্টিফিকেট দেখাইলে ২৭-১২-৭১ তারিখ পর্যন্ত সমস্ত কাজের দিন বেলা ১১টা হইতে বেলা ৪টা পর্যন্ত টেণ্ডার পাওয়া যাইবে এবং ২৮-১২-৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত টেণ্ডার গৃহীত হইবে এবং উহার পর টেণ্ডার খোলা হইবে। বায়নার পরিমাণ অনুমিত ব্যয়ের শতকরা দুই ভাগ এবং প্রত্যেক গ্রুপের জন্য টেণ্ডারের কাগজপত্রের মূল্য ১০, টাকা মাত্র।

রেডক্রস হসপিটাল সুইপ

১৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১ রবিবার অনুষ্ঠিত খেলার ফলাফল

প্রথম পুরস্কার (একটি) টিকিট নং C-22178
দ্বিতীয় পুরস্কার (একটি) টিকিট নং C20755
তৃতীয় পুরস্কার (একটি) টিকিট নং D06589
চতুর্থ পুরস্কার (একটি) টিকিট নং B25902

পঞ্চম পুরস্কার (পঁচিশটি) টিকিট নম্বর

1) B22617	2) B23885	3) C08591	4) A01260	5) A27186
6) A16506	7) D15217	8) C15465	9) A20470	10) A19396
11) B22859	12) A05349	13) B11253	14) C19462	15) A21186
16) B08740	17) A12481	18) B01462	19) B10981	20) C26291
21) D11409	22) D21961	23) D18548	24) C03648	25) B13564

ষষ্ঠ পুরস্কার (একশত চল্লিশটি) টিকিট নম্বর

1) A19021	2) D19949	3) B27056	4) A22034	5) D24364
6) A16506	7) D15217	8) C04496	9) A01201	10) D13915
16) B08740	17) A12481	18) B01462	19) B10981	20) C26291
11) C06106	12) C18360	13) C07145	14) C07914	15) A16849
16) B07608	17) A04166	17) D16334	19) A22885	20) A12206
21) B21625	22) B19998	23) A13929	24) D21098	25) A01807
26) C24716	27) C25146	28) A02300	29) A01398	30) D22339
31) D19573	32) C26959	33) D09329	34) D10009	35) D04786
36) A19018	37) C05036	38) B22091	39) C20339	40) B12265
41) D15308	42) A27184	43) C22516	44) C04109	45) C17537
46) A19416	47) A21458	48) A07482	49) [illegible]7356	50) A20005
51) C08652	52) A10934	53) B17483	54) B00027	55) B16021
56) C18141	57) D03667	58) A24257	59) D08796	60) C14985
61) B17783	62) B12292	63) B09335	[illegible]94	65) D03103
66) A04286	67) C08548	68) B14537	69) A26232	70) C09244
71) B04382	72) B22248	73) C16836	74) D27673	75) A18801
76) A20758	77) D27532	78) B18276	79) A28151	80) C14984
81) D11477	82) B03087	83) D18257	84) D09542	85) A24782
86) C17013	87) A06004	88) D05110	89) C20973	90) B11320
91) C14569	92) C10757	93) B00295	94) B16234	95) D03552
96) A27550	97) B02794	98) D20199	99) D01983	100) A13881
101) B00321	102) D06264	103) C06884	104) D23213	105) A05104
106) C19561	107) B16170	108) B03861	109) B07255	110) A07139
111) A01537	112) D28350	113) A12806	114) A01722	115) D20194
116) D26915	117) A02089	118) D14770	119) D23047	120) C22817
121) D06886	122) B06781	123) D20829	124) C09272	125) D21822
126) B05420	127) C02177	128) B09944	129) D18901	130) B18967
131) C01089	132) B15543	133) B27046	134) B03194	135) A14676
136) C20457	137) B00455	138) B05574	139) C07462	140) A10950

"এজেন্টস" লাক হিসাবে আগত এজেন্টদের জন্য বিশেষ খেলা

প্রথম পুরস্কার (একটি) টিকিট নং: 32 — দ্বিতীয় পুরস্কার (একটি) টিকিট নং: 22 — তৃতীয় পুরস্কার (একটি) টিকিট নং: 1

অন্যান্য কুড়িটি পুরস্কার — টিকিট নম্বর

1) 74	2) 67	3) 11	4) 50	5) 40	6) 14	7) 70	8) 13
9) 51	10) 72	11) 84	12) 83	13) 43	14) 16	15) 12	16) 19
17) 41	18) 26	19) 93	20) 48				

সর্বোচ্চসংখ্যক টিকিট ক্রয়কারী এজেন্টদের জন্য পুরস্কার

	ক্রীত টিকিট সংখ্যা	প্রাপ্ত পুরস্কার
শ্রী বি এন ধর, ১৪৭/১, বড়বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২	২৭,০০০টি	১ম পুরস্কার
শ্রীমতী এস পাল, ১৩/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯	২৫,০০০টি	২য় পুরস্কার

বিচারকমণ্ডলী: মাননীয় বিচারপতি এ এন ও মাসুদ জজ, কলিকাতা হাইকোর্ট

শ্রী এস বসু, সেক্রেটারি, জুডিসিয়াল ডিপার্টমেন্ট, পশ্চিমবঙ্গ সরকার — শ্রী জি পি আগরওয়াল, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টান্ট ও ইনকামট্যাক্স কনসালটান্ট
শ্রী এস কে নাথান, ডেপুটি সেক্রেটারি ও ট্রেজারার, স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, কলিকাতা — শ্রীমতী প্রীতি রায়, চেয়ারম্যান, ফ্ল্যাগ ডে অনুষ্ঠান ডিসক সাব-কমিটি আই আর সি এস, প: ব:

খেলার অন্তর্ভুক্ত টিকিট

A-00001 হইতে A-28380 C-00001 হইতে C-28380
B-00001 হইতে B-28380 D-00001 হইতে D-28380

পুরস্কার বিজয়ী টিকিটের হোল্ডারগণকে টিকিট নম্বর, নাম ও ঠিকানা উল্লেখে লিখিতভাবে অনাঃ ডিরেক্টর, ইণ্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখা, ৫ ও ৬, গভঃ প্লেস নর্থ, কলিকাতা-১ নিকট সংবাদ পাঠাইতে অনুরোধ করা হইতেছে। অনাঃ ডিরেক্টরের নিকট হইতে আরো খবর না পাওয়া পর্যন্ত পুরস্কারবিজয়ী টিকিটের হোল্ডারগণ তাঁহাদের টিকিট রাখিয়া দিবেন।

স্বাঃ অস্পষ্ট
ডিরেক্টর, আই আর সি এস ডব্লিউ বি এস বি, ৫ ও ৬, গভঃ প্লেস নর্থ, কলিকাতা

(৭৭৫১)

এ হল অ্যাডিসনস্ পেন্টস্-এর নতুন প্রতীক
Addisons Paints
অ্যাডিসনস্ পেন্টস্

ভবিষ্যতে, আমাদের যাবতীয় উৎপাদনগুলি 'অ্যাডিসনস্'-এই ব্র্যাণ্ড নামে চাইবেন। গত ২০ বছরের ওপর ধরে আপনাদের সুপরিচিত আমাদের সর্বপ্রকার পেন্ট ও আনুষঙ্গিক উৎপাদনগুলিতে আগের মতই, সেই একই উৎকর্ষতা আর অপূর্ব গুণ বজায় থাকবে।

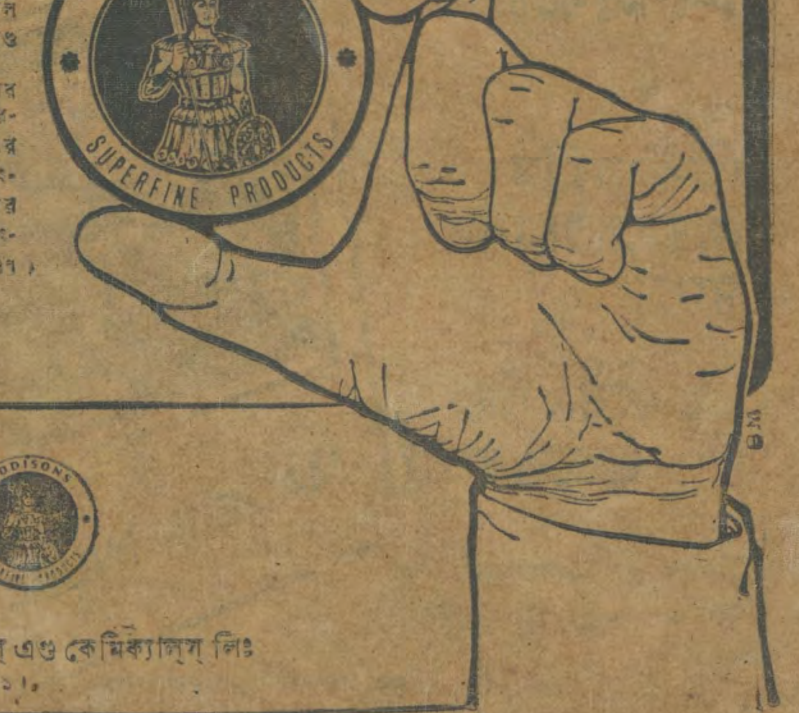

অ্যাডিসনস্ পেন্টস্ এণ্ড কেমিক্যালস্ লিঃ
সেমাবরাম, মাদ্রাজ-১১।

দু'টিরই কাজ অপূর্ব

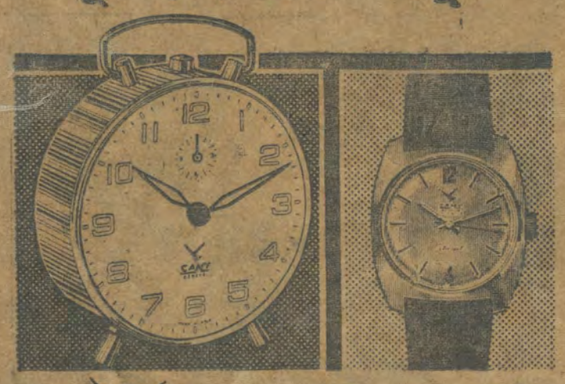

CAMY

ক্যামী, সঠিক সময় দেয় সারা বিশ্বময়

[Ratan Batra/CW] Ben/07

পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে ক্যামী অ্যালার্ম টাইমপিসের ডিস্ট্রিবিউটর
সাইনি ওয়াচ কোং ১২৯ মহাত্মাগান্ধী স্ট্রীট, কলিকাতা-১

অ্যাঞ্জিয়ার্স ইমালশন

সর্দি-কাশি থামায়

অ্যাঞ্জিয়ার্স ইমালশন শীতকালের সাধারণ অসুখ-বিসুখের বিরুদ্ধে আপনার শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে সাহায্য করে। সুস্বাদু অ্যাঞ্জিয়ার্স ইমালশন আপনাকে সুস্থ রাখে।

AIYARS-WB. 1 BN.

স্টকিস্টস ঃ

পশ্চিমবঙ্গ ঃ মেসার্স আনন্দ মেডিসিন কোম্পানি, কলিকাতা-৯; মেসার্স বিভলা সন্সের অ্যান্ড কোং (ইণ্ডিয়া) প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা-১; মেসার্স গিরধারলাল অ্যান্ড কোম্পানি কলিকাতা-১।

ঘর গরম করবার আধুনিক কৌশল...

সানফ্লো

হীট কনভেক্টার

ঘর গরম রাখার দ্রুততম ব্যবস্থা

সানফ্লো'র মাধ্যমে "আড়াআড়ি ভাবে হাওয়া দিয়ে" ঘর গরম করার সুন্দর ও অভিনব ব্যবস্থা আছে।

বিশেষ বৈশিষ্ট্য ঃ

★ দেখতে অতি আধুনিক, হাল্কা, মজবুত। নানা কাজে লাগানো যায়
★ কাপড় বা চুল শুকানো যায়। গ্রীষ্মকালে পাখার কাজেও ব্যবহার করা যায়।
★ আগুন লাগার ভয় নেই।
★ যান্ত্রিক গোলযোগ হলে আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে যায়।

ডি. জি. এস. এণ্ড ডি রেট কন্ট্রাক্ট এ পাওয়া যায়।

ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড
রেজিষ্টার্ড অফিস: ১২-এ, কলট প্লেস, নিউ দিল্লী-১
ওয়ার্কস : ২৬, এম. আই. টি, ফরিদাবাদ।
শাখা : বোম্বে • কলিকাতা • লক্ষ্ণৌ

AIYARS-EL 165 BN.

আসাম ইনিংস পরাজয় এড়াতে পারবে কি?

স্টাফ রিপোর্টার

মাত্র ২৫ রানের জন্য আসাম ক্ষোভজনক বাঁচতে পারল না। শেষদিনে বিপর্যয় (৬ উইকেটে ৫৭) রোধে দুই বোলার এ হোসেন ও বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যান এ চৌধুরী আপ্রাণ চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। বাংলার অফ স্পিনার গোপাল বসুর কাছে দুজনেই বোল্ড হলেন। শুরু হল ডাগআউটে আসামের প্রথম ইনিংস ১৩৬ রানে শেষ। ফলোঅনে নেমে দ্বিতীয় দিনের শেষে ২ উইকেটে ৬৭। এখন আসামকে ইনিংস পরাজয় রোধ করতে হলে ৮ উইকেটে ১০৭ রান করতে হবে। রবিবার বাংলা মাত্র ২২ মিনিট খেলে এবং ৬ উইকেটে ৩১০ রান তুলে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে।

সপ্তম উইকেটে আসামের এ চৌধুরী ও এ হোসেন দীপঙ্কর, বোলারকে বেপরোয়াভাবে মেরে ৫৫ মিনিটে ৫৭ রান যোগ করে। অফ স্পিনার গোপাল বসুকে সমীহ করতে হয়। ১২৪ রান হাঁকে বসু, হোসেনকে বোল্ড করে। পরেই চৌধুরী বসুর টার্নস্পিনে পরাজিত হন। দলের সর্বোচ্চ রান চৌধুরীর ব্যাট থেকে আসে। সে ৬০ মিনিটে ৫টি বাউনডারি মেরে ৩৪ রান তোলে। আসামের অন্যান্য ব্যাটসম্যানরা বল না দেখে, বিচার-বিবেচনা না করে ব্যাট চালিয়ে উইকেট হারিয়েছে। তাই দোশরা মধ্যাহ্নভোজের আগে এক সময় অ্যাভারেজ ছিল ৫-৫-৩-১৩-৩। শেষ পর্যন্ত ৬ঠান্ত বোলিং ৪৪ রানে ৫ উইকেট। আসামের সুলেখক ব্যাটসম্যান বিমল ভারালি দোশরা বল 'মিস' ছেড়ে অনেক এগিয়ে গিয়ে খেলতে না পারায় স্টাম্পড হন। ৩য় ইনিংসে ডিক্লেয়ার চারটি স্টাম্প করে।

দ্বিতীয় ইনিংসে আসামের ওপেনিং ব্যাটসম্যান পি হাজারিকাকে ভাটিয়ার বলে উইকেটের পিছনে শূন্যে পাড়ে এক হাত বাড়িয়ে ডিফেন্স ব্যাচটি ধরে।

শেষদিন সোমবার ইডেনে আসামকে বাংলার সঙ্গে লড়ে ইনিংস বা সরাসরি পরাজয় এড়াতে পারবে কি?

বাংলা ১ম ইনিংস—১ম দিনে ছিল ৫ উইকেটে ২৯৪; চুনী গোস্বামী নট আউট ৫২, বি ব্যানার্জি ক এম হোসেন ব সভাপণ্ডিত ০, ডিক্লেয়ার নট আউট ৫, অতিরিক্ত ৬; মোট ৬ উইঃ ডিঃ ৩১০। বোলিং—এ ঘটক ১৭-২-৪৯-২, বি জামেল ৩-০-১৫-০, এম সভাপণ্ডিত ৩০-৩-৮৮-২; এ চৌধুরী ২২-৩-৭৬-২, এন হাসান ১০-১-৩৪-০, এস সরকার ২-০-১৯-০, পি হাজারিকা ৬-০-১৯-০।
আসাম ১ম ইনিংস—এ হোসেন স্টাঃ ডিক্লেয়ার ব দোশী ২৩, ডি জামান ব ভাটিয়া ০, বি আমেদ স্টাঃ ডিক্লেয়ার ব দোশী ৬, এ হাজারিকা ক ও ব বিশপকর ১২, পি হাজারিকা এল বি ডব্লিউ বোশী ৪, বি ভারালি স্টাঃ ডিক্লেয়ার ব দোশী ৬, এন হাসান ব গোপাল বসু ২০, এ চৌধুরী ব গোপাল বসু ৩৪, এন সভাপণ্ডিত স্টাঃ ডিক্লেয়ার ৩, এ ঘটক নট আউট ১০, এস সরকার ব বিশপকর ৪; অতিরিক্ত ১৩; মোট ১৩৬। বোলিং—রমেশ ভাটিয়া ৮-২-২৪-১, রবি বানার্জি ৭-৩-৯-০, বিশপ দোশী ২২-৭-৪৪-৫, গোপাল বসু ১১-৩-২২-২, বিশপকর সরকার ৮-৫-৭-২৯-২। **আসাম ২য় ইনিংস**—পি হাজারিকা ব ডিক্লেয়ার ব ভাটিয়া ১০, এ হোসেন নট আউট ২৯, কে আমেদ এল বি ডব্লিউ বিশপকর ১২, এ হাজারিকা নট আউট ৩, অতিরিক্ত ১৪, মোট ২ উইঃ ৬৭।

টাউন পুলিসকে হারিয়ে দিল

স্টাফ রিপোর্টার

পুলিসের কাছে টাউনের হার! ম্যাচ জিতে গেল। কোন খেলোয়াড়ের ব্যাটিং স্কীতায় নয়, বলটি উইকেটে লাগুক, কিন্তু বেল মাটিতে পড়ল না বা সার লেগে না। টাউনের শেষ জুটি ব্যাট করছেন। পুলিসের ১০৮ রানের বিপক্ষে টাউনের রান তখন ১৩৬। ২ রানে পুলিসের জয়ের কথা। কিন্তু পুলিসের গেস বোলার ডি গাঙ্গুলীর বল এ চ্যাটার্জির প্যাডে লেগে উইকেটে লাগল। বোলড আউটের জন্য সবাই হাত তুলেছেন। দেখা গেল 'বলটি' নড়ে আবার ঠিক জায়গায় বসে গেছে। এই সময় টাউনের মোট রান ১৩৬, এ চ্যাটার্জি ১১ ও পি ভট্টাচার্য শূন্য। এরপর চ্যাটার্জি ও ভট্টাচার্য রান তুলে টাউনকে ম্যাচ জিতিয়ে দিল।

প্রথম ডিভিসন লীগে দক্ষিণ কলকাতার রণজিৎ গোদ্দার মহমেডান স্পোর্টিংয়ের বিপক্ষে এবং ইস্টার্ন রেলের অবনী ঘোষ ইউনিয়ন স্পোর্টিং-এর বিপক্ষে সেঞ্চুরি করে।

দ্বিতীয় ডিভিসনের দুটি সেঞ্চুরি হয়। শিবপুরের গৌতম সরকার ১০৭ করে কাস্টমার বিপক্ষে এবং বেলগাছিয়ার এস রায় ১০৪ নট আউট করে বালীনিকেতনের বিপক্ষে।

প্রথম ডিভিসন লীগ—দক্ষিণ কলকাতা—১৮৪ (রণজিৎ গোদ্দার ১০৩; এস আসলাম ৮১ রানে ৫ উইঃ); **মহঃ স্পোর্টিং**—১৬১ (এ খাঁ ৪১; আই মিত্র ৪৫ রানে ৪ উইঃ) দক্ষিণ কলকাতা ২৩ রানে জয়ী। **ইস্টার্ন রেল**—৪ উইঃ ২১৯ (অবনী ঘোষ ১১১, পঞ্চাশ নন্দী ৫৪); **ইউনিয়ন স্পোর্টিং**—১০২ (পঞ্চাশ নন্দী ৪ রানে ৩ উইঃ) ইস্টার্ন রেল ১১৭ রানে জয়ী। **বি এন আর**—৫ উইঃ ১৪৩ (পি চক্রবর্তী ৬৫, এম পি গাঙ্গুলী ৫৬); **পোর্ট কমিশনারস**—৬ উইঃ ১৩৩; খেলা অমীমাংসিত। **হাওড়া ইউনিয়ন**—৯৯ (গৌতম চক্রবর্তী ২০ রানে ৫ উইঃ); **সি সি বি**—৮৫ (অশোক চ্যাটার্জি ৫৪ রানে ৬ উইঃ) হাওড়া ১৪ রানে জয়ী। **ডালহৌসী**—১৬৬ (বি ব্যানার্জি ৭৫); **মিলন সমিতি**—৭ উইঃ ২০৭ (বি ভট্টাচার্য ৬৯) মিলন সমিতি ৬ উইঃ জয়ী। **ইসটবেঙ্গল**—৫ উইঃ ২৩৯ (সুজিত গুহ ৪৮ নট আউট); **হোয়াইট বরডার**—৭৭ (সৌমেন কুণ্ডু ১৪ রানে ৫ উইঃ); ইসটবেঙ্গল ১৬২ রানে জয়ী। **পুলিশ**—১৩৮ (এ রায় ৬৪; ডি পাঠক ৫০ রানে ৭ উইঃ); **টাউন**—৯ উইঃ ১৫৮; টাউন ১ উইকেটে জয়ী। **এরিয়ান**—৯ উইঃ ১৯৮; **তপন মেমোরিয়াল**—৮৩; এরিয়ান ১১৫ রানে জয়ী।

রবিবারে

রবিবার সিটি অ্যাথলেটিক ক্লাবের বার্ষিক স্পোর্টসের শেষ দিনে স্যাপাটে সর্বোত্তম পাল রেকর্ড করেছে (১২.৩৩ মিটার)। এর আগে তারই রেকর্ড ছিল ১২.২৪ মিটার। ইসটবেঙ্গল ৫৪ পয়েন্ট পেয়ে পুরুষদের, ইসটার্ন রেল এ-এ ৫৫ পয়েন্ট পেয়ে মহিলাদের ও জুনিয়র বিভাগে যুগ্মভাবে বেহালা ও চন্দননগর ১৬ পয়েন্ট পেয়ে দলগত চ্যাম্পিয়নশিপ পায়। ইসটবেঙ্গলের মনোরঞ্জন পোড়েল ও নির্মলা সাঁতরা ১০ পয়েন্ট মহিলাদের শ্রীরূপা চ্যাটার্জি (ইসটার্ন রেল এ এ) ১৫ পয়েন্ট ও জুনিয়রে বি ভেদে (চন্দননগর) সি সরকার (সেহালা) বিকাশ পাল (এরিয়ান) ১০ পয়েন্ট পেয়ে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশিপ পান। ইবেঙ্গল এরিয়ার অজয় জেনারেল শ্রীপ্রেমাংশু চৌধুরীর সভাপতিত্বে শ্রীমতী চৌধুরী পুরস্কার বিতরণ করেন।

রবিবার রেসের ফলাফল

অমল ঘোষ

১ম রাজী॥ গোল্ডেন ভারুল, মেসড গানার, এ্যাজেলস, মাউণ্ট উঃ টা ১৮, কুইঃ টা ৪১।
২য় রাজী॥ কুল কনফিডেন্স, সনফ্লাওয়ার, মারিশাস বেলো উঃ টা ১৪, কুইঃ টা ২০
৩য় রাজী॥ রিয়াল হেড, ক্যাসিনো রয়েল, কীর্তি উঃ টা ১০, কুইঃ টা ১৫
৪র্থ রাজী॥ সুইফ্টান, ভুবন, মেকারেল উঃ টা ৩০, প্লেঃ টা ১৬, টা ১৪, টা ১৪, কুইঃ টা ৯১
৫ম রাজী॥ ফ্লাইং সসার, বিশাল প্রসেস হুমা উঃ টা ২২, প্লেঃ টা ১৮, টা ১০, কুইঃ টা ১৫
৬ষ্ঠ রাজী॥ প্রেস মনেজ, প্রসেস মিলানীস, নো ডাউট উঃ টা ৩৪, প্লেঃ টা ১৪, টা ২০, টা ২৬, কুইঃ টা ৪৩

১ম ডাবল : টা ১৮; **২য় ডাবল** : টা ২৩; **৩য় ডাবল** : টা ৫৪; **টি টি**: ১৭২ টিকিট টা ৪৫০; **জ্যাকপট**: ২৩৬ টিকিট টা ৫৩৮।

সকলের জন্য প্রয়োজনের সামগ্রী যথেষ্ট আছে।
অভাব যখন নেই
তখন অভাব সৃষ্টি করবেন না।

DAVP 71/433

রণাঙ্গনে আমাদের জওয়ানদের পশ্চাতে আমরা দাঁড়িয়ে আছি অটল

৫০ কোটি ভারতীয় নাগরিক আজ এই সঙ্কটের দিনে আমাদের বীর জওয়ানদের পশ্চাতে দাঁড়িয়ে আছে অটল। আমাদের সশস্ত্র সৈনিকগণ শান্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠায়, স্বাধীনতার মর্যাদা রক্ষায় এবং জাতির সংহতি সংরক্ষণে যুদ্ধরত। তাঁদের এই বীরোচিত দেশসেবার সকৃতজ্ঞ স্বীকৃতিতে ভারতবাসী আমরা তাঁদের প্রতি আমাদের আন্তরিক সহায়তার প্রতিশ্রুতির জানাচ্ছি। জাতীয় ঐক্য, কঠোর কর্ম এবং অধিকতর নিয়মানুবর্তিতার মাধ্যমে রণক্ষেত্রে আমাদের জওয়ানদের দৃঢ় সমর্থন জানাই। তাঁদের বিজয় লাভের সামর্থ্যে আমাদের অগাধ বিশ্বাস।

খাটাউ অয়েল

দি খাটাউ মাকনজী স্পিনিং অ্যাণ্ড উইভিং কোং লিঃ
লক্ষ্মী বিল্ডিং, জালান এস্টেট, বোম্বাই-১
দ্বারা প্রচারিত

KMS-12/PREM ASSOCIATES BM.

কংগ্রেস সোস্যালিস্ট ফোরামের কনভেনশন

কংগ্রেস সোস্যালিস্ট ফোরাম কর আহ্বানের রাজ্য কনভেনশনে যোগ দেবার জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মোহন ধারিয়া, ডি পি চাটার্জি ও রঘুনাথ রেড্ডি এবং সংসদসদস্য সর্বশ্রী অর্জুন অরোরা, আর কে সিং, চন্দ্রশেখর, জগদীশ দীক্ষিত চন্দ্রজিৎ যাদব, প্রভাকর কুনতে প্রমুখ কলকাতায় আসছেন। ২৫ ও ২৬ ডিসেম্বর ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে এই কনভেনশন অনুষ্ঠিত হবে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিরা এতে যোগ দেবেন।

গঙ্গায় জোয়ার-ভাটা

	দিবা	রাত্র	দিবা	রাত্র
	জোয়ার আরম্ভ		ভাটা আরম্ভ	
সোমবার—	১-৩	১-২১	৫-২১	৫-২৪

শত্রুর জীবনরক্ষায়

উধমপুর, ১৯ ডিসেম্বর—এখানে বেস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন জনৈক আহত পাকিস্তানী সৈনিকের প্রাণ বাঁচানোর জন্য স্থানীয় এক কলেজের ছাত্রী তাঁর রক্ত দান করেছেন।

গত ৪ ডিসেম্বর রাতে পুনচের খান-পুরে ভারতীয় বাহিনী পাক সেনাদলের স্পেশাল সার্ভিস গ্রুপের হাবিলদার কালিল আমেদকে গুরুতর আহত অবস্থায় দেখতে পান। হাবিলদারের বুকে গুলি লেগেছিল। তাকে হেলিকপ্টারে বেস হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

আহত পাকিস্তানী সৈনিককে রক্ত দেওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কিন্তু তার 'ব্লাড গ্রুপ' বিরল ধরনের এবং হাসপাতালে তা পাওয়া যায়নি। তখন ওই গ্রুপের রক্ত দান করার জন্য শহরবাসীদের কাছে আবেদন জানানো হয়। একজন কলেজের ছাত্রী তাঁর রক্তদান করে কালিল আমেদের জীবনরক্ষা করেন। —পি টি আই

ট্রেডমার্কই বড়ুয়ার অকৃত্রিম উৎকর্ষের একমাত্র পরিচয়
বড়ুয়া বেকারী প্রাঃ লিঃ
১২৩এ, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলি-১৩ • ফোন ২৪-২১৯৪

আরও ৩৫ জনকে বীরের সম্মান

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর—পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে অসীম বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি আজ আরও ৩৫ জন সেনানীকে বীরের সম্মানে ভূষিত করেছেন। এঁদের মধ্যে ৬ জন পেয়েছেন মহাবীর চক্র (একজন মরণোত্তর, একজন নিখোঁজ), ২৯ জন পেয়েছেন বীর চক্র।

৬টি মহাবীর চক্রের মধ্যে ৩টি স্থলবাহিনী, একটি নৌবাহিনী ও ২টি বিমানবাহিনীর সেনানীরা পেয়েছেন।

২৯টি বীর চক্রের হিসাব: ১৯—স্থলবাহিনী, ১—নৌবাহিনী, ৯—বিমানবাহিনী।

যে ছয়জন মহাবীর চক্র পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে একজন হলেন জয়পুরের প্রাক্তন মহারাজা লেফটেন্যান্ট কর্নেল ভবানী সিং। (স্থলবাহিনী) এই সম্মানে তাঁর মাতা সংসদ সদস্যা ও রাজস্থানের স্বতন্ত্র দলের নেত্রী শ্রীমতী গায়ত্রী দেবী গভীর আনন্দ প্রকাশ করেন।

মহাবীর চক্র বিজয়ী বাকি পাঁচজন হলেন: স্থল বাহিনী—মেজর দলজিৎ সিং নারাং (মরণোত্তর), বিজবাহাদুর ছেত্রী। নৌবাহিনী—ক্যাপটেন মহেন্দ্রনাথ মল্লা (নিখোঁজ)। বিমানবাহিনী উইং কমান্ডার বিদ্যাভূষণ বশিষ্ঠ, স্কোয়াড্রন লীডার এম ব্যানার্জি।

বীরচক্র বিজয়ীদের মধ্যে আছেন নৌবাহিনীর লেফটেন্যান্ট কমান্ডার অশোক রায় (নিখোঁজ)।

—পি টি আই, ইউ এন আই

উরিতে পাক ফৌজের যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন

শ্রীনগর, ১৯ ডিসেম্বর—পাকিস্তানী সেনারা আজ কাশ্মীরের উরি খণ্ডে যুদ্ধ-বিরতি লঙ্ঘন করে।

জনৈক সরকারী মুখপাত্র জানান, ভারতীয় জওয়ানরা সম্প্রতি পাক অধিকৃত কাশ্মীরের যে কয়েকটি ঘাঁটি দখল করে তার একটির উপরে পাকিস্তানী সেনারা আক্রমণ চালায়। এই পাকিস্তানী আক্রমণ প্রতিহত করা হয় এবং শত্রুপক্ষকে এই এলাকা থেকে বিতাড়িত করা হয়।

আমেদাবাদ ও বরোদায় বিমান আক্রমণের বিপদসংকেত

আমেদাবাদ, ১৯ ডিসেম্বর—আজ রাত্রি ৯-৩০ মিনিটে সন্ধ্যার বিমান আক্রমণের বিপদ সংকেত দেওয়া হলে আমেদাবাদ ও বরোদায় সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার করে দেওয়া হয়। আমেদাবাদে ১৫ মিনিট ও বরোদায় ৪০ মিনিট অন্ধকার থাকে। বিপদসংকেত শোনামাত্র আকাশবাণীর আমেদাবাদ কেন্দ্র অনুষ্ঠান প্রচার বন্ধ রাখে। —পি টি আই

পশ্চিম খণ্ডে দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসছে

উধমপুর, ১৯ ডিসেম্বর—পশ্চিম খণ্ডে যুদ্ধ-বিরতি সীমারেখা বরাবর জীবনযাত্রা দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসছে। রণাঙ্গনের কাছাকাছি এলাকা থেকে সরে গিয়ে যে সব গ্রামবাসী দূরে দূরে স্থানে আশ্রয় নিয়েছিলেন, শুক্রবার রাতে যুদ্ধ-বিরতি কার্যকর হওয়ার পর থেকে তাঁরা আবার নিজেদের বাড়ি ঘরে ফিরে আসছেন। ভারতীয় ও বিদেশী সাংবাদিকদের একটি দল যুদ্ধ-বিরতি সীমারেখা ও আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকায় সফর করার সময় দেখতে পান যে—নারী, পুরুষ ও শিশুরা দলে দলে তাদের গ্রামের দিকে রওনা দিয়েছে। বাস, ট্রাক, টাঙ্গা, সাইকেল ছাড়াও অনেকে উট ও ঘোড়ার পিঠে চড়েও যাচ্ছে। যারা পায়ে হেঁটে ফিরছে, তাদের সঙ্গে নিজস্ব জিনিসপত্র ছাড়া গবাদি পশুও রয়েছে।

ছম্ব-জরিয়ান সেকটরে স্থানীয় বাসিন্দারা আবার কিছু দোকান-পাট খুলতে শুরু করেছে। এই সেকটরে ৩ ডিসেম্বর থেকে প্রচণ্ড লড়াই চলে। মুনাবর তাওয়াই নদীর পূর্ব দিকের গ্রামবাসীদের প্রচণ্ড পাকিস্তানী গোলাবর্ষণ সহ্য করতে হয়। তারা সাংবাদিকদের বলেন, তাদের বাড়িঘর ও দোকানপাটের বিশেষ ক্ষতি হয়েছে। সরকারী সাহায্য না পেলে, আবার বাড়িঘর মেরামত বা দোকানপাট চালু করা সম্ভব হবে না। তারা আশা করেন যে, শীঘ্রই সরকারী সাহায্য পাওয়া যাবে।

মুনাবর তাওয়াই নদীর পূর্ব দিকের এলাকায় সাংবাদিকরা একদল সৈনিকের দেখা পান। এই বীর জওয়ানরাই শত্রুর উপর্যুপরি আক্রমণ প্রতিহত করেন। তবে এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে। বহু সেনা দলবদ্ধভাবে বিশ্রাম করছেন। কেউ বা চিঠি লিখছেন, কেউ চুল কাটছেন, কেউ অস্ত্রশস্ত্র বা ট্যাংক সাফ করছেন, অনেকে গল্প করছেন।

—পি টি আই ও ইউ এন আই

এবার পাখতুনিস্তান

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর—আজাদ পাখতুন জিরগা-ই-হিন্দ-এর সম্পাদক শ্রীনাজর বুরকি এক বিবৃতিতে পাখতুনিস্তান দাবি মেনে নেওয়ার জন্য পাক-শাসকবর্গের উপর চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে রাশিয়া, ভারত ও আফগানিস্তানের কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

শ্রীবুরকি বলেছেন: পাখতুনরা দুই জাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী নয়। তিনি পাখতুনদের জন্মভূমি থেকে পাক-শাসন তুলে নেওয়ার জন্য ইয়াহিয়া খাঁকে অনুরোধ জানান।

বাংলাদেশ মুক্ত করা এবং পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার জন্য শ্রীবুরকি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীকে অভিনন্দিত করেন।

—ইউ এন আই

সভা-সমাবেশ

[অন্যভাবে উল্লেখ না থাকলে সূচিত সময় বিকাল অথবা সন্ধ্যা বোঝাবে।]

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ: স্টুডেন্টস হলে (কলেজ স্কোয়ার) ৩টায় ছাত্রছাত্রীদের অভিজ্ঞান-পত্র বিতরণ, ৪টায় জনসভা। **অসামরিক প্রতিরক্ষা, হাওড়া:** ৪টায় বঙ্গবাসী অ্যাথেলিটিক ক্লাবে অসামরিক প্রতিরক্ষা কাজকর্মের মহড়া। **ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট:** (কলেজ স্কোয়ার ওয়েস্ট) আজ থেকে সান্ধ্য ক্লাস আবার শুরু হবে। **আর জি কর মেডিকেল কলেজ:** ২টায় কলেজের ৪০তম পুনর্মিলন উৎসব। স্থান কলেজ প্রাঙ্গণ। **অনংগমোহন হরিসভা:** ৭টায় গৌরসভায় শ্রীসুশীল রুদ্রের 'শ্রীজীবের অবদান' ভাষণ। **রামকৃষ্ণ মিশন (গোলপার্ক):** সাড়ে ৬টায় বিবেকানন্দ হলে শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষের 'রাজ আন্দোলনের শেষ পর্ব' ও নব্য হিন্দু চেতনার সূচনায় বাংলা সাহিত্য—বিষয়ে বাংলায় বক্তৃতা। **ইয়ুথ ইনস্টিগেশন কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া:** সাড়ে ৪টায় কাউন্সিলের অফিসে সাধারণ সভা। **উত্তর হাওড়া তরুণ দল:** আগামী ১ জানুয়ারি সংঘের তরফ থেকে দুঃস্থদের কম্বল বিতরণ করা হবে। আবেদনপত্র জমা দেবার শেষ তারিখ আজ সোমবার। ঠিকানা—১৯ সালকিয়া স্কুল রোড।

সম্বর্ধনা সভা— আজ অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় বাংলাদেশ শরণার্থী কল্যাণ সমিতি পশ্চিমবঙ্গে অবস্থানকারী বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধি ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে সমিতির ৩৭নং মহাত্মা গান্ধী রোডস্থ কার্যালয়ে সম্বর্ধিত করবেন।

আর্থিক পুনর্গঠনে বাংলাদেশকে সাহায্য করা হবে

—চবন

কানপুর, ১৯ ডিসেম্বর—কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী ওয়াই বি চবন আজ এখানে বলেন: বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে ভারত সর্বতোভাবে সাহায্য করবে।

তিনি বলেন: নবজাত রাষ্ট্রের জনগণের আর্থিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে পারলেই স্বাধীনতা সুনিশ্চিত হবে। এই বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য ভারত প্রায় সব রকম ঝুঁকিই নিয়েছিল।

এখানে এক বিরাট জনসভার বক্তৃতা প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী আরও বলেন: ভারতের এ জয় সামরিক শক্তির জয় নয়—জয় ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও ঔপনিবেশিকবাদ-বিরোধী আদর্শের।

ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ মিথ্যা প্রমাণিত। সারা বিশ্ব এবার বুঝতে পারছে, দেশবিভাগের সময় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ যে মনোভাব নিয়েছিলেন, তাই-ই ঠিক।

শ্রীচবন বলেন: রাষ্ট্রপুঞ্জ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের রক্ষক বলে বড়াই করে। কিন্তু বাংলাদেশে গণহত্যা থামাতে কিছুই করেনি।

চমকপ্রদ সাফল্যের জন্য তিনি দেশের সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

শ্রীচবন আরও বলেন: তাঁর আশা, পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে তার বিদ্বেষ অভিযান চালানোর বোকামি বুঝতে পারবে এবং এখন নীতি পাল্টিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা করবে।

—পি টি আই

"পূর্ব পাকিস্তান"কে স্বীকৃতি দান বৈরীসুলভ কাজ

—ভুট্টো

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর—পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান শ্রী জেড এ ভুট্টো আজ বলেছেন 'পূর্ব পাকিস্তান'কে কোন দেশ পৃথক রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দিলে তিনি তাকে বৈরীসুলভ কাজ বলে গণ্য করবেন। নিউ ইয়র্ক থেকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পথে শ্রীভুট্টো লণ্ডনে এই মন্তব্য করেন।

পাক বেতার থেকে এই খবর প্রচার করা হয়েছে।

ঢাকা-কলকাতা টেলিফোন

স্টাফ রিপোর্টার

আমাদের প্রতিনিধি শ্রীবরুণ সেনগুপ্ত রবিবার রাতে ঢাকা থেকে আমাদের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন। ঢাকার স্থানীয় কর্মচারীদের সহযোগিতায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইনজিনীয়ারিং ইউনিট কলকাতা ও ঢাকার মধ্যে টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থা এই এদিনই চালু করেন।

দিনপঞ্জিকা

আজ তৃতীয়া

বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে—

সোমবার, ৪ পৌষ ১৩৭৮ (২৯ অগ্রহায়ণ ১৮৯৩ শক), ২০ ডিসেম্বর, ১৯৭১, ১ জেল্‌কদ। তৃতীয়া রাত্রি ঘঃ ১২।৪৪ মিঃ পর্যন্ত। উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র রাত্রি ঘঃ ১১।১৯ মিঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৬।১৫।২৩ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৪।৫২।২৯ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—নাস্তি নক্ষত্রদোষ। মধ্য ও গৌণচান্দ্র পৌষ (শুক্লপক্ষ)।

অন্য পঞ্জিকা মতে—

সোমবার, ৪ পৌষ ১৩৭৮ (২৯ অগ্রহায়ণ ১৮৯৩ শক), ২০ ডিসেম্বর, ১৯৭১, ১ জেল্‌কদ। তৃতীয়া রাত্রি ঘঃ ১২।৩৫।৫৭ সেঃ পর্যন্ত। উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র রাত্রি ঘঃ ১১।৪০।২৬ সেঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৬।১৬।৫৭ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৪।৫০।৩৭ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—নাস্তি নক্ষত্রদোষ। মধ্য ও গৌণচান্দ্র পৌষ (শুক্লপক্ষ)।

রোমে পাক কূটনীতিকের পদত্যাগ

রোম, ১৯ ডিসেম্বর—ইতালিতে পাকিস্তানী দূতাবাসের অন্যতম উচ্চপদস্থ কূটনীতিক শ্রী এ এইচ এম আতাউল করিম আজ পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন এবং বাংলাদেশের পক্ষে যোগদানের কথা ঘোষণা করেন। পাকিস্তানী নেতা জুলফিকার আলি ভুট্টো এখানে পৌঁছানোর আগে পরে তিনি ওই সিদ্ধান্ত জানান।

শ্রীআতাউল করিম খুলনার লোক।

মাথায় খুস্কি হয়েছে? ক্লিনিক লাগালেই পরিষ্কার!

'ক্লিনিক' কিভাবে কাজ করে

'ক্লিনিক' ঠিক আর পাঁচটা শ্যাম্পুর মত নয়। সম্পূর্ণ নতুন ও বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ায় চুলের গোড়ার খুস্কি একেবারে সাফ করে দেয়। শক্তিশালী জীবাণুনাশী টিসিসি থাকায় 'ক্লিনিক' প্রথমবার লাগিয়ে ধুলেই খুস্কি পরিষ্কার হ'য়ে যায়। নিয়মিত ব্যবহারে এমন একটা শক্তি গড়ে তোলে যাতে খুস্কি হওয়া বন্ধ হয়।

'ক্লিনিক' খুস্কির চরম শত্রু হ'লেও আপনার চুলের কিন্তু পরম বন্ধু। চুলে যে অতি প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক তেল থাকে তা ধুয়ে দেয় না, অন্যান্য ঔষধমিশ্রিত শ্যাম্পুতে প্রায়ই যার সম্ভাবনা থাকে। 'ক্লিনিক' ব্যবহারে আপনার চুল স্বাস্থ্যে ও সৌন্দর্যে ঝলমল করবে।

০·১৫% ৩.৪.৪. ট্রাইক্লোরোকারবানিলাইড

ক্লিনিক শ্যাম্পু
কেবলমাত্র কলকাতা শহরেই পাওয়া যায়।
হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেডের একটি উৎকৃষ্ট জিনিস
HDL 3138

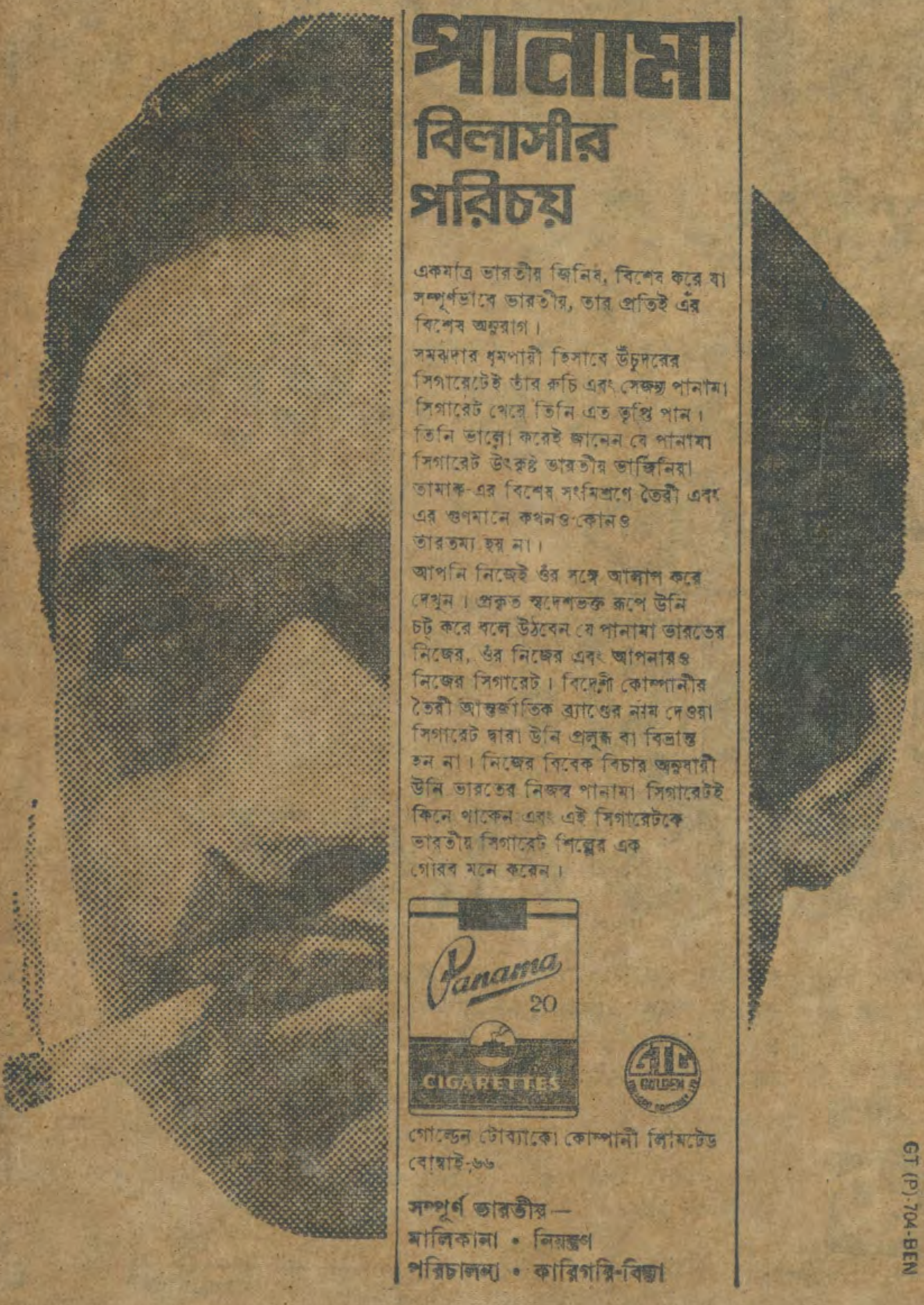

এখন শুধু জুতো সেলাই করেই দিন চালাতে হয় না

সেই আধ-পেটা খেয়ে বেঁচে থাকার কষ্ট আর নেই। ইউকোব্যাঙ্ক থেকে লোন নেওয়ার পর থেকেই ওর দিন ফিরেছে। এখন দুটিয়ে ব্যবসা করছে। মাসে প্রায় ৩৬০০, টাকার কারবার।

ইউকোব্যাঙ্ক যে কেবল কারিগরদেরই সাহায্য করে আসছে তা নয়। খুচরো কারবারী, কৃষিজীবী, চিকিৎসক, স্ব-নিয়োজিত ব্যক্তি, অল্প পরিমাণে রপ্তানীকারী এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উদ্যোক্তা—সবাইকেই সাহায্য করেছে।

আমাদের নানা রকম লোন স্কীমের সুযোগ নিয়ে আপনিও আপনার স্বাধীন পেশা বা ব্যবসা-বাণিজ্যের পসার বাড়িয়ে তুলুন।

ইউনাইটেড কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক
হেড অফিস: কলিকাতা
UCO 11/71

চিকাগো রেডিও
আপনাকে দিচ্ছে
ধ্বনি প্রসারণ সেবা ব্যবস্থার জন্য
সবচেয়ে আধুনিক ও সবচেয়ে বেশী ধরনের ধ্বনি পদ্ধতি

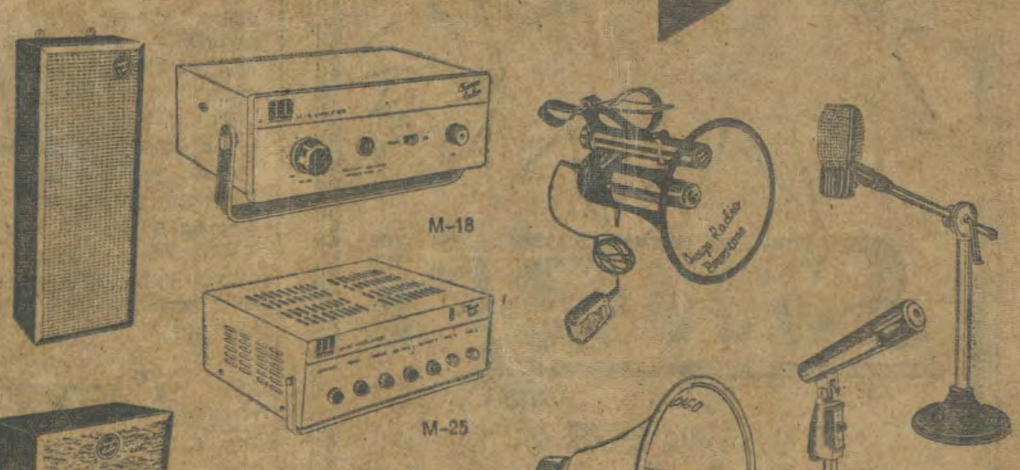

MOTWANE ESTD. 1909
মোটওয়ানে প্রাঃ লিমিটেড
১২৭, মহাত্মা গান্ধী রোড, পোঃ বঃ নং ১৩১২ বোম্বাই-১ বি আর
টেলিফোন: ২৫২৩৩৭ টেলেক্স: (০১১) ২৪৫৬ টেলিগ্রাম: চিফোন সকল শাখার জন্য
শাখা: নয়াদিল্লী, কলকাতা, লখনৌ, কানপুর এবং ব্যাঙ্গালোর
CHICAGO RADIO
ML-5/PREM ASSOCIATES BN
২৫, জওহরলাল নেহরু রোড, পোস্ট বক্স ২৫৮৯, কলিকাতা-১৩

স্টেট বাস চলার পুরনো সময়সূচি আবার চালু

আজ সোমবার, ২০ ডিসেম্বর থেকে স্টেট বাসের সব 'সুপারফাস্ট' ও 'এক্সপ্রেস' সার্ভিসের ক্ষেত্রে ১৩ ডিসেম্বর তারিখের আগেকার সময়-সূচী আবার চালু হবে। এটা জানিয়েছেন কলকাতা রাস্তীয় পরিবহণ করপোরেশন কর্তৃপক্ষ।

আজ সোমবার থেকে কলকাতা পোরেট কমিশনারস্-এর হেড অফিস ও অন্যান্য অফিসে কাজের সময় হবে সোম থেকে শুক্রবার ১০টা থেকে ৫টা। শনিবার—১০টা থেকে দেড়টা।

পণ্ডিত রসিকমোহন বিদ্যা-ভূষণের স্মৃতিসভা

গত ৯ অগ্রহায়ণ বাগবাজার স্মৃতিস্থ শিশিরকুমার ইনস্টিটিউট গৃহে রসিক-মোহন স্মৃতি সমিতির উদ্যোগে বৈষ্ণবাচার্য পণ্ডিত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণের চতুর্বিংশ বার্ষিক স্মৃতি সভার অনুষ্ঠান হয়। উক্তর শিবদাস চক্রবর্তী পৌরোহিত্য করেন। অধ্যাপক শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন চারণ কবি পরমেশলাল মাইতি। স্মৃতি সমিতির অন্যতম সম্পাদক শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ কার্যবিবরণী পঠন করিয়া বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন। সভার আদি ও অন্তে ভজন কীর্তন হয়।

পাকিস্তান জেনেভা চুক্তি মানতে রাজি আছে

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর—পাকিস্তান আন্তর্জাতিক রেডক্রশকে জানিয়ে দিয়েছে যে তারা ১৯৪৯ সালের জেনেভা চুক্তি ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তিতে উল্লিখিত মানবিক রীতিনীতি ভারতের সঙ্গে পারস্পরিক ভিত্তিতে মেনে নিতে প্রস্তুত আছে। পাক বেতার থেকে এই খবর ঘোষণা করা হয়েছে।

পাক পররাষ্ট্র সচিব শ্রীসুলতান মহম্মদ খাঁ এক তার পাঠিয়ে আন্তর্জাতিক রেড ক্রশের প্রেসিডেন্টকে এই কথা জানিয়ে দিয়েছেন।

—পি টি আই

গান্ধীজীকে রাশিয়া নতুন চোখে দেখছে

মস্কো, ১৯ ডিসেম্বর—সদ্য প্রকাশিত গ্রেট সোভিয়েট এনসাইক্লোপিডিয়া-র ষষ্ঠ খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণে বলা হয়েছে যে, এর আগে গান্ধীজী ও গান্ধীবাদকে বুঝতে রাশিয়ার ভুল হয়েছিল। গান্ধীবাদ সম্পর্কে দুই পৃষ্ঠার একটি প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কালে গান্ধীবাদ একটি সামাজিক-রাজনৈতিক তথা ধর্মীয়-দার্শনিক মতবাদ। গান্ধীবাদ জাতীয় বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে পরিচালিত জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের কালের এক তাত্ত্বিক মতবাদ।

নতুন সংস্করণের গ্রন্থপঞ্জীতে এম এন রায়, আর পি দত্ত প্রভৃতির নাম বর্জিত হয়েছে। যুক্ত হয়েছে শ্রী ডি জি টেনডুলকরের নাম এবং সোভিয়েত ভারততত্ত্ববিদদের নাম।

নতুন সংস্করণে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নাম যুক্ত হয়েছে। তার একটি ছবিও দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, তিনি জওহরলালজী নেহরুর নীতিগুলিই অনুসরণ করছেন। ১৯৬৯-৭০ সালে তিনি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৪টি ব্যাংক জাতীয়করণ করেন। ভিয়েতনামে মার্কিন ও আরবদের বিরুদ্ধে ইজরায়েলী আক্রমণের নিন্দা করেন। ১৯৭১-এ নির্বাচনের পর আবার তিনি প্রধানমন্ত্রী হন।

রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরির নামও এই সংস্করণে যুক্ত হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়ন ও স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর দানের কথাও বলা হয়েছে।

—পি টি আই

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক রক্ত দিয়ে গড়ে উঠেছে

—এইচ আর চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর—নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ মিশনের প্রধান শ্রী এইচ আর চৌধুরী আজ এখানে বলেন, যে তিনটি স্তম্ভের উপর বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবে তা হল ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমস্ত মানুষের প্রতি ন্যায়বিচার।

গান্ধী পিস ফাউন্ডেশান-এর উদ্যোগে নতুন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীচৌধুরী বলেন উপমহাদেশের এই অংশে সাম্প্রদায়িকতাকে আর মাথা তুলতে দেওয়া হবে না। এর জন্য তাঁদের প্রচুর মূল্য দিতে হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের জনগণ ভারতের "সহানুভূতি ও সমর্থন" কখন ভুলবে না এবং এই দুই দেশের মৈত্রী রক্ত দিয়ে গড়ে উঠেছে। পৃথিবীর কোন শক্তি একে ছিন্ন করতে পারবে না।

—পি টি আই

স্বীকৃতি আদায়ের জন্য বাংলাদেশ সরকারের সর্বাত্মক প্রয়াস

সিঙ্গাপুর, ১৯ ডিসেম্বর—বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায়ের জন্য বাংলাদেশ সরকার সর্বাত্মক প্রয়াস শুরু করেছেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বাংলাদেশ সরকারের প্রামাণিক দূত শ্রী কে কে পান্নি আজ এখানে সাংবাদিকদের এই কথা জানান।

তিনি বলেন, তাঁর মত আরও ১২ জন দূত বিশ্বের নানা স্থানে ওই একই উদ্দেশ্যে কাজ করছেন। শ্রীপান্নি ইতিমধ্যেই টোকিও, মানিলা, ব্যাংকক, কুয়ালালামপুর ও সিঙ্গাপুরে এইসব দেশের সরকারকে চিঠি লিখে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

শ্রীপান্নি আশা প্রকাশ করেন যে, সব দেশই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে এবং রাষ্ট্রপুঞ্জেও বাংলাদেশ যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে নিজের আসনে অচিরেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে।

—রয়টার

শোক সংবাদ

বোলপুর, ১৮ ডিসেম্বর—বোলপুরের বিশিষ্ট সমাজসেবী-চিকিৎসক ডাঃ ফণীন্দ্রনাথ সরকার সম্প্রতি সত্তর বছর বয়সে পরলোক-গমন করেছেন। তিনি ১৯৩৩ সাল থেকে স্বর্গীয় কালীমোহন ঘোষের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বধিগোড়া-বোলপুর স্বাস্থ্য সমবায় সমিতির চিকিৎসক ছিলেন। দীর্ঘকাল বোলপুর পৌর সভার কমিশনার ছিলেন। ডাঃ সরকারের এক পুত্র ডাঃ বিমলকুমার সরকার।

Alpine কিনুন
দামে আর গুণে অপ্রতিদ্বন্দ্বী
খাঁটি মাখন...
৫০, ১০০, ২০০ ও ৪০০ গ্রাম—এছাড়া খাঁটি দুধ, ক্রীম এবং ঘি পাওয়া যায়।
এ্যাল্পাইন ডেয়ারী
ন্যাশানাল টোবাকো বিল্ডিং
১ এবং ২, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার
কলিকাতা-১। ফোন ২২-৪৮৬১

কলেজের ড্রামা ফাইন্যালের আর কয়েকদিন মাস বাকি আছে।
মুখময় ব্রণ বেরোচ্ছে
কি করি বলতো নীলা?...

তারচিস্ কেন? আমিই কি বুঝতে কম ভুগছি। ক্লিয়ারাসিল ব্যবহার করে আস্তে আস্তে সব পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে এখন, দেখ আমার মুখে একটা দাগ পর্যন্ত নেই।

ক্লিয়ারাসিলের জন্যই এমনটি সম্ভব হল।

বাঃ কী চমৎকার দেখাচ্ছে নীরিকে, আর কী চমৎকার ওর আতিথ্য!

ক্লিয়ারাসিল

ব্রণ ফাটিয়ে দেয়, পরিষ্কার করে, সারিয়ে দেয়

লোকে বলে উঠুক বয়সেই মুখে ব্রণ দেখা দেয়। কিন্তু সে মনে মনে স্থির করেছিল যেমন করে হোক, তাকে ব্রণর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতেই হবে। তাই তখন থেকে সে ক্লিয়ারাসিল ব্যবহার করতে শুরু করল। রোজ সকালে ও রাত্রে সে গরম জল ও সাবান দিয়ে বেশ করে মুখটি ধুয়ে নিত। তারপর ব্রণতে আক্রান্ত জায়গায় ও আশেপাশে সমান করে মোলায়েমভাবে ক্লিয়ারাসিল লাগাত...যাতে এর সক্রিয় ওষুধ তাড়াতাড়ি ব্রণ সারিয়ে তোলে। তাছাড়া সে সবসময় তাতের কাছে ক্লিয়ারাসিল রাখত যাতে ব্রণ দেখা দিলেই সঙ্গে সঙ্গে সেখানে এটি লাগাতে পারে। ক্লিয়ারাসিলের ওষুধের গুণে এবং তকের যথাযথ পরিচর্যার জন্যই তার রূপ খুলেছিল চমৎকার!

ক্লিয়ারাসিল কীভাবে কাজ করে দেখুন।

ব্রণ ফাটিয়ে দেয়
কেরাটোলিটিক ওষুধটি থাকায় ব্রণর মুখটি আপনা থেকেই ফেটে যায়—তাতে ওষুধটি পুরোপুরি ভেতরে অনুপ্রবেশ করতে পারে।

বীজাণু প্রতিরোধ করে
এতে এনটিসেপটিক উপাদান থাকায় ত্বকে বীজাণুর বৃদ্ধি প্রতিরোধ করে।

ব্রণ সারিয়ে দেয়
লোমকূপের মুখে তেল জমলেই ব্রণর উৎপত্তি হয়। এর তেল-শুষে নেবার ক্ষমতা থাকায় মুখের অতিরিক্ত তেল সরিয়ে দিয়ে ব্রণ সারিয়ে তোলে।

আমেরিকার ১ নং পিম্পল ক্রীম

Bensons/3697 Ben

পরিবারের সকলকে সবল ও সুস্থ রাখতে

ফসফোমিন

ফসফোমিনে
রয়েছে 'বি' কমপ্লেক্স ভিটামিন আর বিবিধ মিসারোফসফেটস্
- শরীরে শক্তি যোগায়
- খিদে বাড়ায়
- কাজ করার ক্ষমতা যোগায়
- সহজে রোগে কাবু হতে দেয়না

ফসফোমিন—
ফলের গন্ধে ভরা সবুজ রং-এর ভিটামিন টনিক

SARABHAI CHEMICALS

Shilpi-HPMA-29/71 Ben.

ডেকোয়াডিন
কাজ করে ২ ভাবে

গলাব্যথা ও কাশিতে দেয় সুনিশ্চিত আরাম

একমাত্র ডেকোয়াডিন অ্যান্টিসেপটিক লজেন্জ'এই রয়েছে ফলপ্রদ অ্যান্টিসেপটিক—ডেকোয়ালিনিয়াম ক্লোরাইড যা গলাব্যথা ও কাশিতে সুনিশ্চিত আরাম দেয়।

গ্ল্যাক্সো'র অ্যান্টিসেপটিক লজেন্জ দেয় সুনিশ্চিত আরাম—সঙ্গে সঙ্গে।

GLO-6736

BOTTOMS Up TO THE NAVAL PUNCH

FROM THE HOUSE OF Mohmeak's SINCE 1855

M. M. B. LTD.
H. O. SOLAN BREWERY (HIMACHAL PRADESH)

MMB-NP-421

পড়ুন
সব সেরা সাপ্তাহিক
দেশ

আমাগো বাড়ি আইসো

গমা, মেঘনা, শীতলক্ষ্যার ছেলে-মেয়েরা ঘরে ফিরছে। কেউ জঙ্গল থেকে, কেউ বুদ্ধ থেকে, কেউ বা সীমান্তের পার থেকে। মানুষের তাজা গন্ধ পেয়ে যে রাক্ষস-খোক্কসরা এসেছিল, রূপকথার বাঙলাদেশের পাড়ের কাঁথা ছিঁড়ে, মাটির বাড়ি পুড়িয়ে, আশ মিটিয়ে বুড়ো-জোয়ান-গুঁড়ো, রক্ত চুষে তারা একপাল কালো বাদুড়ের মতো মিলিয়ে গেছে। এমনি এমনি নয়, নাক খত দিয়ে, দশখত লিখে। ঘর-গেরস্থালি আবার গুছোতে হবে তো। তাই ফিরে আসছে লাখো লাখো লালকমল, নীলকমল। হাতে হাতে জিয়নকাঠি। যে বিল তারা পেরিয়ে গিয়েছিল, তার জলে এখন বিষ। যে ঘর তারা ছেড়ে গিয়েছিল, তার দেয়ালময় রক্ত শুকিয়ে পাঁশুটে হয়ে আছে। গাঁ-জিরেতের বাঁকে বাঁকে শাখা আর লোহার বালাপরা কঙ্কাল, তাগড়াই ছেলের বুকের চওড়া হাড়, স্কন্ধকাটা খুলির পাশে গুঁড়ি গুঁড়ি লাল ফুল ফুটে উঠেছে এ্যাদ্দিনে।

ঝিনাইদা-র সফিউলের বউ আর তার তিন বছরের ছেলে মতিন। সফিউল গেল লড়াই-এ। বর্ডার পেরিয়ে বনগাঁয় মতিনের মা আর মতিন। বড়দির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তিনি ওদের রেখে গিয়েছিলেন আমাদের বাড়ি। তা সুখে-দুঃখে সাত মাস জড়িয়ে ছিল আমাদের সঙ্গে। একদিন দুপুরে সাইরেন বেজে উঠতে মতিন ওর মাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, 'চলো আম্মা, জঙ্গলে যাই।'

কাল ওদের পৌঁছে দিয়ে এলাম বেনাপোল অবধি। সেখানে গাঁয়ের লোক পেয়ে ওরা চলে গেল। নাক পর্যন্ত ঘোমটা টেনেও চোখের জল চাপতে পারল না মতিনের মা। জামার খুঁট দুটো বুকের কাছে তুলে মতিন বলল, 'যাই চাচা। আমাগো বাড়ি আইসো।' ওর ফর্সা পেটে রোদ চিকচিক করছিল।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

পৃথিবীর দুর্ধর্ষতম জলদস্যু / চিত্রকাহিনী • শৈল চক্রবর্তী

৪

ছড়া

খানসাহেবের খুশ
একটু খাবেন ঘুষ
সামু চাচার বাড়ি খেলেন
সাবার জেটের জুস।
অমনি হল মালাম
খদহজমে শরীর কাহিল,
ডাকেন হুলুম-হালুম।
কাঁদেন সামু চাচা;
এবার প্রাণটা বাঁচা।

সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

যুদ্ধবিষয়ে জানবার কথা

স্যাবার-ন্যাট-মিগ-মিরাজ

ভারত পাকিস্তান যুদ্ধে কয়েকদিনের মধ্যে কয়েকটি বিমানের নাম ও যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্রের নাম সকলের মুখে মুখে ফিরছে। তার কয়েকটি ছোট্ট করে পরিচিত দেওয়া যাক। বিমানের দিক থেকে স্যাবার জেট, ন্যাট, মিরাজ মিগ। স্যাবার জেট ব্যবহার করেছে পাকিস্তান। এটি জঙ্গী বিমান। জঙ্গী বিমান ও বোমারু বিমানের তফাৎ হল—জঙ্গী বিমান থেকে স্বয়ংক্রিয় ক্ষেপণাস্ত্র বেরিয়ে শত্রুর বিমানকে আঘাত করে আর খুব উঁচু থেকে অর্থাৎ ছোঁ মেরে নীচের দিকে নেমে এসে স্ট্রেপিং করে ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়ে এবং মেসিনগান থেকে গুলিবর্ষণ করে। আর বোমারু বিমান কেবলমাত্র বোমাবর্ষণ করেই চলে যায়। বোমারু বিমানকে জঙ্গী বিমান পাহারা দিয়ে নিয়ে যায়।

স্যাবার, ফরাসী শব্দ—বাংলা মানে ছোরা। স্যাবার জেট জঙ্গী বিমান আমেরিকার তৈরী। লম্বায় ৩৭.৫ ফুট, চওড়া ৩৯.১ ফুট, ওজন ১১,১২৫ পাঃ। এর গতি ঘণ্টায় ৬৭৮ মাইল। উড়তে শুরু করার প্রথম দিকে মিনিটে ১২০০০ ফুট উঠতে পারে। স্যাবার জেটের দু-পাশের অংশ থেকেও বিমান ধ্বংসকারী ক্ষেপণাস্ত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে বেরিয়ে যেতে পারে।

ন্যাট শব্দের বাংলা ডাঁশ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটেনই প্রথম ন্যাট জঙ্গী বিমান ব্যবহার করে। পরবর্তীকালে ভারত আধুনিক জঙ্গী বিমানের উপযোগী করে বাঙ্গালোরে হিন্দুস্থান অ্যারোনেটিকস ন্যাট তৈরী শুরু করে। ন্যাট লম্বায় ৩১ ফুট, চওড়া ২৪ ফুট, ওজন ৬৬৫০ পাঃ। গতি ঘণ্টায় ৬৯৫ মাইল। উড়তে শুরু করার প্রথম দিকে মিনিটে ২০,০০০ হাজার ফুট উঠতে পারে। অনেকের ধারণা ছিল, স্যাবার জেটের মত শক্তিশালী বিমানের তুলনা মেলা ভার। কিন্তু ভারতে তৈরী ন্যাট তিনটি যুদ্ধেই দেখিয়ে দিয়েছে, স্যাবার জেটকে চটপট খতম করতে ন্যাটের জুড়ি নেই। ফলে পাকিস্তানের বৈমানিকদের আতঙ্ক : 'ন্যাট দেখলেই পালাও, ধারে-কাছে গেলে আর আস্ত ফিরতে পারবে না।' তাই ভারতীয় ন্যাটের এখন জয়-জয়কার। স্যাবার ও ন্যাট দুয়ের মধ্যেই মেসিনগান রাখার এবং অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্র ছোঁড়ার ব্যবস্থা আছে। স্যাবারের থেকে ন্যাট অনেক হালকা, চটপট গতি নিতে বা বাঁক নিতে ন্যাট ওস্তাদ।

সোভিয়েত জেট জঙ্গী বিমান মিগ-১৫-এর নকসা করেন মিকোয়ান এবং গুরোভ্চ। কোরিয়ার যুদ্ধে এই বিমানের দক্ষতা প্রমাণিত হয়। ১৯৪৯ থেকে উৎপাদন শুরু হয়ে ১৯৫২ সালের মধ্যে বিমানবাহিনীতে কাজে লাগানো হয়। মিগ-১৫-এর উন্নততর পর্যায় হল মিগ-১৭। ১৯৫৩ সালে সোভিয়েত বিমান-বহরে কাজে লাগানো হয়, আর সুপারসোনিক মিগ-১৯ হয় ১৯৫৫ সালে। আরও আধুনিক পর্যায় হল মিগ-২১ ও মিগ-২৩।

সোভিয়েত রাশিয়ার সহযোগিতায় ভারতে মিগ-২১ বিমান তৈরীর কাজ সফল হয়েছে। ভারতীয় মিগ অল্পদিনের মধ্যেই কাজে নামতে পারবে। রাশিয়ার কাছ থেকে নেওয়া মিগ এখন পাকিস্তানের মিরাজের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। মিরাজ মানে মরীচিকা। পাকিস্তানের মিরাজ জঙ্গী বিমান ফ্রান্সের তৈরী। এর সর্বাধিক গতি ঘণ্টায় ১৫০০ মাইল। মিরাজ দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেছিল ইসরাইল ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে। পাকিস্তানও চীনের কাছ থেকে মিগ-১৯ বিমান পেয়েছে। কিন্তু ভারতের মিগ পাকিস্তানের মিরাজকে ঘায়েল করে অবিস্মরণীয় আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে আজ। শব্দের থেকে দ্রুত বেগে মিগ বিমান ছুটতে পারে।

রাডার কাকে বলে?

বিমান যুদ্ধে আর একটি যন্ত্র রাডারের প্রয়োজন সর্বাধিক।

এই রাডারের ব্যবহার এখানকার দিনে অনেক বেড়ে গেছে। রেডার এক ধরনের ইলেকট্রনিক যন্ত্র, যার মাধ্যমে বিশেষ কোন বস্তুর নিখুঁত অবস্থান, গতি-প্রকৃতি সহজে ধরা যায়। চোখের দৃষ্টি সেখানে পৌঁছয় না, নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে সেখানে কী আছে, রাডার তা অনায়াসে নির্দেশ করতে পারে। আয়নার ওপর আলোর যেমন প্রতিফলন হয়, রাডারের ধাতব পদার্থের ওপর বৈদ্যুতিক বিকিরণের পর নির্দেশক কাঁটা বিমানের অবস্থিতি, গতি এবং দিক-নির্ণয় করে দেয়।

আমেরিকা, ইংলণ্ড, জার্মানী, ফ্রান্সে ১৯৩০ সাল থেকেই রাডারকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়েছে। ১৯৪২ সালে আমেরিকার নৌ-বিভাগ এই ইলেকট্রনিক যন্ত্রকে রাডার নাম দেয়, তারপর থেকে সব দেশেই রাডার নামটি চলে আসছে। কেবলমাত্র বিমানই নয়, জাহাজের অবস্থিতি ও গতি—নির্ণয়ের কাজেও রাডার ব্যবহার করা হয়। ঝড়ের গতিবেগ, ঠিক কোনখানে ঝড় উঠেছে, তা নির্ণয় করার জন্যে ১৯৫৮ সালে ভারতের বিভিন্ন বিমানঘাঁটিতে ঝটিকা-জ্ঞাপক রাডার বসানো হয়। এর ফলে বহু দূর থেকে ঝড়ের সঙ্কেত পেলে বৈমানিকরা সতর্ক হয়ে যেতে পারেন।

বাংকার কী?

বাংকার এক ধরনের দুর্ভেদ্য আশ্রয়-স্থল। বহু বছর আগে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ স্থায়ী বাংকারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল। কিন্তু বর্তমানে সামরিক প্রয়োজনেই বাংকার তৈরী করা হচ্ছে। কংক্রীটের তৈরী এই আশ্রয়স্থল থেকে শত্রুকে ঘায়েল করার সুবিধে হয়, শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করাও যায়। বাংকারের মধ্যে সাময়িক প্রয়োজন মত খাদ্য, গোলাগুলি রেখে দেওয়া হয়। সাধারণত কোন দুর্গ রক্ষা করার জন্যে দুর্গের চারপাশে ছোট ছোট অনেকগুলি বাংকার তৈরী করে শত্রুর আক্রমণ ঠেকানো হয়।

নন্দন উপাধ্যায়

আনন্দমেলা

বড়াই ছিলো

রঞ্জন ভাদুড়ী

লড়াই করার বড়াই ছিলো
খানবাহাদুর চাচার
কিন্তু চাচা লড়ার আগেই
খান মাটিতে আছাড়
বাংলাদেশের এঁটেল মাটি
খান-চাচা খান দাঁতকপাটি
কোমর ভেঙে এবার চাচা
যুদ্ধে যেতে নাচার।

ছোটদের চোখে যুদ্ধ

আমার জ্ঞান হওয়ার থেকেই শুনেছি আমার বাবার দেশ ছিল ঢাকায়। সেখানে আছে বিরাট সুন্দর পদ্মা আর মেঘনা নদী। সোনালী রঙ-এর পাকা ধানের ক্ষেত। আর রুপালী রঙ-এর মস্ত বড় ইলিশ মাছ। বাবা যখন দেশের গল্প বলেন তখন আমার ভীষণ ভাল লাগে শুনতে। মনে হয় চলে যাই ওখানে। কিন্তু শুনেছিলাম ওখানে নাকি আমাদের যেতে দেওয়া হয় না। তারপর শুনলাম পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ হচ্ছে। আমাদের সৈন্যরা পাকিস্তানের সৈন্যদের যুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছে। আর আমরা এখন বাংলাদেশে যেতে পারবো। শুনে আমার খুউব আনন্দ হচ্ছে। মনে হচ্ছে যুদ্ধটা লেগে ভালই হয়েছে। তা না হলে ঐ সুন্দর ঢাকা শহর আমি দেখতেই পেতাম না।

পাপিয়া চট্টোপাধ্যায়
ডোভার লেন, কলকাতা—২৯

*

আগে বাবা প্রায়ই বলতেন, 'যুদ্ধ লেগে গেল!' অবশেষে তেশরা ডিসেম্বর তা বাস্তবে পরিণত হল। আমার এখন খুব মজা। পরীক্ষা হয়ে গেছে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যুদ্ধের প্লেন দেখি। বাবার কাছে সেই সব প্লেনের নাম শুনি। বাবা আর বাবার বন্ধুরা যখন যুদ্ধের কথাবার্তা বলেন তখন হুমড়ি খেয়ে শুনি, তারপর সেই কথাগুলো মাঠে গিয়ে বন্ধুদের কাছে গল্প করি। তারা হাঁ করে শোনে।

এখন আমার আরও মজা, কারণ বাবা বলেন, 'রাজশাহী যাবো।' বাবার কাছে রাজশাহীর অনেক কথাই শুনেছি কিন্তু কোনদিন চোখে দেখিনি।

নির্মাল্য সেনগুপ্ত, মল রোড,
কলিকাতা—২৮।

আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ-এর পক্ষে ৬নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১ আনন্দ প্রেস থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার

সাড়ীর মেলা
ফোন: ৩৪-৮৮৮৩
নিউ বেনারসী হাউস
কলেজ স্ট্রীট জং (পূবে) কলিকাতা-৯

মণিমেলার বার্ষিক শিক্ষণ শিবির

আগামী ২৩ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারি মণিমেলার বার্ষিক শিক্ষণ শিবির হচ্ছে বালিচক বি এইচ ইনস্টিটিউশনে। যেসব শিক্ষার্থী শিবিরে যোগ দেবে তাদের ২৩ সকাল ১০-৩০টার মধ্যে হাওড়া স্টেশনে এনকোয়ারি অফিসের সামনে উপস্থিত থাকতে হবে। অন্যান্য জায়গা থেকে যারা সরাসরি শিবিরে যাবে তাদের ঐদিন সন্ধ্যার মধ্যে শিবিরে পৌঁছাতে হবে।

১ জানুয়ারি বিকাল ৩টায় সমাপ্তি। সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

—কেন্দ্রমণি, মণিমেলা মহাকেন্দ্র।

বি এস সি চন্দা
সাইজ : ২-৭
দাম : ১৭ টাকা ৯৫ পঃ
(স্থানীয় কর আলাদা)
শ্রীমতী বোস সবসময়ই ফিটফাট আর কেনাকাটায়ও বেশ চতুর। উনি জানেন, জুতো কিনতে হলে বি এস সি জুতোই ওঁর সেরা সওদা।
বাটা শূ কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড-এর তৈরী
BSC
Manufactured by
BATA SHOE CO PRIVATE LIMITED
BSC 6651

বিনামূল্যে
প্রতিটি ওভালটিন
টিনের সঙ্গে পাবেন এক প্যাকেট
শালিমার গ্লুকোজ বিস্কুট

ওভালটিন প্রেমীদের জন্য এই বিস্কুট উপহার!
আপনার প্রিয় ওভালটিন কিনে যদি এক প্যাকেট বিস্কুট উপহার পান তো আশ্চর্য হবার কিছুই নেই! এই অতিরিক্ত শক্তিদায়ক পানীয় আপনার শরীরে স্বাস্থ্য, শক্তি ও উৎসাহ যোগাবে। ওভালটিন ৭০ পয়সা দামের ১৪টি সুস্বাদু শালিমার গ্লুকোজ বিস্কুটের একটি প্যাকেট আপনাকে বিনামূল্যে উপহার দিচ্ছে ... আর দিচ্ছে স্বাস্থ্য ... শক্তি ... উৎসাহ।
দেরী করবেন না, আজই কিনে নিন —এই সুযোগ বেশীদিন থাকবে না।
এই সুযোগ মাত্র ৪০০ গ্রামের টিনেই দেওয়া হয়।
এ ওয়াস্তার লিমিটেড, লণ্ডন থেকে লাইসেন্সপ্রাপ্ত জগৎজিত ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেডের দ্বারা ভারতে প্রস্তুত। একমাত্র পরিবেশক: ডোলটাজ লিমিটেড

পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা
আপনার ছেলে মেয়েদের শিক্ষা, বিবাহ বা নতুন বাড়ী তৈয়ারী কিংবা চিরাচরিত উৎসবাদির জন্য আপনি কি নিয়মিতভাবে সঞ্চয় শুরু করেছেন?
আপনার বিভিন্ন পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সঞ্চয়ের ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করতে এলাহাবাদ ব্যাঙ্কে সেভিংস ব্যাঙ্ক, রেকারিং ডিপজিট ও ফিক্সড্ ডিপজিট ইত্যাদি বিভিন্ন আকর্ষণীয় সঞ্চয় প্রকল্প রয়েছে।
বিশদ বিবরণের জন্য আপনার নিকটবর্তী আমাদের শাখা অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।
এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক
হেড অফিস : ১৪, ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা-১

সব রকমের ব্যাগের উপযোগী বিশেষভাবে তৈরী
BHOR
ভোর ফেদারটাচ্
স্পেশ্যাল এফ০৫
আসল এক্সপ্যাণ্ডেড ভিনাইল
সবচেয়ে চমৎকার ব্যাগ সবসময়েই বেশ হাল্কা, দেখতে চমৎকার আর খুব টেকসই।
কেননা এগুলি সর্বদাই তৈরী হয় ফেদারটাচ স্পেশ্যাল এফ ০৫ দিয়ে.....
প্রত্যেকটি উৎপাদনকে অশেষ মূল্যবান করে তোলে।
ফেদারটাচ্ ভারতের সবচেয়ে বেশি বিক্রীত এক্সপ্যাণ্ডেড ভিনাইল...সারা বিশ্বে রপ্তানী হয়।
প্রস্তুতকারক : BHOR
ভোর ইণ্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড
৩৯২, বীর সাভারকার মার্গ, বোম্বাই-২৫ ডিডি
SHB-7133A-BEN